জাকের মুহাম্মাদ

পড়ালেখায় ভালো হওয়ার কৌশল

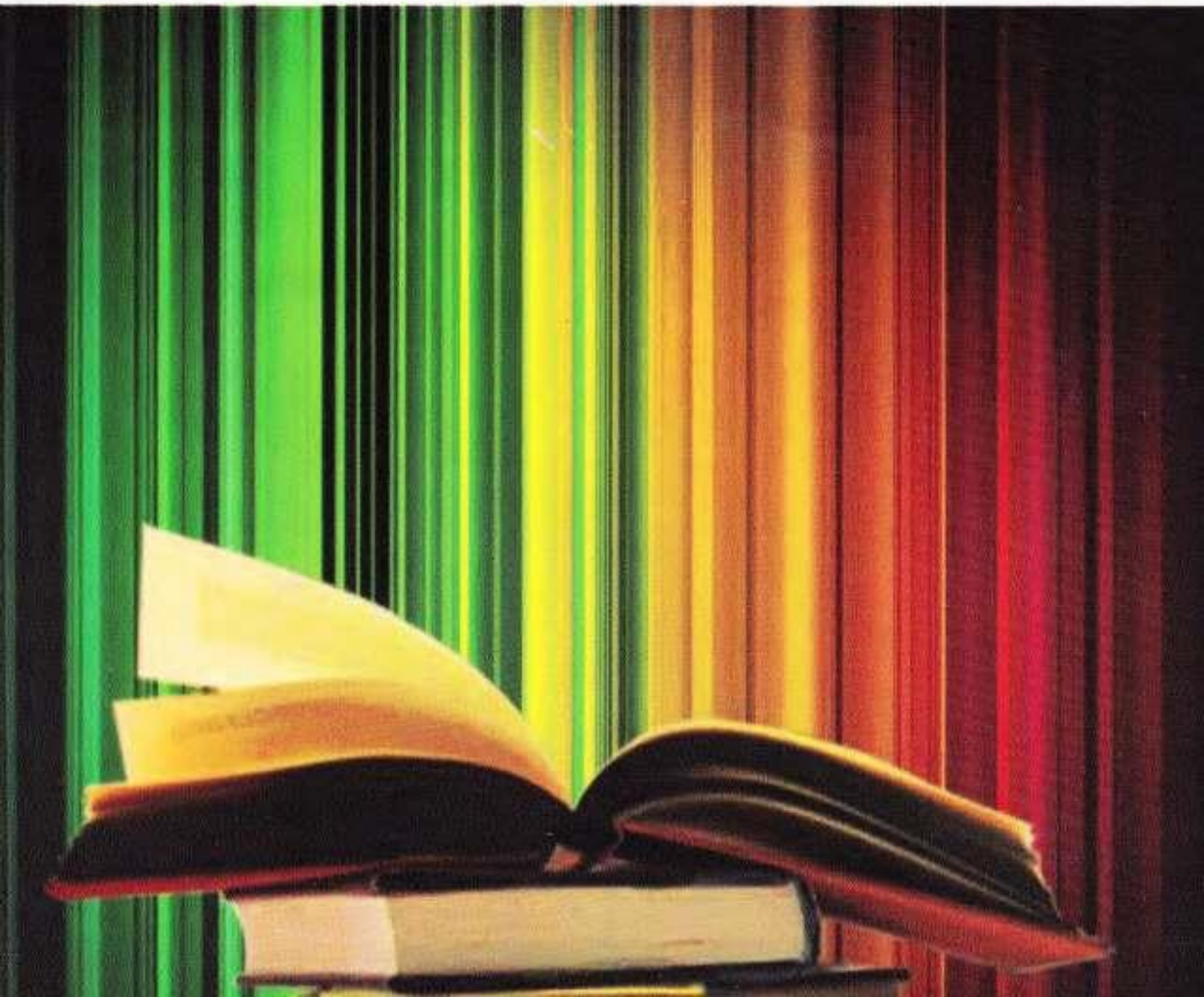

পড়ালেখায় ভালো হওয়ার কৌশল

জাবেদ মুহাম্মাদ

সম্পাদনায়
ড. মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম খান
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক একাডেমি
দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়

খেয়া প্রকাশনী

www.pathagar.com

পড়ালেখায় ভালো হওয়ার কৌশল

জাবেদ মুহাম্মাদ

খে-২০

প্রকাশনায়

খেয়া প্রকাশনী

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

পরিবেশনায়

র‍্যাকস পাবলিকেশন্স

আহসান পাবলিকেশন

মক্কা পাবলিকেশন্স

মাওলা প্রকাশনী

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী : ২০১২

মাঘ : ১৪১৮

স্বত্ব সংরক্ষণ

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ

শাহ ইফতেখার তারিক

কম্পোজ

ফরিদ উদ্দীন আহমদ

মুদ্রণ

র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ

২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

E-mail : zabedmbd@yahoo.com

ISBN : 978-984-90136-1-7

মূল্য : ৯০.০০ টাকা

Poralekhay Valo Howar Kawshal (The Art of doing well in studies) : Zabed Mohammad. Published by Kheya Prakashoni 230 New Elephant Road Dhaka-1205,. First Edition: February 2012, Magh 1418.
Copy Right : Wtiter. E-mail : zabedmbd@yahoo.com.
Price : Tk. 90.00 only

www.pathagar.com

সূচিপত্র

■ লেখকের অভিব্যক্তি ॥ ৭

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ক'টি কথা ॥ ৭

ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ॥ ৮

বইটি সম্পর্কে ক'টি কথা ॥ ৮

০১. পড়ালেখা ॥ ১১

০২. পড়ালেখার উদ্দেশ্য ॥ ১৩

০৩. পড়ালেখা যারা করে তাদের সম্মান ও মর্যাদা ॥ ১৬

▲ আল কুরআনের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মান ও মর্যাদা ॥ ১৭

▲ আল হাদীসের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মান ও মর্যাদা ॥ ১৮

০৪. পড়ালেখা করার নিয়ম পদ্ধতি ॥ ১৯

▲ অবজেকটিভ বা বহু নির্বাচনী বা নৈর্ব্যক্তিক পড়ার নিয়ম পদ্ধতি ॥ ২০

▲ পঞ্চম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত জটিল বিষয়গুলোর রচনামূলক প্রশ্নোত্তর পড়ার নিয়ম পদ্ধতি ॥ ২৩

❖ বাংলা ১ম পত্র ॥ ২৩

❖ বাংলা ২য় পত্র ॥ ২৪

ভাব-সম্প্রসারণ ॥ ২৫

ভাব-সম্প্রসারণ লেখার নিয়ম ॥ ২৫

সারমর্ম ও সারাংশ ॥ ২৬

সারমর্ম ও সারাংশ লেখার নিয়ম ॥ ২৬

পত্র লেখার নিয়ম ॥ ২৭

ভাষণ ॥ ২৮

প্রতিবেদন ॥ ২৯

রচনা লিখন ॥ ২৯

❖ English 1st Part ॥ ৩০

❖ English 2nd Part ॥ ৩১

www.pathagar.com

❖ ইসলাম শিক্ষা ॥ ৩২
❖ সাধারণ গণিত ॥ ৩৩
▲ ৯ম শ্রেণী থেকে এইচ.এস.সি পর্যন্ত গ্রুপভিত্তিক বিষয়গুলোর রচনামূলক প্রশ্নোত্তর পড়ার নিয়ম পদ্ধতি ॥ ৩৪
❖ বিজ্ঞান গ্রুপের বিষয়সমূহ ॥ ৩৪
❖ ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের বিষয়সমূহ ॥ ৩৪
❖ মানবিক বা আর্টস গ্রুপের বিষয়সমূহ ॥ ৩৭
০৫. পড়ার পর বেশি বেশি লেখা ॥ ৩৭
০৬. স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় ক্লাস করা ॥ ৩৮
ক্লাশে স্যারের লেকচার শোনা ও নোট করা ॥ ৪০
০৭. মেধাবী ও আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীদের অনুসরণ-অনুকরণ ॥ ৪২
০৮. সময় সদ্ব্যবহারের প্রতি যত্নশীল হওয়া ॥ ৪৪
০৯. পড়ালেখায় ভালো হওয়ার কৌশল ॥ ৪৬
▲ জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা ভিশন সেটআপকরণ ॥ ৪৬
▲ কঠোর শ্রম ও অধ্যবসায় ॥ ৪৮
▲ একাডেমিক বা পাঠ্য বই পড়ার কৌশল ॥ ৪৯
পড়ার আগ্রহ ও মনোযোগ ॥ ৪৯
নিজের তাগিদেই পড়ালেখা করা ॥ ৪৯
টেক্সট বই সম্পর্কে ক্লাশ শিক্ষক ও সহপাঠীর সাথে আলোচনা ॥ ৫০
বারবার বুঝার চেষ্টা করা ॥ ৫০
জটিল শব্দগুলো দাগিয়ে পড়া ॥ ৫০
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর বিশেষভাবে পড়া ॥ ৫০
প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজে বের করা ॥ ৫০
উচ্চ শব্দ করে পড়া ॥ ৫০
কয়েক মিনিট নিরবে সারসংক্ষেপ চিন্তা করা ॥৫১
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো বই পড়া ॥ ৫১
সমালোচকের দৃষ্টিতে পড়া ॥ ৫১
▲ কার্যকর অধ্যয়নের জন্যে Robinson এর Survey Q 3R কৌশল ॥ ৫১
▲ একাডেমিক বা পাঠ্য বইয়ের সহায়ক বই পড়ার কৌশল ॥ ৫২
❖ ডিকশনারী বা অভিধান ॥ ৫২

www.pathagar.com

ডিকশনারী ব্যবহারের কৌশল ॥ ৫৩
❖ শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি উচ্চতর শ্রেণীর বই পড়া ॥ ৫৩
নোট করে পড়া, নোট সংরক্ষণ করা ॥ ৫৪
▲ রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত পড়ালেখা করা ॥ ৫৫
৫ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পড়ার রুটিন ॥ ৫৫
৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পড়ার রুটিন ॥ ৫৭
এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার রুটিন ॥ ৫৯
▲ বাসায় বার-বার পরীক্ষা দেয়া ॥ ৬০
▲ প্রত্যেক বিষয়ে সম গুরুত্ব দেয়া ॥ ৬১
▲ পড়ালেখা বা শিক্ষা উপকরণকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ॥ ৬২
▲ পড়ালেখার সময় ঘুম আসলে দূর করার পদ্ধতি ॥ ৬২
১০. পড়া মুখস্থ করার কৌশল ॥ ৬৩
১১. যে সময়ে পড়া তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয় ॥ ৬৫
১২. যে সময়ে পড়ালেখা করা উচিত নয় ॥ ৬৬
১৩. যেভাবে পড়ালেখা করা উচিত নয় ॥ ৬৭
১৪. পড়ালেখায় মন বসানোর পদ্ধতি ॥ ৬৮
১৫. পড়া মনে রাখার কৌশল ॥ ৭১
১৬. পড়া ভুলে যাবার কারণ ॥ ৭৩
১৭. শিক্ষার মাধ্যমগুলোকে আত্মস্থকরণ ॥ ৭৪
পিতা-মাতার কাছ থেকে শিক্ষা ॥ ৭৫
পড়ে পড়ে শিক্ষা ॥ ৭৫
দেখে-দেখে শিক্ষা বা অনুসরণ-অনুকরণ করে শিক্ষা ॥ ৭৬
শুনে শুনে শিক্ষা ॥ ৭৭
হোঁচট খেয়ে শিক্ষা ॥ ৭৮
পরিবেশ থেকে শিক্ষা ॥ ৭৮
১৮. স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করার কৌশল ॥ ৭৯
পরিকল্পনা মাফিক অধ্যয়ন করা ॥ ৮০
ভাল কথা বলা ও বেহুদা কথা না বলা ॥ ৮১
কুচিন্তা, বাজে চিন্তা না করা ॥ ৮২
কূটকৌশল, পরনিন্দা, পরচর্চা না করা ॥ ৮২
স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিদিন করণীয় ॥ ৮৩

www.pathagar.com

১৯. স্মরণ শক্তি বিলুপ্ত হওয়ার কারণ ॥ ৮৪
২০. লেখা দ্রুত ও সুন্দর করার কৌশল ॥ ৮৫
যেখানে সেখানে লেখালেখি করার কুফল ॥ ৮৬
২১. ছাত্রদের লজিং বা জায়গীর থাকার ক্ষেত্রে নিয়ম ও পন্থা ॥ ৮৭
২২. ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল, মেস বা আবাসিক হলে থাকার নিয়ম ও পন্থা ॥ ৮৮
২৩. পড়ালেখায় মনোযোগী হতে ছাত্র-ছাত্রীদের যা প্রয়োজন ॥ ৯০
গৃহে পড়ালেখার অনুকূল পরিবেশ গড়ে নেয়া ॥ ৯০
পড়ালেখার উপকরণ প্রাপ্তি ॥ ৯১
উচ্চতর শ্রেণীর বই ও নোট প্রাপ্তি ॥ ৯২
সাইন্স, কমার্স ও আর্টস গ্রুপ নির্বাচনে মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ ॥ ৯৩
উদ্দীপনা ও প্রেরণামূলক উপহার প্রাপ্তি ॥ ৯৩
২৪. পড়ালেখায় ভালো করতে শিক্ষকদের সাথে আদর্শিক সম্পর্ক গঠন ॥ ৯৩
শিক্ষকের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ॥ ৯৪
শিক্ষকের সাথে সুন্দর করে কথা বলা ॥ ৯৫
শিক্ষক কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হলে ক্ষমা চাওয়া ॥ ৯৬
শিক্ষকের সাথে বেয়াদবিতে জ্ঞান ও ইলমের বরকত হ্রাস পাওয়া ॥ ৯৭
শিক্ষকের নামে গীবত না করা ॥ ৯৮
শিক্ষকদের ইনতিকালের পরও হক আদায় করা ॥ ৯৮
২৫. পড়ালেখায় ভালো করতে বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠী নির্বাচনে সতর্ক থাকা ॥ ৯৯
আল কুরআনের দৃষ্টিতে উত্তম বন্ধু-বান্ধবের পরিচয় ॥ ১০০
আল হাদীসের দৃষ্টিতে বন্ধু-বান্ধবের সাথে মেলামেশা ও শিক্ষা ॥ ১০০
পড়ালেখার এ সময়টুকুতে বন্ধু-বান্ধব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সতর্কতা ॥ ১০২
২৬. বই ক্রয়ে নিয়মনীতি ও সতর্কতা ॥ ১০৩
২৭. আল কুরআন ও আল হাদীসসহ আদর্শ গ্রন্থ পড়া ॥ ১০৫
২৮. জ্ঞান ভাণ্ডার সংরক্ষণ ও জ্ঞান বিস্তারে সহায়ক দায়িত্ব পালন ॥ ১০৬
ব্যক্তিগত লাইব্রেরী গড়ে তোলা ॥ ১০৬
একে অপরকে বই উপহার দেয়া ॥ ১০৮
■ তথ্যসূত্র ॥ ১১২

www.pathagar.com

লেখকের অভিব্যক্তি

ছাত্র জীবন সর্বোৎকৃষ্ট জীবন। ছাত্র জীবনের এ সময়টুকুই জীবন গড়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। জীবনের ভিত্তি মজবুতের উত্তম মুহূর্ত। এ সময়ের উপর নির্ভর করে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর সামগ্রিক জীবনের সফলতা বা বিফলতা। তাইতো জীবনকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে, সামগ্রিক সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে, মৃত্যুর পরে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহিতে উত্তীর্ণ হয়ে আখিরাতের জীবনে মহাসুখের স্থান জান্নাত লাভে ছাত্র জীবনের এ সময়টুকুর সৎব্যবহার তথা জ্ঞান অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে হবে। একনিষ্ঠভাবে পড়ালেখায় মনোযোগ দিতে হবে। ভাল ফলাফল অর্জন করে দেশ গঠনে এগিয়ে যেতে হবে।

অবশ্য আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখায় অনেক সময় দিয়ে থাকে কিন্তু সে অনুযায়ী অনেকেরই ভাল ফলাফল হয় না। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের জবাব এক বাক্যে দেয়া কঠিন। তবে যেটুকু বুঝি সেটি হলো হ-য-ব-র-ল করে পড়ালেখা করলে ফলাফল ভালো করা যায় না। ফলাফল ভালো হওয়ার জন্যে চাই পড়ালেখার যথাযথ নিয়ম ও কৌশল জানা, রুটিন মাফিক পড়ালেখা করা। আর এভাবেই হয়তো ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং পরীক্ষায় অধিক নম্বর পেয়ে ভালো ফলাফল অর্জন সম্ভব হবে।

এবার পড়ালেখার নিয়ম ও পরীক্ষায় ভালো করার কৌশল কী– এ প্রশ্নটি ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আসা স্বাভাবিক। হ্যাঁ, পড়ালেখার নিয়ম ও ভালো ফলাফল অর্জনের কৌশল কী– এ বিষয়টি ছাত্র-ছাত্রীদের জানাতে এবং শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে ভালো ফলাফল অর্জনকারী সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় যেন তোমাদের নাম সংযুক্ত হয় সেজন্যেই এ বইটি তোমাদের হাতে তুলে দেয়ার প্রচেষ্টা। আশা ও বিশ্বাস, এ বইটি যেকোন ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার রুটিন ও নিয়মতান্ত্রিকতায় পজিটিভ পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ক'টি কথা

শহর, গ্রাম-গ্রামাঞ্চল পেরিয়ে প্রতিটি জনপদে যেখানেই ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে সেখানেই রয়েছে বিশাল সম্ভাবনা। শহরের এককোণে বা গ্রামের মেঠো পথ পেরিয়ে অজ পাড়া গাঁয়ে জন্মগ্রহণকারী যেকোন ছাত্র বা ছাত্রীই হতে পারে আগামী দিনে দেশের পতাকাবাহী, দেশ উন্নয়নে নেতৃত্বদানকারী। এমনকি দেশের সীমানা পেরিয়ে বহি:বিশ্বেও সর্বস্তরের মানবতার কল্যাণকামী। আর এ

www.pathagar.com

জন্যেই ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই দেশ ও জাতির সম্পদ, পুরো উম্মাহর সম্পদ, সমগ্র বিশ্ববাসীর সম্পদ। আমার ব্যক্তিগত জীবনেরও শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাইতো এদেশের প্রতিটি জনপদের ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শিক গঠন, পড়ালেখা ও পরীক্ষায় সফলতা অর্জনের তাগিদে আমি আমার মেধাকে নিয়োজিত করেছি সর্বতোভাবে; অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। এ জন্যেই আমার মনের মণিকোঠায় আমি সবসময় ধারণ করি– "Only the ideal students are the best assets in my life."

কাজেই সর্বদা আমার মন-মগজে গিজ-গিজ করে ছাত্র-ছাত্রীদের গঠনমূলক পরিকল্পনা, ছাত্রদের দেখলেই মুখে আসে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক নানা কথা, চোখে তাদের আলোকিত করার স্বপ্ন। আর এতসব কারণেই হাতে তুলে নিয়েছি কলম, লিখছি দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শিক গঠনে একের পর এক বই। এ বইটিও তারই বাস্তব প্রতিফলন। সবশেষে প্রতিনিয়ত, প্রতিমুহূর্ত আজ ও আগামীর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার উন্নয়ন, ভালো ফলাফল অর্জন এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠনের ক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যেন ভূমিকা রাখতে পারি সেজন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করছি আর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে চাচ্ছি একটু দু'আ ও অকুণ্ঠ সমর্থন।

ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

এ বইটি পাঠে ছাত্র-ছাত্রীরা কতগুলো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। মনে রাখবে এটি কোনো দস্যু বনহুরের গল্প, নাটক বা রোমান্টিক বা কোনো উপন্যাসের বই নয়। কাজেই বইটি গল্প, নাটক বা উপন্যাসের মতো একবারে বসে পড়া শেষ করলে কোনো কাজ হবে না। বইটি মনোযোগের সাথে ধীরে ধীরে পড়তে হবে। এর পাতায় পাতায় উপস্থাপিত প্রতিটি কৌশল বা নিয়ম ধীরে ও ঠাণ্ডা মাথায় পড়বে এবং পর্যায়ক্রমে বাসায় অনুসরণ করতে চেষ্টা করবে। পরীক্ষার আগে পাঠ্যপুস্তক পড়ার ফাঁকে ফাঁকে এ বইটি বার বার পড়বে। এর প্রতিটি কৌশল নিজেদের পড়ালেখায় স্কুল, কলেজ ও গৃহের অভ্যন্তরে বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করবে। তবেই চূড়ান্ত পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

বইটি সম্পর্কে ক'টি কথা

০১. এ বইটি গত নভেম্বর ২০০৮ সালে প্রকাশিত "আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী গঠন ও ভাল ফলাফল অর্জনের কৌশল" নামে আমার লেখা একটি বইয়ের সংস্করণরূপ। উক্ত বইটি দেশের অগণিত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক মহলের কাছে এত বেশি সমাদৃত হয়েছে যে, আমাকে এ বিষয়টি নিয়ে আরো গবেষণা করতে হয়েছে। সেই সাথে

www.pathagar.com

আমার লেখা প্রত্যেক বইতে আমি একটি প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকি সেটি হলো– বইটি পাঠ করে এ সম্পর্কে যেকোন বিষয়ে পরামর্শ বা মন্তব্য করলে তা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা হবে এবং ঠিক এই পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী সংস্করণেই বইটিকে সাজানো হবে। আমার দেয় এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে কতিপয় ভুলভ্রান্তি নিরসন ও পাঠকদের পক্ষ থেকে যেসকল বিষয়ে মতামত পেয়েছি ঠিক তারই ভিত্তিতে এ বইটিকে ঢেলে সাজিয়ে নতুন নামে পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করছি। সেই সাথে বইটি থেকে আরবি বাদ দিয়েছি। কারণ আমি মনে করি ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই যে মুসলিম হবে তা নয়। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান বা অন্য মতাবলম্বী যেকোন ছাত্র-ছাত্রীরাও যেন এ বইটি পাঠ করে এ থেকে সুফল ভোগ করতে পারে, নিজেদের গঠন করে দেশের উন্নয়ন ও সামগ্রিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে সেজন্য এবার আরবি বাদ দিয়ে বইটি সকলের হাতে তুলে দেয়ার উপযোগী করে ছাপানো হয়েছে।

০২. গত বইটির প্রথম অংশ "আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী গঠন" নামে ছিল। বইটির এ অংশের উপর বিস্তারিত আলোচনা করে এবার আরেকটি বই ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে পেশ করছি। এ বইটির নাম হলো "ভালো ছাত্র-ছাত্রী গঠন হওয়ার উপায়"। এ বইটিও পাঠে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে সর্বত্র নিজেদেরকে উপস্থাপন করার স্পিরিট পাবে। নিজেদেরকে আদর্শিকভাবে গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে।

মূলতঃ পূর্বের বইটির প্রথম প্রকাশিত ৩২৫০ কপি বই শেষ হওয়া, মুসলিম-অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের কাছ থেকে ঐ বইটি সম্পর্কে নানা পরামর্শ ও মতামত আসা এবং অব্যাহত গবেষণার ফলই হলো– এ দুটি বই।

০৩. পরিবারে ছাত্র-ছাত্রীরাই আদর্শের প্রতীক এবং পিতা-মাতার একমাত্র সম্পদ; শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই তাদের গড়তে প্রত্যেক পিতা-মাতাই হয়ে পড়েন ব্যস্ত। পিতা-মাতার সবকিছু তখন ছাত্র-ছাত্রীদের কেন্দ্র করেই হয় আবর্তিত। এ অবস্থায় পিতা-মাতার পছন্দমত জীবন গড়তে এবং তাদের প্রত্যাশা পূরণে ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো ফলাফল অর্জন করতে এ বইটি একজন আদর্শ শিক্ষকের ন্যায় ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

০৪. বইটির দ্বিতীয় অংশে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনে অভিভাবক শিক্ষক ও পরীক্ষার্থীদের কার কী ধরনের ভূমিকা রয়েছে সে সংক্রান্ত উত্তম পরামর্শ অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার সকল পন্থা উল্লেখ করা হয়েছে। এ বইটি পাঠে

www.pathagar.com

ছাত্র-ছাত্রীরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে রাজি-খুশি রেখে ভাল ফলাফল অর্জনে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

০৫. বইটিতে তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি বাস্তব জীবনের কিছু অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার সাথে কেউ-কেউ অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন ও বিষয় পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ভিন্নমতও পোষণ করতে পারেন। কেননা আমরা জানি, একমাত্র ওহীলব্ধ জ্ঞান ছাড়া কোনো জ্ঞানই শত ভাগ নির্ভুল নয়। কাজেই পাঠক ও গবেষকদের কোথাও কোনো আলোচনায় ভিন্নমত থাকলে তা অনুগ্রহপূর্বক লেখকের বরাবরে চিঠি লিখে জানালে আগামী সংস্করণে বইটিতে সংযুক্ত করে আরো সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করা হবে। আর এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনারাও সাওয়াব পাবেন।

০৬. বইটি রচনার ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের অন্যতম ইসলামিক স্কলার ও লেখকদের বই থেকে শিরোনামের সাথে সম্পর্ক রেখে কোনো কোনো লেখা আংশিক সংযোজন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, যাতে আল্লাহ এর সাওয়াবটুকু সরাসরি তাদের আমলনামায় পৌঁছে দেন। যা হতে পারে তাদের জান্নাতের নিয়ামত।

পরিশেষে এ দেশের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা জীবনের এ সময়টাকে যথাযথ মূল্যায়ন করে আদর্শকে জীবনের পথিকৃত ধরে আগামীদিনে পথ চলবে এ প্রত্যাশা রেখে আল্লাহর কাছে দু'আ করছি। আল্লাহ সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বেশি বেশি পড়ালেখা করে ভাল ফলাফল অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

জাবেদ মুহাম্মাদ
গ্রাম : মিরপুর
ডাকঘর : মকিমপুর
উপজেলা : ব্রাহ্মণপাড়া
জেলা : কুমিল্লা।

www.pathagar.com

০১. পড়ালেখা

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি প্রথম যে ওহী নাযিল হয় তার প্রথম শব্দ ছিলো 'ইক্বরা' অর্থাৎ 'পড়'। যে সময় মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আদেশ দিলেন ঠিক তখনও আল্লাহর ঘর মক্কায় ৩৬০ টি মূর্তি রাখা ছিলো। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ দেননি যে, মক্কা থেকে মূর্তি বের কর বা মূর্তি ধ্বংস কর, তিনি নির্দেশ দিলেন 'পড়'। এখানে এ নির্দেশ দেয়ার পেছনে যে হেকমত বা রহস্য রয়েছে তা অত্যন্ত উজ্জ্বল।

তারপর যেন এ প্রশ্ন না আসে কী পড়ব? কেন পড়ব? সেজন্য ঐ একই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই বলে দিলেন 'পড় তোমার স্রষ্টার নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' সুতরাং তিনি বুঝিয়ে দিলেন, জবাব দিয়ে দিলেন, তোমরা আমার নামে পড়। কারণ আমি যে তোমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

এবার পড়ার পর কারোর মনে যেন গর্ব, অহংকার, তাকাব্বুরি না আসে সেজন্য আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের পরিচয় তথা সৃষ্টি তত্ত্ব বলে দিলেন– 'তিনি জমাট বাধা রক্তপিণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।' সুতরাং এ মানুষ সৃষ্টি করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু পৃথিবীর আর দ্বিতীয় কোনো শক্তি বা যত বড় বিজ্ঞানী বা যাই কিছু বলি না কেন কেউই কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, সৃষ্টি কেবল স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব।[১]

তারপরের আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আবারও বলেছেন, 'পড়

১. আজকাল অনেকেই বলে থাকেন এটা আমি সৃষ্টি করেছি, অমুক বিজ্ঞানী এটি সৃষ্টি করেছেন আসলে এ কথাগুলো ভুল, না হয় মূর্খতা এবং এ বলা শিরকের পর্যায়ে পড়ে। মূলত মানুষ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, মানুষ শুধু পারে আকার-আকৃতি, রং-ঢং ও রূপ পরিবর্তন করে কোনো কিছুকে তাদের ব্যবহার উপযোগী করে নিতে। সুতরাং সৃষ্টি শব্দটি মানুষের কোনো অর্জন বা সফলতার ক্ষেত্রে না বলাই উত্তম।

www.pathagar.com

কেননা তোমার রব বড়ই দয়ালু'। অর্থাৎ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার চেয়ে বড় দয়ালু বা দাতা এ পৃথিবীর বুকে কেউ নেই। সুতরাং যেকোন সমস্যায় আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে, আর চাওয়া অনুসারে পাওয়ার জন্য আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে, আদেশ মেনে চলতে হবে।

এরপরের আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের এ পড়া জ্ঞানকে যেন তাদের মেধায় স্থায়ী এবং তা অন্যের কল্যাণে যথাসময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে সেজন্য তিনি পদ্ধতি বাতলে দিয়ে বলেছেন, 'তিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।' অর্থাৎ কলম দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে কাগজে লেখার মাধ্যমে মানুষের জন্যে স্থায়ী করে রাখা যাবে। পরবর্তীতে তা মানবতার কল্যাণে স্থানান্তর করা যাবে। এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী তা মানবতার কাছে পৌছিয়ে দেয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো লেখা। আর এ আয়াত দ্বারাই মানুষের উত্তম ও একমাত্র জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম কী তা স্পষ্ট হলো অর্থাৎ পড়ালেখাই হলো মানুষের জ্ঞান অর্জনের একমাত্র মাধ্যম।[২]

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন, 'তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা মানুষ জানত না।' অর্থাৎ মানুষ আজ যা জানে বা যা জেনে গৌবর অর্জন করে তার সবই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দেয়া। কাজেই মানুষের এ জানা ও অর্জিত জ্ঞানকে কেন্দ্র করে গৌবর বা অহংকার করা কোনোটিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনটি করা বোকামী বা তারপরও যারা নিজেদেরকে অনেক জ্ঞানী ও চালাক মনে করে তারা অকৃতজ্ঞ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং উল্লিখিত আলোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হলো, পড়ালেখা করা আল্লাহর আদেশ। এ আদেশ লঙ্ঘন বা বিরোধিতা ও এ অনুযায়ী কাজ না করা অবশ্যই আল্লাহর প্রথম আদেশ লঙ্ঘন– যা কঠোর শাস্তিযোগ্য। আমাদের প্রত্যেক মানব শিশুর জীবনে এ আদেশ বাস্তবায়নের চেষ্টা দিয়েই জীবন শুরু করা উচিত। নতুবা যে আমরা আল্লাহর কাছে নাফরমান বা আদেশ লঙ্ঘনকারীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে ফরিয়াদ আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করার তাওফীক দান করুন।

---

২. অনেকে ছাত্র ছাত্রীদের মূল উদ্দেশ্য 'পড়ালেখা' করাকে লেখাপড়া, পড়াশুনা বা শুধু পড়া দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে সূরা আল 'আলাক, ৯৬ : ০১-০৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের শুদ্ধ কাজ হলো পড়া তারপর লেখা অর্থাৎ পড়ালেখা। কাজেই লেখাপড়া, পড়াশুনা, পড়া-পড়া ইত্যাদি সবই এ বর্ণনা অনুযায়ী অশুদ্ধ বা মনগড়া কথা।

www.pathagar.com

০২. পড়ালেখার উদ্দেশ্য

পড়ালেখার উদ্দেশ্য কী? কেন পড়ালেখা করবে? পড়ালেখা না করলে কী হবে? আর পড়ালেখা করলেই বা কী হবে ইত্যাদি প্রশ্নগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আসা স্বাভাবিক। আর তাই এ প্রশ্নের জবাব নিরসনে দেশ-বিদেশের বহু শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, দার্শনিক বহু মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ পাঁচটি পয়েন্টে পড়ালেখার উদ্দেশ্য আলোচনা করেছেন, কেউ চিন্তা-ভাবনা করে দশটি পয়েন্টে এ আলোচনা সমাপ্ত করেছেন, কেউ বলছেন আরো উদ্দেশ্য আছে। কারো কারোর মতে, কতিপয় ব্যক্ত ও অব্যক্ত উদ্দেশ্যের সমাহারও রয়েছে। কিন্তু এতদ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও আমি পড়ালেখার মাত্র দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে সব সময় আলোচনা করি। উদ্দেশ্য দু'টি হলো :

০১. জীবন গঠন ও

০২. জীবিকা উপার্জন।

এখানে জীবন গঠন বলতে– জীবনের সমুদয় চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও সকলের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। সেই সাথে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহর হক, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হক এবং সমগ্র উম্মাহ তথা আজ ও আগামীর সকল মানুষের হক যথাযথভাবে আদায় করাও এর সাথে সম্পৃক্ত।

আর জীবিকা উপার্জন বলতে– পড়ালেখা শেষ করে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি বা কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে জীবন ধারণের জন্য যা প্রয়োজন তা পূরণ ও রিযিকের কষ্ট দূর, রক্তের সম্পর্কীয় সকলের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করাসহ দরিদ্র মানবগোষ্ঠির কল্যাণে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

মূলতঃ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের প্রয়োজনেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে পড়ালেখা করার আদেশ দিয়েছেন। এবার মানুষ যদি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে চায়, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই পড়ালেখা করতে হবে। পড়ালেখা ব্যতিরেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারার কোনো ব্যবস্থা দুনিয়ার বুকে মহান আল্লাহ যেমন করেননি তেমনি কোনো মানুষের পক্ষেও করা সম্ভব নয়। আর তাই মানুষ মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী 'আল কুরআন' ও বিশ্ব শিক্ষকের বাণী 'আল হাদীস' থেকে দূরে সরে যত ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রবর্তন করুক না কেন যদি তার নির্যাস আল কুরআন ও আল হাদীস অনুযায়ী না হয় তাহলে পড়ালেখার যে উদ্দেশ্য তা লক্ষ্যচ্যুত হতে বাধ্য। আজ অত্যন্ত অপ্রিয় হলেও সত্য একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে এসে আধুনিকতার

www.pathagar.com

ছোঁয়ায় ডিজিটাল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জীবন ধারণের এ সময়টুকুতেও বলতে দ্বিধা নেই, যে পড়ালেখা আমরা করছি তার উপহারই হলো, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে জীবন গঠন ও পরিচালনা এবং যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে উপার্জন করার অপচেষ্টা। এক কথায় যাকে বলা যায়, 'খাও দাও ফুর্তি করো যা ইচ্ছা তা করো'– এমন কু-নীতিতে মানুষ অনাদর্শিক জীবন ও অবৈধ উপার্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়া। ফলে মানবতাবোধের চরম অবক্ষয় আজ সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষ মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে আজ তাদের আদর্শিক অস্তিত্ব বিলীন করে সদর্পে পথ চলছে। যা আজ ও আগামীর জন্য এক মহাঅশনি সংকেত।

আর তাই আজ প্রয়োজন মানবতাবোধে উজ্জীবিত হয়ে আদর্শিক গঠনের লক্ষ্যে মানুষের মাঝে আদর্শ শিক্ষার বিস্তার ও সম্মিলন ঘটানো। মানুষকে যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করা। তাদের পড়ালেখার জন্য উত্তম ব্যবস্থা ও উন্নতমান নিশ্চিত করা। আদর্শিক জীবনবোধসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে সকলকে শিক্ষিত করে আদর্শিক জীবন পরিচালনা ও হক হালাল উপার্জনের দিকে ধাবিত হওয়ার দিকে এগিয়ে নেয়া। তবেই সুদ-ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত মানবতার চির কল্যাণকামী একটি সুন্দর দেশ হিসেবে আমরা প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে পাবো, পূরণ হবে মুক্তিযুদ্ধে জীবন দান ও যুদ্ধাহত সকলের স্বপ্ন সাধ।

এবার পড়ালেখার উদ্দেশ্য নয় যে সমস্ত কর্ম-কাণ্ড, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

০২.১. দুনিয়ার জীবনে স্বার্থ সিদ্ধি

পড়ালেখার উদ্দেশ্য কখনোই দুনিয়ার জীবনে কোনো কার্য হাসিল বা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হওয়া উচিত নয়। মূলতঃ পড়ালেখা ও জ্ঞানার্জন করতে হবে মহান আল্লাহর আদেশ নিষেধ ও বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুযায়ী আদর্শিক জীবন গঠন ও পরিচালনার জন্য। আর এ মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে বা যারা পড়ালেখা করবে দুনিয়া তাদের পায়ের তলায় আপনা-আপনিই আসবে, তাদের দুনিয়ার পেছনে হন্যে হয়ে ছুটতে হবে না। বরং দুনিয়াই তাদের পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরবে। অন্যদিকে যারা পড়ালেখা করে দুনিয়ার জীবনে স্বার্থসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করবে তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর অসন্তুষ্টির কবলে পড়বে। তাইতো প্রিয়নবী রাসূলে আকরাম (সা.)-এর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় :

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, যদি কেউ সেই জ্ঞান পার্থিব স্বার্থ

www.pathagar.com

সিদ্ধির জন্য শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুবাসও পাবে না।" (আল হাদীস, সুনান ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : মুকাদ্দিমা [ভূমিকা], হাদীস নং-২৫২-খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪৮, আ.প্র)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলিমরা যদি জ্ঞানার্জনের পর তা সংরক্ষণ করে এবং তা যোগ্য আলিমদের সামনে রেখে দেয়, তাহলে অবশ্যই তারা নিজ যুগের জনগণের নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদের নিকট পেশ করেছে পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য। ফলে তারা তাদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। আমি তোমাদের নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে একই চিন্তায় অর্থাৎ আখিরাতের চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করেছে, আল্লাহ তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট। অপরদিকে যে ব্যক্তি যাবতীয় পার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে সে যে কোনো উন্মুক্ত ময়দানে ধ্বংস হোক, তাতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না।" (আল হাদীস, সুনান ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : মুকাদ্দিমা [ভূমিকা], হাদীস নং-২৫৭, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫১, আ.প্র)

০২.২. অহংকার প্রকাশ

পড়ালেখা ও জ্ঞানার্জন করে কখনোই একে অপরের সাথে অহংকার প্রকাশ করা ইসলাম সমর্থন করে না। আজকাল অনেককেই পড়ালেখায় সফলতা অর্জনের ফলে অহংকার প্রদর্শন করতে দেখা যায়– যা অজ্ঞতারই নামান্তর। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন : "যে ব্যক্তি নির্বোধের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা আলিমদের উপর বাহাদুরি প্রকাশের জন্য অথবা তার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জ্ঞানার্জন করে, সে জাহান্নামী।" (সুনান ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : মুকাদ্দিমা [ভূমিকা], হাদীস নং-২৫৩, খণ্ড ১ম, পৃষ্ঠা-১৪৮, আ.প্র.)

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন : "তোমরা আলিমদের উপর বাহাদুরি প্রকাশের জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং জনসভার উপর বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করো না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, তার জন্য রয়েছে আগুন আর আগুন।" (আল হাদীস, সুনান ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : মুকাদ্দিমা [ভূমিকা], হাদীস নং-২৫৪, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪৮, আ.প্র.)

ইবনে কা'ব ইবনে মালিক তৎপিতা কা'ব ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে ইল্‌ম তালাশ করে যে, সে তা দিয়ে আলিমদের সঙ্গে বিতর্ক করবে বা অজ্ঞ-মূর্খদের

www.pathagar.com

সামনে বিদ্যা ফলাবে এবং নিজের দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।" (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : ইল্‌ম, হাদীস নং-২৬৫৫, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১৪, ই.ফা)

০২.৩. জালিম শাসককে সাহায্য ও লোক দেখানো

জালিম শাসককে সাহায্য ও লোক দেখানো কাজ করে বাহবা কুড়ানো বা দুনিয়ার বুকে সুনাম সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে, নাম ছড়িয়ে দিয়ে সুফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পড়ালেখা ও জ্ঞানার্জন করা ইসলামে নিষেধ। এ প্রসঙ্গে জ্ঞানীদের সতর্ক করে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "তোমরা 'জুব্‌বুল হুযন' থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও, সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! জুব্‌বুল হুযন কী? তিনি বললেন : জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যা থেকে বাঁচার জন্য জাহান্নাম দৈনিক চারশো বার পানাহ চায়। বলা হলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! তাতে কারা প্রবেশ করবে? তিনি বললেন : সেটা ঐসব ক্বারীর জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা লোক দেখানো কাজ করে। আর আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ক্বারী তারাই, যারা শাসক শ্রেণীর সংশ্রবে আসে। মুহারিবী বলেন : এর দ্বারা যালিম ও অত্যাচারী শাসকদের বুঝানো হয়েছে।" (আল হাদীস, সুনান ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ, হাদীস নং-২৫৬, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩২, ই.ফা)

০২.৪. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টি অর্জন

পড়ালেখা করে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টি অর্জন করা ইসলামে নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে : ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য ইসলাম অর্জন করে অথবা ইলমের দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো (সন্তুষ্টির ইচ্ছা) পোষণ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়।" (আল হাদীস, সুনান ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ, হাদীস নং-২৫৮, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৩, ই.ফা)

০৩. পড়ালেখা যারা করে তাদের সম্মান ও মর্যাদা

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার একমাত্র মাধ্যম হলো পড়ালেখা করে আদর্শিক জ্ঞানার্জন করা। অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে পড়ালেখা, একমাত্র পড়ালেখাই মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করে। মানুষের সকল মানবীয় গুণাবলী অর্জন ও বিকাশে সাহায্য করে। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে

www.pathagar.com

তোলে। দুনিয়াতে সুন্দর জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। সেই সাথে মানুষকে দুনিয়ার অঙ্গনে সম্মানের আসনে আসীন এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছেও প্রিয় করে তোলে।

মূলত মানুষের দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। পরকালের জীবন চিরস্থায়ী, পরকালের এ চিরস্থায়ী জীবনে মহাসুখের স্থান জান্নাত লাভ করার লক্ষ্যে মানুষকে অবশ্যই দুনিয়ার জীবনে মহান স্রষ্টার আদেশ অনুযায়ী জীবন ধারণ ও পরিচালনা করতে হবে। আর এ কথা সবারই জানা, দুনিয়ার জীবনে স্রষ্টার আদেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হলে পড়ালেখা ও জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই। পড়ালেখা ও জ্ঞানার্জন হচ্ছে স্রষ্টার এক নম্বর আদেশ। পড়ালেখাই মানুষের পুরো জীবন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনে সামগ্রিক সফলতা লাভ করে স্থায়ী আবাস জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করে। মানুষকে করে তোলে আল্লাহ তা'আলার প্রিয়।

০৩.১. কুরআনের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মান ও মর্যাদা

বিশ্ব স্রষ্টার বাণী আল কুরআন– মানব জাতির পরিপূর্ণ ও একমাত্র জীবন বিধান। আল কুরআন-এ যারা পড়ালেখা করে বা ছাত্র-ছাত্রী তাদের মর্যাদা প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা হলো :

"ওদের জিজ্ঞেস করো, যারা জানে আর যারা জানে না এই উভয় ধরনের লোক কি সমান হতে পারে?" (আল কুরআন, সূরা আয যুমার, ৩৯ : আয়াত-০৯)

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।" (আল কুরআন, সূরা আল মুজাদালা, ৫৮ : আয়াত-১১)

"কিন্তু জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা বলল, তোমাদের অবস্থানের জন্যে দুঃখ হয়! যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, তার জন্যে তো আল্লাহর পুরস্কারই উত্তম।" (আল কুরআন, সূরা আল কালাম, ২৮ : আয়াত-৮০)

"অন্ধ আর দৃষ্টিমান এক নয়, অন্ধকার এবং আলোকও এক নয়, ছায়া ও রৌদ্র এক নয়।" (আল কুরআন, সূরা ফাতির, ৩৫ : আয়াত-১৯-২১)

"আল্লাহর বান্দার মধ্যে কেবল জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে" (আল কুরআন, সূরা ফাতির, ৩৫ : আয়াত-২৮)

"এমন কোনো জিনিসের পিছে লেগে পড়ো না, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই।" (আল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : আয়াত-৩৬)

"যে কেউ এখানে অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ, আর অধিকতর পথভ্রষ্ট।" (আল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : আয়াত-৭২)

www.pathagar.com

"হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর।" (আল কুরআন, সূরা ত্বোহা, ২০ : আয়াত-১১৪)

"আল্লাহকে সেভাবে স্মরণ করো, যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।" (আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, ০২ : আয়াত-২৩৯)

"আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন, আর তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তোমার প্রতি আল্লাহর মহানুগ্রহ রয়েছে।" (আল কুরআন, সূরা আন নিসা, ০৪ : আয়াত-১১৩)

"আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য, যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে, শায়িত হয়ে। আর চিন্তা করে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এসব তুমি অযথা সৃষ্টি করনি।" (আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ০৩ : আয়াত-১৯০-১৯১)

০৩.২. আল হাদীসের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মান ও মর্যাদা

বিশ্ব নবী, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা পড়ালেখার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তাদের মর্যাদা বা স্থান প্রসঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। যা সিহাহ সিত্তাহর হাদীস শরীফে সন্নিবেশিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো :

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করেন। (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : ইলম, হাদীস নং-২৬৪৬, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৯, ই.ফা; সুনান ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : মুকাদ্দিমা [ভূমিকা], হাদীস নং-২২০, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৩, আ.প্র)

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি ইলম তালাশ করতে পথ চলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : ইলম, হাদীস নং-২৬৪৭, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৯, ই.ফা)

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি ইলম তালাশে বের হবে বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে আল্লাহর পথেই রয়েছে বলে গণ্য হবে।" (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : ইলম, হাদীস নং-২৬৪৮, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১০, ই.ফা)

কায়স ইবনে কাসীর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবুদ দারদা (রা.)-এর নিকট মদীনা থেকে এক ব্যক্তি এল। তিনি তখন দামেশকে ছিলেন। তিনি (লোকটিকে) জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই তুমি কী জন্য এসেছ?

www.pathagar.com

লোকটি বলল : একটি হাদীসের জন্য। আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, এই হাদীসটি আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রিওয়ায়ত করে থাকেন।

তিনি বললেন : অন্য কোনো প্রয়োজনে তুমি আস নি?

লোকটি বলল : না।

তিনি বললেন : কোনো ব্যবসার উদ্দেশ্যে আস নি?

লোকটি বলল : না, বরং আমি একমাত্র ঐ হাদীসটির অন্বেষণে এসেছি।

তখন তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তি ইলম তালাশের উদ্দেশ্যে পথ চলে আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন। ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য ফিরিশতাগণ তাদের পাখা নামিয়ে দেন। আসমানে যা কিছু আছে এবং জমিনে যা কিছু আছে, এমনকি পানির মৎস্য পর্যন্ত আলিমের জন্য ইস্তিগফার করে। একজন আবেদের উপর একজন আলিমের ফযীলত সেরূপ যেরূপ নক্ষত্রপুঞ্জের উপর চাঁদের ফযীলত। আলিমগণ হলেন আম্বিয়া কিরামের ওয়ারিছ। নবীগণ তো মীরাছ হিসেবে দীনার বা দিরহাম রেখে যান না। তাঁরা মীরাছ হিসেবে রেখে যান ইলম, যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো পূর্ণ হিস্যা লাভ করল।" (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : ইলম, হাদীস নং-২৬৮২, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৩০, ই.ফা; সুনান ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : মুকাদ্দিমা [ভূমিকা], হাদীস নং-২২৩, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৪-১৩৫, আ.প্র)

আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "মুমিন জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত কখনও কোনো ভাল কথা শোনা থেকে পরিতৃপ্ত হয় না।" (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : ইলম, হাদীস নং-২৬৮৬, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৩২, ই.ফা)

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "হিকমতপূর্ণ কথা মুমিনের হারানো ধন; সুতরাং যে যেখানেই তা পায় সে-ই হবে এর অধিক হকদার।" (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : ইলম, হাদীস নং-২৬৮৭, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৩৩, ই.ফা)

০৪. পড়ালেখা করার নিয়ম পদ্ধতি

ছাত্র জীবনে ভাল ফলাফল অর্জন করতে কে না চায়? কিন্তু কেউবা অর্জন করতে পারে, কেউবা হারে। অথচ এক বাক্যে বলা যায়, পরিশ্রম সবাই করে। এখানে প্রশ্ন করা স্বাভাবিক কেনই বা কেউ কেউ হারে? হ্যাঁ, পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি– একথা তো আমরা সকলেই জানি। তবু পরিশ্রম করার পরও এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী ভাল ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয় না। আবার কেউ হয়তো তাদের তুলনায় কম পরিশ্রম করেও অত্যন্ত ভাল ফলাফল অর্জন করে। তাহলে সমস্যা

www.pathagar.com

কোথায় বা কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা জটিল বিষয়গুলোর প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে অধ্যয়ন করবে সে বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনাই এখানে করা হবে। আশা ও মহান স্রষ্টা যিনি সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক ও সুফলদাতা সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে দু'আ করে বলছি, আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যদি পড়ালেখার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দিক-নির্দেশনাগুলো মেনে চলে তাহলে তাদের প্রধান টার্গেট ভাল ফলাফল অর্জন সম্ভব হবে।

০৪.১. অবজেকটিভ বা বহু নির্বাচনী বা নৈর্ব্যক্তিক পড়ার নিয়ম পদ্ধতি

পড়ালেখা ও ভাল ফলাফল অর্জনের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো অবজেকটিভ। প্রতিটি প্রশ্নের বিপরীতে উত্তরপত্রে একটি বৃত্ত ভরাট করে জবাব দেয়ার মাধ্যমে এক নম্বর প্রাপ্তি শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর ও ভাল ফলাফল অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি এই অবজেকটিভই আবার শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফলে প্রতিবন্ধক হিসেবেও ধরা দিতে পারে। কেননা অবজেকটিভ পরীক্ষা মানেই পুরো বইয়ের খুঁটিনাটি বিষয় ও লাইন ধরে প্রশ্ন ও উত্তর তৈরি করে পড়ার নাম। প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য প্রায় ২,৫০০ টি অবজেকটিভ প্রশ্ন ও উত্তর পড়ার প্রয়োজন হতে পারে। আর ভাল ফলাফল তথা পুরো নম্বর প্রাপ্তির জন্য তো খুব ভালভাবে পড়ার বিকল্প নেই। ফলে এক শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝেও অবজেকটিভ ভীতি রয়েছে। যা দূর করতেই অত্যন্ত পরীক্ষিত ও বাস্তবসম্মত একটি কৌশল এখানে উল্লেখ করছি– যা ধারাবাহিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা অনুকরণ করলে অবজেকটিভ ভীতি দূর হবে। সেই সাথে অধিক নম্বর প্রাপ্তির মাধ্যমে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারবে। সে পদ্ধতি হলো :

০১. অবজেকটিভ পড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা প্রথম যে কাজটি করবে তা হলো যে বিষয়ের অবজেকটিভ প্রশ্নের উত্তর পড়তে চায় সে বিষয়ের মূল বই পড়ে নিবে। অর্থাৎ কোন শিক্ষার্থী যদি বাংলা প্রথম পত্র বিষয়ের অবজেকটিভ পড়তে চায় তাহলে এক্ষেত্রে পরামর্শ হলো, এক সাথে কখনো পুরো বই পড়া সম্ভব নয়। তাছাড়া পৃথক পৃথক সিলেবাস তো আছেই। তাই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত যে কোনো একটি গদ্য পড়তে শুরু করে প্রথমেই গদ্যের লেখক ও লেখক পরিচিতি; (জন্ম-মৃত্যু সাল, তারিখ, লেখকের জন্মস্থান, পড়ালেখা, জীবন কর্ম অন্যান্য লেখা, পুরস্কার ইত্যাদি) পাঠ পরিচিতিসহ সমগ্র গদ্য খুব ভালভাবে রিডিং পড়বে। তারপর অপরিচিত বা অস্পষ্ট দুর্বোধ্য শব্দগুলোর অর্থ জানার চেষ্টা করবে। এরপর গদ্যের অনুশীলনীতে দেয় প্রশ্নোত্তরগুলোর উত্তর পড়বে। সাথে সাথে এ গদ্যের মধ্যে আলোচিত মূল বক্তব্য, মূল উক্তি, গদ্য লেখার উদ্দেশ্য এ সমস্ত লাইনগুলো কাঠপেন্সিল বা সবুজ কালির কলম দ্বারা নিচে দাগ তথা আন্ডার লাইন করে হাইলাইটস করবে এবং সেগুলো মুখস্থ করে নিবে।

www.pathagar.com

০২. বাজারে অনেক অবজেকটিভ গাইড বই রয়েছে সেগুলো থেকে যতটা সম্ভব নির্ভুল উত্তর সম্বলিত একটি অবজেকটিভ গাইড বই বছরের শুরুতেই ক্রয় করে নেবে। এবার সেই বই থেকে ঐ পঠিত গদ্যের যতগুলো অবজেকটিভ প্রশ্নোত্তর দেয়া আছে তা পড়ার প্রস্তুতি নিবে।

০৩. অবজেকটিভ গাইড থেকে অবজেকটিভ প্রশ্নোত্তর কিভাবে পড়বে? হ্যাঁ আমাদের শিক্ষার্থীরা বিভিন্নভাবে অবজেকটিভ পড়ছে; কেউ কেউ সফলও হচ্ছে কিন্তু এক্ষেত্রে একটি পরীক্ষিত পদ্ধতি বা নিয়ম আমি নিচে উল্লেখ করছি। সেটি হলো :

প্রথমেই অবজেকটিভ বই হাতে নিয়ে যে গদ্যের প্রশ্নোত্তরগুলো ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে চায় সে গদ্যের অবজেকটিভ প্রশ্নের উত্তর বইতে টিক চিহ্ন বা চিহ্নিত করে দেয়া আছে কিনা তা দেখবে। যদি বইতে প্রশ্নের পর উত্তরের ধরন ক, খ, গ, ঘ এদের মধ্যে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করে দেয়া না থাকে তাহলে নিচে বা পাশে যে উত্তর পত্র দেয়া আছে সেখান থেকে দেখে তা প্রশ্ন অনুযায়ী কাঠপেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করে নেবে। এবার পড়া শুরু । কিন্তু কিভাবে পড়বে? সে কথাই বলছি; সুস্থ ও সবল একজন মানুষ প্রতি মিনিটে কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে? বিজ্ঞান বলছে, একজন মানুষ প্রতি মিনিটে ৫০-৫৫ বার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। এবার কেউ যদি তার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগকে একটু দীর্ঘ করে অর্থাৎ কেউ যদি একটা লাইন কয়েকবার করে পড়ার নেশায় শ্বাস নিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্যা না হয় ততক্ষণ ধরে রাখে তারপর শ্বাস ত্যাগ করে আবার শ্বাস গ্রহণ করে তাহলে হয়তো সে মিনিটে ন্যূনতম ২০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করবে।

এবার একজন শিক্ষার্থী যদি প্রতি একবার শ্বাস গ্রহণ করে একটি অবজেকটিভ প্রশ্নসহ উত্তর একসাথে উচ্চারণ করে যতক্ষণ সে শ্বাস ধরে রাখতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত পড়ে তাহলে এই প্রশ্ন ও উত্তরটি তার আয়ত্তে চলে আসার কথা। পাশাপাশি বাকী যে তিনটি ভুল উত্তর আছে সে ঐগুলোর দিকে দৃষ্টিও দেবে না। তাহলে বাকী তিনটি ভুল অংশ যাই থাকুক না কেন সেগুলো অপরিচিতই থেকে যাবে। এভাবেই পড়লে প্রতি এক মিনিটে একজন শিক্ষার্থী ২০টি অবজেকটিভ প্রশ্নোত্তর পড়তে পারার কথা। কোন শিক্ষার্থী ২০টি পারল না সে দু'বার করে একটি প্রশ্নোত্তর পড়বে তাহলে সে এক মিনিটে ১০টি প্রশ্নোত্তর পড়তে পারবে। এভাবে যদি ঐ গদ্যে ১০০টি প্রশ্ন উত্তর থাকে তাহলে এই ১০০টি প্রশ্নোত্তর বা লাইন পড়তে সময় লাগার কথা ১০ মিনিট। এরপর শিক্ষার্থী যদি বাসায় মা বা বড় ভাই-বোন বা বাসায় স্যার থাকলে স্যারের কাছে এ পড়াটা দেয়ার চেষ্টা করে তাহলে শেখাটা আরো পারফেক্ট হবে।

০৪. যারা পড়া ধরবেন তাদের প্রতি অনুরোধ হচ্ছে– পড়া ধরতে শুধু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন কিন্তু উত্তরের সহায়ক বা ক, খ, গ, ঘ-তে যা আছে তা বলবেন

www.pathagar.com

না। শিক্ষার্থী যেহেতু প্রশ্ন ও উত্তর একটি সংযুক্ত বাক্যের ন্যায় পড়েছে তাই তাকে উত্তর প্রদানের সুবিধার্থে এর নিচে যে চারটি অপশন দেয়া আছে তা বলার দরকার নেই। এভাবে প্রতি ১০ সেকেন্ড পরপর নতুন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। এখানে ১০ সেকেন্ড সময় ঘড়িতে দেখার দরকার নেই। ১০ সেকেন্ড সময় পরিমাপ করবেন এভাবে– প্রশ্ন করার পর মনে মনে ০১-১০ পর্যন্ত সংখ্যা গুণতে যে সময় লাগে তাই ১০ সেকেন্ড পরিমাণ সময়। অবজেকটিভ পড়ার এ পদ্ধতি প্রথম দিকে শিক্ষার্থীর কাছে একটু কষ্টদায়ক বা অপছন্দনীয় হতে পারে। কিন্তু না; মনে রাখতে হবে অবজেকটিভ পরীক্ষায় ভাল করার এটিই উত্তম পদ্ধতি। আর তাই এ পদ্ধতিতে পড়া নেয়ার সময় হাতে লাল কালির কলম নিয়ে এ ১০০ টি প্রশ্নের মধ্যে যে কয়টি প্রশ্নের উত্তর পারবে না এগুলোর পাশে বড় করে ক্রস চিহ্ন দিয়ে কেটে আবার তখনই পড়িয়ে নিলে সে অবজেকটিভে ভাল করবে।

০৫. যে সকল শিক্ষার্থীরা শ্রেণীর শুরু থেকে সিলেবাসের সাথে তাল মিলিয়ে এক সাথে করে এভাবে অবজেকটিভ পড়তে সক্ষম হবে না তাদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে।

যে সকল বিষয়ের অবজেকটিভ প্রশ্নোত্তর পড়তে হবে সে সকল বিষয়গুলোর নাম ধারাবাহিকভাবে নোট বুকের শেষে বা ডায়েরীর শুরু বা শেষের দিকে সিরিয়াল নম্বরের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করতে হবে। এবার শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন এক-একটা বিষয়ের পর্যায়ক্রমে ১০০ করে যদি প্রশ্নোত্তর পূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে মুখস্থ করে বাসায় শিক্ষক বা বড় ভাই-বোন অথবা মা-সহ অন্যান্য যে কোনো সদস্য-সদস্যার কাছে প্রতিদিন পড়া দিয়ে যে প্রশ্নের উত্তরগুলো যথাযথ হলো না তা ক্রস চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করে আবার পড়তে দেয়, তাহলে সকল বিষয়ের মোট ২০,০০০ অবজেকটিভ মুখস্থ করতে সময় লাগবে (২০০০/১০০=২০০) দিন। আর মাসের হিসাবে ৬ মাস ২০ দিন। অন্যদিকে কোনো মেধাবী শিক্ষার্থী যদি প্রতিদিন ২০০ অবজেকটিভ পড়ার পেছনে সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট সময় ব্যয় করে বাসায় প্রতি দিনেরটা প্রতিদিন পড়া দিয়ে কোন্‌টা পারল না তা চিহ্নিত করে নিতে পারে তাহলে মাত্র ৩ মাস ১০ দিনে একজন শিক্ষার্থীর একটি অবজেকটিভ গাইড বই পড়া শেষ হবে।

০৬. বাজারে প্রকাশিত একটি অবজেকটিভ গাইড বই ৬ মাস ২০ দিন বা ৩ মাস ১০ দিনে পড়া শেষ করে ঈর্ষণীয় ফলাফল যারা করতে চায় তাদের প্রতি পরামর্শ হলো এরূপে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী ব্যাচের টেস্ট পরীক্ষা শেষে যে টেস্ট পেপার প্রকাশিত হবে সেখান থেকে একটি ভাল মানের টেস্ট পেপার কিনে নিবে। সেই টেস্ট পেপারে সংযোজিত বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার টেস্টের প্রশ্ন অনুসারে যে অবজেকটিভ প্রশ্নোত্তর সাজানো হয়েছে তার উত্তর পত্রের দিকে লক্ষ্য না করে প্রশ্নে দাগিয়ে দাগিয়ে উত্তর দিতে শুরু

www.pathagar.com

করবে। প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে বিষয়ভিত্তিক ২টি স্কুলের প্রশ্ন অর্থাৎ ১০০টি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবে। এরপর যে সকল প্রশ্নের উত্তর যথাযথ হয়নি তা ঐদিনই বসে পুনরায় পড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে।

০৭. এবার ফরম ফিলাপ শেষ করে প্রতিদিন ৫০০ করে অবজেকটিভ পর্যায়ক্রমে রিভিশন করতে শুরু করবে। এখানে ৫০০ অবজেকটিভ রিভিশন শুনতে মনে হচ্ছে অনেক কিন্তু না এতে সময় লাগবে মাত্র ৫০ মিনিট বা ধরে নিই এক ঘন্টা। এভাবে রিভিশন করলে মাত্র ৪০ দিনে ২০,০০০ অবজেকটিভ পুনরায় রিভিশন হবে। তারপর বাকী পরীক্ষার এক সপ্তাহ পূর্ব পর্যন্ত গত দু' বছরের বিষয়ভিত্তিক টেস্ট পেপারে সংযোজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের টেস্টের প্রশ্নোত্তরগুলো পুনরায় রিভিশন করা সম্ভব হবে।

আশা করা যায়, এভাবে পর্যায়ক্রমে কোনো ছাত্র-ছাত্রী অবজেকটিভ রিভিশন করতে পারলে ইনশাআল্লাহ তাদের ভাল ফলাফল অর্জন সম্ভব হবে। অবজেকটিভে পূর্ণ নম্বর প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

০৪.২. পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত জটিল বিষয়গুলোর রচনামূলক প্রশ্নোত্তর পড়ার নিয়ম পদ্ধতি

☐ বাংলা প্রথম পত্র

ভাষা বাংলা; জাতিতে বাংলাদেশী; দেশের নাম বাংলাদেশ। সুতরাং বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষায় পঞ্চম শ্রেণী থেকে পড়ালেখা অত্যন্ত সহজ মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যারা ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করতে চায় তাদের জন্য একটু জটিল! কিন্তু কেন? হ্যাঁ, সেই জবাবটি দিচ্ছি। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাংলা প্রথম পত্র বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল নম্বর প্রাপ্তির যে প্রতিবন্ধকতা তা হলো :

০১. ভাষা বাংলা হওয়ায় বাংলা বিষয় পড়া অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর কাছেই কম গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

০২. পড়া ও লেখায় সাধু, চলিত ও আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণ ঘটে থাকে।

০৩. বানান ভুল হয়ে থাকে।

০৪. ছাত্র-ছাত্রীরা ভালভাবে না পড়ে বানিয়ে নিজ থেকে উত্তর দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু অধিক চর্চার অভাবে তা যথাযথ হয় না। ফলে একটি বাক্যের যে তিনটি গুণ আছে– আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, যোগ্যতা অনেক ক্ষেত্রে, অনেকের লেখায় এ গুণগুলোর ঘাটতি দেখা যায়। যা অর্থ প্রকাশে ব্যর্থ হওয়ায় কাটা যায়।

০৫. বিরাম ও যতি চিহ্নের ব্যবহার ঠিক না থাকায় বাক্য যথাযথ অর্থ প্রকাশে অক্ষম। ফলে যা হবার তাই বাক্য কাটা নম্বর নাই।

www.pathagar.com

০৬. অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বাংলা প্রথম পত্র যা একটু পড়ে কিন্তু কখনোই বাসায় সহজে রচনামূলক একটি প্রশ্নের উত্তর একসাথে লিখে না। ফলে পরীক্ষার হলে গিয়ে বাধ্য হয়ে লিখতে চাইলে আর লিখা খুঁজে পায় না। তাই পরীক্ষক নম্বরও দেয় না।

০৭. বাংলা প্রথম পত্রে অপ্রাসঙ্গিকতা ও অনাবশ্যকতা বর্জন করে যথাযথ প্রশ্ন অনুযায়ী যথাযথ উত্তর প্রদান করার প্রতি খেয়াল রাখা অধিক নম্বর প্রাপ্তির সহায়ক।

০৮. প্রশ্ন উত্তর লেখায় কোনো পয়েন্ট উল্লেখ না করা উত্তম।

০৯. লেখার শব্দচয়ন, ভাষা শৈলী যথাযথভাবে প্রয়োগের লক্ষ্যে বাংলা প্রতিশব্দ বেশি করে জানা চাই। তাই বাংলা একাডেমির বাংলা টু বাংলা ডিকশনারীটি হাতের কাছে থাকা আবশ্যক।

১০. বাংলা প্রথম পত্র সাহিত্য হওয়ায় তাকে সাহিত্যর ভাষা দিয়ে সাজানো উচিত। আর সে লক্ষ্যে ভাল মানের সাহিত্য জানার জন্য সাহিত্যকে বেশি করে পড়ার বিকল্প নেই। সেই সাথে অন্যান্য সাহিত্যিকের কোনো কথা বা লেখা উদ্ধৃতি হিসেবে সংযোজন করা হলে অবশ্যই সেটির পূর্ণাঙ্গ রেফারেন্স লেখা আবশ্যক। অন্যথায় এ ধরনের উদ্ধৃতি সংযোজন নম্বর বৃদ্ধির বিপরীতে নম্বর কমিয়ে দিতে পারে।

☐ বাংলা দ্বিতীয় পত্র

বাংলা দ্বিতীয় পত্র ব্যাকরণ দিয়ে শুরু। এস.এস.সি দাখিল ও ভোকেশনাল স্তরে এ ব্যাকরণ অবজেকটিভ হিসেবে থাকে। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনী বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট একটি ব্যাকরণ বই এ স্তরে থাকায় ব্যাকরণকে ভালভাবে জানার অবারিত সুযোগ এখানে আছে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলব, এ স্তরে নির্দিষ্ট যে বইটি আছে তা ভালভাবে পড়ে তারপর অবজেকটিভ বই পড়তে শুরু করবে। কোনোভাবেই টেক্সট বই না পড়ে অবজেকটিভ পড়তে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

অন্যদিকে এইচ.এস.সি স্তরে এই একই ব্যাকরণ পরীক্ষার খাতায় লিখতে হয়। এখন যে সকল ছাত্র-ছাত্রী নীচের শ্রেণীগুলোতে ভালভাবে টেক্সট বইসহ ব্যাকরণ পড়বে তাদের জন্য এইচ.এস.সি লেভেলে ব্যাকরণ কম পড়েও মেধাবীরা ব্যাকরণের পুরো নম্বর পেতে পারে। তাই ব্যাকরণ পড়তে সেই টার্গেট নিয়েই পড়া উত্তম।

রচনারীতি

বাংলা দ্বিতীয় পত্রে রচনারীতি অংশে যা অন্তর্ভুক্ত আছে তা হলো : ০১. ভাব-সম্প্রসারণ। ০২. সারমর্ম ও সারাংশ। ০৩. পত্র লিখন। ০৪. ভাষণ। ০৫. প্রতিবেদন ও ০৬. রচনা লিখন।

উল্লিখিত ৬টি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে অধ্যয়ন করলে অধিক নম্বর অর্জন করতে পারবে এবং তার বাস্তব প্রতিফলন নিজেদের জীবনে ঘটাতে সক্ষম হবে তার ইঙ্গিত ও পরামর্শ অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

www.pathagar.com

ভাব-সম্প্রসারণ

কোনো বিষয়ে ভাবের সুসঙ্গত সার্থক প্রসারণ বা বৃদ্ধি বা তুলনাযোগ্য দৃষ্টান্ত ও প্রবাদ প্রবচনের সাহায্যে ঐ বিষয়কে সহজ ভাষায় বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করার নাম ভাব-সম্প্রসারণ।

সাধারণত কবিতা বা গদ্যের কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বা ভাব ব্যঞ্জনাময় লাইন বা বাক্য বা চরণ ভাব-সম্প্রসারণের জন্য দেয়া হয়। এই ভাব ব্যঞ্জনায় লুকায়িত থাকে মানব জীবনের বিভিন্ন আদর্শিক দিক বা মানব চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তি বিশেষের নৈতিক বিচ্যুতি। ফলে উল্লিখিত চরণগুলোর ভাব-সম্প্রসারণ করার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের সেই গভীর ভাবটুকু উদ্ধার করে নিজস্ব আঙ্গিকে প্রয়োজনীয় যুক্তি, উপমা, উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে। কেননা কবি বা লেখক মূলত তাদের বক্তব্যকে ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিতধর্মী করে প্রকাশ করেন। আর ভাব-সম্প্রসারণে সেই ইঙ্গিতধর্মী লাইন, বাক্য বা চরণগুলোকে বিস্তারিত ও আলোচনাধর্মী করে উপস্থাপিত করা হয়।

ভাব-সম্প্রাসরণ লেখার কৌশল নিয়ম

ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই ভাব-সম্প্রসারণ সম্পর্কে অবগত। কিন্তু কিভাবে লিখলে বা পরীক্ষার খাতায় উপস্থাপন করলে অধিক নম্বর পাওয়া যাবে হয়তো সেই দিকটি অনেকেরই মাথায় নেই। নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণী থেকে উচ্চতর শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীরা ভাব-সম্প্রসারণ পড়ছে ও পরীক্ষার খাতায় লিখছে। কেউ হয়তোবা মনের অজান্তেই ভাল নম্বরও পাচ্ছে আবার কেউ হয়তো পাচ্ছে না। তাই সেদিকে খেয়াল রেখে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জনের কৌশলস্বরূপ ভাব-সম্প্রসারণ পড়া ও লেখার কতিপয় চমৎকার নিয়ম-নীতি এখানে উল্লেখ করছি :

০১. ভাব-সম্প্রসারণ অর্থ ভাবের সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধি। তাই প্রয়োজনীয় উপমা বা দৃষ্টান্ত এবং যুক্তি দিয়ে বক্তব্য বিষয়কে সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করতে হবে। উত্তরের সাথে প্রাসঙ্গিক হলে ঐতিহাসিক, পৌরণিক বা বৈজ্ঞানিক তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

০২. ভাব-সম্প্রসারণ করার জন্য উদ্ধৃত অংশ বা সারগর্ভ বাক্যটি মনোযোগ দিয়ে বারাবার পড়ে তার প্রচ্ছন্ন ভাবটুকু বুঝে নিতে হবে। লেখকের রসঘন অর্থবহ রচনার মূল্যবান অংশ, কবিদের ভাবগর্ব পঙক্তি, কবিতার উল্লেখযোগ্য পঙক্তি, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি যেসব অংশ ভাব সম্প্রসারণের জন্য দেয়া হয়, তার যথার্থ মর্ম বুঝতে পারলে ভাব-সম্প্রসারণ করা সহজ হয়।

০৩. মূলভাব, উপমা, রূপক, প্রতীক বা সংকেতের আড়ালে আছে কিনা তা দেখে মূল তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

www.pathagar.com

০৪. ভাব-সম্প্রসারণ করার সময় ভাবের সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধি করতে হয় বলে একই কথার পুনরাবৃত্তি বা অপ্রয়োজনীয় কথা বা কথার বাহুল্য বর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। কেননা এগুলো লেখার মানকে নিম্নগামী করে দেয়।

০৫. সম্প্রসারিত ভাবের বিষয়বস্তুকে দুই-তিন অনুচ্ছেদের মধ্যে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

০৬. ভাব-সম্প্রসারণ লেখা মানে ভাবের বিস্তার ঘটানো। তাই কবি বা লেখকের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এমনকি প্রদত্ত কবিতা বা গদ্যের শব্দ বা শব্দগুচ্ছ হুবহু উল্লেখ না করাই উত্তম। অর্থাৎ কবি এখানে বলতে চেয়েছেন... লেখকের মতে... এভাবে লেখা অনুত্তম। অবশ্য কোন উদ্ধৃতি দিলে অবশ্যই কবি বা লেখকের নাম স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা চাই।

০৭. একটি সার্থক ভাব-সম্প্রসারণ লেখা নির্ভর করে প্রকাশভঙ্গির সৌন্দর্যের উপর। তাই আলোচনা যেন রসহীন অথবা দুর্বোধ্য, ধারাবাহিকতাহীন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সর্বোপরি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলব, এস.এস.সি (দাখিল ও ভোকেশনাল) এইচ.এস.সি (আলিম ও ডিপ্লোমা) পরীক্ষায় যেহেতু ভাব-সম্প্রসারণ লিখতেই হয় সেহেতু এতে যথাযথ নম্বর পাওয়ার জন্যে উপরে বর্ণিত নিয়মগুলো মাথায় রেখে অন্তত যে সকল ভাব-সম্প্রসারণগুলো পরীক্ষায় বেশি আসে সেগুলো এক সাথে সাজিয়ে লিখে বারবার বাসায় চর্চা করলে পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়ার সুযোগ থাকে। সেই সাথে ভাব-সম্প্রসারণের বিষয়গুলোও দীর্ঘদিন মাথায় থাকবে।

সারমর্ম ও সারাংশ

যে কোনো রচনা বা কবিতায় কবি যে ভাবটি প্রকাশ করতে চান তা সংক্ষেপে উপস্থাপিত হলে তাকে বলে সারমর্ম বা ভাবার্থ।

একটি বিয়য়ের উপর বিস্তারিতভাবে লিখিত এক বা একাধিক অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্যটুকু সংক্ষেপে উপস্থাপন করাই সারাংশ।

সারমর্ম ও সারাংশ লেখার নিয়ম

০১. সারমর্ম প্রশ্নে উল্লিখিত অংশের কেন্দ্রীয় ভাববস্তু বা অন্তর্জ্ঞান, অন্তর্নিহিত অর্থ, মর্মবাণী ও কেন্দ্রীয় সত্যকে উন্মোচিত করে তা দু'তিন লাইনের মধ্য দিয়ে তার তাৎপর্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে হবে।

০২. সারাংশ লিখতে উল্লিখিত অংশের মূল কথাটি অর্থাৎ মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং বিমূর্ত-ভাববস্তুকে দু-চারটি লাইনের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করতে হবে।

০৩. প্রশ্নপত্রে উদ্ধৃত অংশটি বার-বার পড়ে তা থেকে মূল কথাটি অর্থাৎ মূল ভাব

www.pathagar.com

খুজে বের করতে হবে। একই সাথে অলংকার, উপমা, রূপক এগুলোকে খুঁজে বের করে বাদ দিতে হবে।

০৪. সহজ সরল কথায় প্রকাশ করতে হবে। মূল ভাবের বাইরে কোনো প্রকার ব্যক্তিগত কথা, মতামত, ছন্দ, অলংকার, উপমা, রূপক উদ্ধৃতির ব্যবহার বা মন্তব্য লেখা যাবে না।

০৫. সারমর্ম লিখতে উত্তম পুরুষ (আমি, আমরা) ও মাধ্যম পুরুষ (তুমি, তোমরা) ইত্যাদি কখনোই লেখা যাবে না।

০৬. সারমর্ম ও সারাংশ লেখার ক্ষেত্রে বক্তব্য তো অবশ্যই ছোট করতে হবে। সেই সাথে একটি অনুচ্ছেদ হলে আরো ভালো হয়।

০৭. সারমর্ম ও সারাংশ মূল বিষয় অনুপাতে লিখতে হবে। মূল গদ্য বা কবিতার কোনো অংশ হুবহু উদ্ধৃত করা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণীয় নয়। এমনকি মূলের কোনো অংশকে সামান্য বদল করে লেখাও বাঞ্ছনীয় নয়।

পত্র লেখার নিয়ম

যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হলো পত্র। পত্র শুধু যোগাযোগের সহজ মাধ্যম নয়; বরং স্বল্প ব্যয়ে যোগাযোগ স্থাপনে এর কোন বিকল্পও নেই। সেই সাথে এটি সময়ে অসময়ে প্রমাণ পত্র হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই পত্রের গ্রহণযোগ্যতা বিজ্ঞানের এ উৎকর্ষতার যুগেও কমেনি এবং ভবিষ্যতে কমার সম্ভাবনা নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পত্র লেখার যথাযথ নিয়ম-কানুন ভালভাবে শেখা আবশ্যক।

পত্র চার প্রকারের হতে পারে। যেমন :

০১. ব্যক্তিগত পত্র (Personal Letter),

০২. সামাজিক পত্র (Social Letter),

০৩. ব্যবহারিক বা বৈষয়িক পত্র (Official Letter),

০৪. বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক পত্র (Commercial or Business Letter)

এবার প্রকারভেদ অনুসারে পত্র পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে যে বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন তা হলো ঃ তারিখ, সম্বোধন বা সম্ভাষণ, মূল বক্তব্য ও পত্রের খাম এবং তার উপর ঠিকানা লেখা। বাকী আরও কিছু নিয়ম-কানুন বাংলা ব্যাকরণ বই থেকে দেখে নিবে। মূলত যে চারটি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা বেশি ভুল করে এবং এ ভুলগুলো মারাত্মক; এগুলোর জন্যে নম্বর কাটা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো পরীক্ষক কোনো নম্বরই দিতে চান না, সে রকম ভুলগুলো সংশোধনের ইঙ্গিত এখানে প্রদান করছি।

তারিখ : যে কোনো পত্র লেখার ক্ষেত্রে তারিখ পত্রের মূল বক্তব্যের গুরুত্ব বুঝাতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর তাই তারিখ সকল ছাত্র-ছাত্রীরাই পত্র লেখতে উল্লেখ

www.pathagar.com

করে থাকে। কিন্তু ভুলটা হয় লেখায়। যেমন তারিখ লেখার বিভিন্ন প্রচলিত স্টাইল হলো :

তারিখ : ০১/০১/২০১১ ইং বা ০১,০১,১১ ইং

উল্লিখিত দু'টি পদ্ধতিই ভুল। প্রথমটিতে ০১/০১/১১ ইং লিখার মানে হলো ০১ অথবা ০১ অথবা ২০১১ ইং। অর্থাৎ (/) এ চিহ্নটির বাংলা অর্থ অথবা।

দ্বিতীয়টিতে ০১,০১,১১ ইং লেখার মানে কোন্‌টি দিন, কোন্‌টি মাস আর সবশেষে ১১ লেখা দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে তা কোনোভাবেই বোধগম্য নয়। অবশ্য ১১ এর আগে উপরের দিকে একটি কমা বসানো হলে হয়তো কিছু সংখ্যা অনুপস্থিত আছে অর্থাৎ ২০১১ বুঝানো যেতে পারত। কিন্তু উপরের অংশে কমা না থাকায় কী বুঝানো হলো তা যে লিখছে হয়তো সেও জানে না। এজন্যে তারিখ লেখার প্রচলিত এ দু'টি পদ্ধতিই ভুল। মূলতঃ তারিখ লেখার সঠিক পদ্ধতি হলো :

তারিখ : ০১ জানুয়ারী, ২০১১ ইং

সম্বোধন বা সম্ভাষণ : এ ক্ষেত্রেও অনেকে মারাত্মক ভুল করে থাকে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হচ্ছে কার বরাবরে পত্র লেখা হচ্ছে বা লেখতে হবে সেটি প্রশ্নপত্রে উল্লেখ আছে কি না তা খেয়াল রাখা এবং অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সেভাবেই সম্বোধন বা সম্ভাষণ লেখা।

মূল বক্তব্য : পত্রের মূল বক্তব্য অত্যন্ত সহজসাধ্য যৌক্তিক ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করতে হবে। যাতে পত্র পাঠে সমস্যা বুঝা, উপলব্ধি করা এবং হৃদয়ের মানস সত্তাটিতে নাড়া দিতে সক্ষম হয়। আর তাহলেই পত্র লেখা সার্থক হবে।

পত্রের খাম : সবশেষে খাম দেয়া। অনেক শিক্ষার্থীরা খাম দিতে চায় না বা দিলেও ঠিকানা লিখে না বা লিখতে পারে না। তাই এ ব্যাপারে কথা হলো যদি প্রশ্নপত্রে কোন নাম ও ঠিকানা উল্লেখ থাকে তাহলে অবশ্যই খেয়াল করে সেখান থেকে প্রাপক ও প্রেরক বুঝে নিয়ে খামের উপর ঠিকানা লেখার চেষ্টা করতে হবে। আর প্রশ্নপত্রে এমন কিছু না থাকলে কাল্পনিক নাম, ঠিকানা ব্যবহার করা যাবে কিন্তু ফাইনাল বা চূড়ান্ত পরীক্ষায় এ ঠিকানা লেখার ক্ষেত্রে সংকেত ব্যবহার করা উত্তম। পরীক্ষার খাতায় কোনোভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ নাম, পিতার নাম ও বাসার ঠিকানা লেখা ঠিক হবে না।

ভাষণ

কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ, সাবলীল, শ্রুতিমধুর এবং নিয়মসিদ্ধ বক্তৃতাকে ভাষণ বলে।

সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে শ্রোতার কাছে বোধগম্য এবং গ্রহণযোগ্য

www.pathagar.com

করে তোলা অথবা কোনো বিষয় ইস্যু, কোনো পদক্ষেপের পক্ষে বা বিপক্ষে সমর্থন অর্জন করাই ভাষণের মূল উদ্দেশ্য। ভাষণের মূল উপাদান হলো তিনটি– ০১. বক্তব্য। ০২. শ্রোতা এবং ০৩. বক্তব্যের বিষয়।

এবার এ ভাষণ পড়া ও পরীক্ষায় লেখার ক্ষেত্রে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করে নেয়া উত্তম। যেমন : ০১. সম্ভাষণ। ০২. ভূমিকা বা সূচনা বা প্রস্তাবনা। ০৩. মূল বক্তব্য ও ০৪. উপসংহার বা শেষ কথা।

তবে ভাষণে ব্যবহৃত যে কোনো উদ্ধৃতি অবশ্যই সত্য ও তথ্যবহুল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রতিবেদন

ইংরেজি Report শব্দের আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থ সমাচার, বিবরণী, বিবৃতি হলেও বাংলা ভাষায় "প্রতিবেদন" শব্দটিই এখন সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, কথিত এবং ব্যবহৃত।

প্রতিবেদন পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক তা হলো : ০১. সুনির্দিষ্ট কাঠামো। ০২. সঠিক তথ্য। ০৩. উপস্থাপনা ও পরিবেশনা এবং ০৪. প্রতিবেদনের আকার।

সাধারণত প্রতিবেদনে মূল বক্তব্য সহজ-সরল, নিরপেক্ষ, যুক্তিযুক্ত, বস্তুনিষ্ঠ এবং বাহুল্য বর্জিত হওয়া আবশ্যক। কোনোভাবেই প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের আবেগ এবং ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করার সুযোগ নেই, তবে প্রতিবেদকের মন্তব্য থাকতে পারে।

রচনা লিখন

যে লেখায় নতুন কিছু পরিস্ফুট হয়, তার নাম রচনা। কিন্তু স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ অর্থে এই শব্দটি প্রযোজ্য হয়, তখন তার অর্থ "Essay" বা প্রবন্ধ। ইংরেজি "Essay" শব্দটির মূল অর্থ প্রয়াস অর্থাৎ প্রকাশ প্রচেষ্টা। ছাত্র-ছাত্রীরা যে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং তার সম্মিলিত যে ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করে তাই রচনা। এমনকি ইংরেজি "Composition" বলতে যা বোঝায় তাও রচনার অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম, অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষাসহ এস.এস.সি, দাখিল ও এইচ.এস.সি পরীক্ষায় বাংলা দ্বিতীয় পত্রে এ রচনা লেখা বাধ্যতামূলক। এতে অনেক নম্বর থাকে। কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীরা অনুশীলন, চিন্তার গভীরতা, যুক্তি প্রয়োগ, পরিমিতবোধ, সুসংহতভাবে বক্তব্য পরিবেশন ও উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি ঠিকভাবে করতে না পারায় রচনায় যথাযথ নম্বর অর্জন করতে পারে না। সেই সাথে অনেক শিক্ষার্থীরা রচনায় বিভিন্ন কবিতার লাইন বা বিভিন্ন সংখ্যাভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করে থাকে। কিন্তু কবি ও কবিতার নাম, তথ্যের সূত্র যা কোনো বছরের তথ্য তা যথাযথভাবে উল্লেখ করে না। তাই রচনায় নম্বর যথাযথভাবে পাওয়া যায় না।

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি এ ব্যাপারে পরামর্শ হলো তারা অবশ্যই পঞ্চম শ্রেণী থেকেই

www.pathagar.com

যতটা সম্ভব রচনার নোট সংগ্রহ ও প্রস্তুত করার চেষ্টা করবে। কয়েকটি বই এক সাথে নিয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও তত্ত্ব যোগ করে রেফারেন্সসহ রচনা লেখার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, এভাবে লিখলে রচনা একটু দীর্ঘ হবে কোনো সন্দেহ নেই। তাই পরামর্শ হচ্ছে প্রয়োজনে পঞ্চম শ্রেণী ও অষ্টম শ্রেণীতে পরীক্ষার খাতায় লেখার জন্যে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে নেয়া, এ পদ্ধতি এমন হতে পারে, নোট খাতার যে অংশ বা লাইন বাদ দিতে চাও তা বড় ভাই-বোন বা শ্রেণী শিক্ষকের সাথে প্রয়োজনে পরামর্শ করে কাঠপেন্সিল দিয়ে লেখার উপর দিয়ে একটি দাগ দিয়ে দাও। পরবর্তীতে যখন এ রচনাটি এস.এস.সি, দাখিল ও এইচ.এস.সি স্তরের জন্য পড়বে তখন স্বাভাবিকভাবেই আরেকটু বিস্তারিত পড়া চাই। এ পর্বে কাঠপেন্সিল দিয়ে দাগিয়ে পূর্বে যে লাইন বাদ দেয়া হয়েছিল তা রাবার দিয়ে মুছে পড়ে নিবে। এতে অত্যন্ত কম সময়ে অতীতের পড়ার সাথে সম্পর্কে রেখে এস.এস.সি, দাখিল ও এইচ.এস.সি স্তরে পরীক্ষার খাতায় হুবহু রচনা লেখার সুযোগ চলে আসবে। আর এভাবে রচনা লিখতে পারলেই অধিক নম্বর অর্জন সহজ হবে।

❐ English 1st part

English 1st part হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নির্ধারিত "English for today" বইটি চতুর্থ শ্রেণী থেকে খুব ভালভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। এখানে ভালভাবে অধ্যয়ন করা বলতে যা বুঝাতে চাচ্ছি তা হলো : ছাত্র-ছাত্রীরা "English for today" বইয়ের সাথে বাংলা একাডেমি ও অক্সফোর্ড প্রকাশনীর English To Banglai, English To English এ দু'টি Dictionary ও প্রয়োজনে একটি সহায়ক নোট বই হাতে নিয়ে প্রতি দু'দিনে Unit : One; Lesson One এ পাঠটি পড়তে মনস্থ করবে, পড়ার শুরুতেই যে কাজটি করবে তা হলো : English for today বইয়ের Unit : One; Lesson : One খুলে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলো Unknowan (অপরিচিত) শব্দ আছে তার নিচে কালো কালি ছাড়া অন্য কালি বা লাল কালির কলম দিয়ে Underline (দাগ) করবে। তারপর তার অর্থ ঐ বইয়ের পৃষ্ঠাতেই ফাঁকা জায়গাটুকুতে ছোট করে কলম দিয়ে লিখবে। এভাবে প্রথম দিনের কাজ হচ্ছে Unit : One; Lesson : One এর সবগুলো জটিল বা অপরিচিত শব্দ চিহ্নিতকরণ ও অর্থ লেখা। সেই সাথে কমপক্ষে একটি করে Synonym (সমার্থক শব্দ) Antonym (বিপরীতার্থক শব্দ) লেখা। এরপর Word meaning, Word spelling সহ Sentence ভেঙ্গে ভেঙ্গে অর্থসহ কমপক্ষে দু'বার পড়া। দ্বিতীয় দিন আবারও পুরো Lesson টি রিভিশন করে এতে যে সমস্ত Exercise (অনুশীলনী) আছে তা সমাধান করবে। এভাবে দু'দিনে একটি Unit এর একটি Lesson ভালভাবে শেষ করবে।

www.pathagar.com

এবার তৃতীয় দিনে সহায়ক বইতে Lesson থেকে যে Model Ques. আছে তা পড়বে। কোন কোন Lesson-এ দু' তিনটি Model Ques.থাকতে পারে। এক্ষেত্রেও Model Ques. প্রতিটি পড়ার জন্য একদিন করে সময় নিবে। এভাবে স্কুলের সিলেবাস অনুসারে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে এস.এস.সি. এবং এইচ.এস.সি স্তরে যদি English 1st Part পড়া হয় তাহলে ইংরেজিতে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে যে ভীতি বা দুর্বলতা কাজ করে তা দূরীভূত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

❐ English 2nd Part

ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে Grammar এর মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত আছে তা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী পঞ্চম শ্রেণী থেকে পড়তে শুরু করে। কিন্তু দুঃখজনক হলো ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেক বছর তাদের নিজ নিজ বিদ্যালয় কর্তৃক দেয় Reference এর ভিত্তিতে বই ক্রয় করে পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী ঐ বই থেকে পড়ে থাকে। এভাবে প্রতি বছর নতুন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলে নতুন বই ক্রয় করে নতুন সিলেবাসে একই Grammar নানা লেখকের নানান রকম উপস্থাপনায় পড়ে থাকে। এতে প্রকৃত অর্থে খুব ভালভাবে কোনো অংশই পড়া হয় না। এজন্য English 2nd Part Grammar অংশে ছাত্র-ছাত্রীরা খুব দুর্বল হয়ে থাকে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হলো নবম-শ্রেণীর জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত English Grammar and Composition 2nd Paper বইসহ আরো কয়েকটি প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত English Grammar বই রয়েছে যা ক্রয় করে সেগুলো থেকে খুব খেয়াল করে Grammar পড়বে। বিশেষ প্রয়োজনে স্কুলের বিষয়ভিত্তিক স্যার বা যদি প্রাইভেট স্যার থাকে তাহলে সেই স্যার বা পরিবারে বা বাড়িতে প্রতিবেশিসহ আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে উচ্চ শ্রেণীতে যারা পড়ালেখা করে তাদের সাথে পরামর্শ করে বই ক্রয় করে পড়বে। আর এভাবে পড়লে ছাত্র-ছাত্রীরা Grammar অংশে পুরো নম্বর নিশ্চিত অর্জন করার সুযোগ পেতে পারে।

Part-B : এ অংশে Paragraph, Letter, Application, Composition ইত্যাদি থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিষয়গুলোও পঞ্চম শ্রেণী থেকে এইচ.এস.সি পর্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে প্রত্যেক বছর বছর নতুন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে নতুন বই ক্রয় করে পড়ে থাকে। এতে বছর বছর একই Paragraph, Letter-Application বারবার পড়ার কারণে কোন্‌টিই দীর্ঘদিন মনে রাখতে পারে না। এতে সময়, মেধা ও শ্রম সব বৃথা হয়ে যায়– যা দুঃখজনক। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হলো অন্তত পক্ষে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে এ সকল বিষয়গুলো উচ্চতর শ্রেণীর বই থেকে বা স্যারদের কাছ থেকে হ্যান্ড নোট সংগ্রহ করে উন্নত

www.pathagar.com

ও অধিক নম্বর পাওয়ার উপযোগী করে পরিকল্পিতভাবে পড়া। আর তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের সময়, মেধা, শ্রম যেমন যথাযথ ব্যবহার হবে তেমনি দীর্ঘদিন মনে থাকবে এবং পরীক্ষায় কম পরিশ্রম করে ভাল ফলাফল অর্জন করা যাবে।

এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি– মনে করুন, অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে কোন ছাত্র বা ছাত্রী প্রথম সাময়িক, দ্বিতীয় সাময়িক ও সমাপনী পরীক্ষার সিলেবাস অনুসারে Paragraph ন্যূনতম ১২টি Composition ন্যূনতম ১২টি, Letter-Application ন্যূনতম ১২টি পড়তে হবে। এবার ঐ ছাত্র বা ছাত্রী যদি উচ্চতর শ্রেণীর বই থেকে বা কারোর কাছ থেকে উন্নত মানের হ্যান্ডনোট সংগ্রহ করে এগুলো পড়ে তাহলে একদিকে অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় যেমন তাদের ফলাফল ভাল হবে তেমনি নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সে এগুলোতো পারেই এবার আরো Paragraph, Composition ও Letter- Application পড়লে দেখা যাবে অনেক কম সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয়েই তারা English 2nd paper পরীক্ষায় অধিক নম্বর অর্জন করতে সক্ষম হবে। আর এভাবে পড়ার কারণে পরীক্ষায় এসব কমন না পড়ার যে টেনশন তা থেকে মুক্ত থেকে খুশি মনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

কাজেই প্রয়োজন পরিকল্পিতভাবে অধ্যয়ন। আর ছাত্র-ছাত্রীরা পরিকল্পিতভাবে ইংরেজি অধ্যয়ন করলে ইংরেজিতে অধিক নম্বর অর্জন করতে পারবে।

❐ ইসলাম শিক্ষা

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ। এদেশে স্বভাবত কারণেই মুসলিম শিক্ষার্থী বেশি। আর তাদের জন্যই এস.এস.সি পর্যন্ত ইসলাম শিক্ষা বাধ্যতামূলক বিষয়। এ বিষয় সৃজনশীল পদ্ধতিতে রচনামূলক ও বহু নির্বাচনী (অবজেকটিভ) প্রশ্ন এ দু' ভাবে বিভক্ত থাকে।

এবার রচনামূলক নম্বরের জন্য প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে অবশ্যই পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু ভালভাবে আত্মস্থ করতে হবে। সেই সাথে এ বিষয়ে ভাল নম্বর পাওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অবশ্যই আল-কুরআনুল কারীমের আয়াত ও হাদীসের রেফারেন্স সংযোজন করে প্রশ্নোত্তর লেখার চেষ্টা করতে হবে। অন্তত পক্ষে কুরআনুল কারীমের পাঁচ/ছয়টি আয়াত আরবিতে লিখতে হবে। তারপর কোনো সূরার কততম আয়াত তা স্পষ্ট করে লিখতে হবে। মনে রাখতে হবে, কোনোভাবেই আরবি আয়াত, অর্থ এবং রেফারেন্স লিখতে ভুল করা যাবে না। তাহলে অধিক নম্বর পাওয়ার বিপরীতে নম্বর কাটা যাবে– যা হবে ভাল ফলাফলের প্রতিবন্ধক।

এবার আরবি প্রাকটিস করার নিয়ম হলো একটি খাতা বানিয়ে তাতে প্রতিটি পাঠের নাম যেমন : ঈমান, ইসলাম, তাওহীদ, কুফর, নিফাক এগুলো লিখে এর

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি পাঠে যে কুরআনের আয়াত পড়া হবে তা রেফারেন্সসহ লিখে রীতিমত চর্চা করবে। একমাত্র তাহলেই শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার খাতায় স্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে আরবি কোটেশন লিখতে সমর্থ হবে।

☐ সাধারণ গণিত

প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে এস.এস.সি ও দাখিল স্তর পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক হলো সাধারণ গণিত। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ গণিতে পাটি গণিত, বীজ গণিত ও জ্যামিতি অংশ মিলে ১০০ নম্বর হলেও এস.এস.সি স্তরে পাটি গণিত নেই। এখানে বীজ গণিত, ত্রিকোণমিতি, পরিমিতি ও জ্যামিতি এ চার অংশ মিলে ১০০ নম্বর পরীক্ষা হয়ে থাকে। অধিকন্তু সৃজনশীল পদ্ধতিতে গণিতেও ৪০ নম্বর বহু নির্বাচনী (অবজেকটিভ) প্রশ্ন আছে। বাকী সৃজনশীল বা কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতিতে ৬০ নম্বর। এবার গণিতে ভাল করার জন্য যা যা করণীয় তা হলো :

০১. কোনো অধ্যায়ের গণিত চর্চার পূর্বে মূল গণিত বই থেকে অধ্যায়ের প্রাথমিক আলোচনা, তত্ত্ব ও সূত্রসহ উদাহরণ হিসেবে দেয় সমাধানগুলো ভালভাবে চর্চা ও আয়ত্ত করবে।

০২. অনুশীলনীতে দেয় প্রশ্ন বা সমস্যাগুলো পর্যায়ক্রমে চর্চা করতে শুরু করবে।

০৩. স্কুলের ক্লাসে গণিত স্যার/ম্যাডাম যখন গণিত বুঝায় তখন খুব মনোযোগের সাথে বুঝতে চেষ্টা করবে এবং গণিতের খাতায় সব উঠানো বা লেখার চেষ্টা করবে।

০৪. প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটি সময় অন্তত এক ঘন্টা গণিত চর্চা করবে।

০৫. বীজ গণিতে চিহ্নের (+, −, × , ÷) ভুল হওয়ার প্রবণতা থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের এদিকে বেশি খেয়াল রাখতে হবে।

০৬. বীজ গণিত করার সময় যে লাইনে সূত্র প্রয়োগ করা হয়– সেই লাইনের পাশে তৃতীয় বন্ধনী দিয়ে ঐ সূত্রটি উল্লেখ করা উত্তম।

০৭. গণিতে লাইন বাই লাইন বা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সমাধান করতে চেষ্টা করা উত্তম। এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

০৮. অত্যন্ত স্থিরতা নিয়ে গণিত করবে। অবশ্য তা সম্ভব হবে যদি গণিত বেশি বেশি করে চর্চা করা হয়। নতুবা গণিতে ভাল করার সুযোগ নেই। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হচ্ছে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সিলেবাসের ভিত্তিতে প্রথম সাময়িক পরীক্ষার প্রস্তুতি স্বরূপ যে যে অনুশীলনীর সমাধান করবে তা অবশ্যই সুন্দরভাবে গণিতের নোট খাতায় সংরক্ষণ করবে। এভাবে দ্বিতীয় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাস শেষ করা হলে আশা করা যায় বার্ষিক বা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বেই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের গণিতের প্রস্তুতি চমৎকারভাবে সমাপ্ত হবে।

www.pathagar.com

সপ্তাহে দু'দিন জ্যামিতি চর্চা করতে হবে। রুটিন মাফিক প্রতি সপ্তাহে দু'দিন জ্যামিতি চর্চা করে এগুলোও একটি আলাদা খাতায় কাঠপেন্সিল দিয়ে চিত্র অঙ্কন করে চর্চা করলে ছাত্র-ছাত্রীরা গণিতে অধিক নম্বর পাবে। গণিত বিষয়ে তাদের ভীতি দূর হবে।

০৪.৩. নবম শ্রেণী থেকে এইচ.এস.সি পর্যন্ত গ্রুপভিত্তিক বিষয়গুলোর রচনামূলক প্রশ্নোত্তর পড়ার নিয়ম পদ্ধতি

❐ বিজ্ঞান গ্রুপের বিষয়সমূহ

বিজ্ঞান গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানে ভাল ফলাফল অর্জন ছাড়া সামগ্রিকভাবে পরীক্ষায় ভাল করার সুযোগ নেই। তাই বিজ্ঞান বিষয়ক বিষয়সমূহ খুব ভালভাবে পড়তে হবে। বিজ্ঞান রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিন পড়ার চেষ্টা করতে হবে। সেই সাথে প্রয়োজনীয় চিত্র অঙ্কন এবং যথাযথ বর্ণনা খুব ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে। কথায় আছে– বিজ্ঞান বিষয়ে গণিতের মতো নম্বর পাওয়া যায়। কিন্তু উত্তর যথাযথ না হলে ঠিক গণিতের মতোই কোনো কোনো ক্ষেত্রে শূন্য পাওয়া যেতে পারে।

সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলব, বিজ্ঞান বিষয়গুলো একটু বেশি করে প্রতিদিন পড়বে। আবার প্রচলিত আছে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা ও ইংরেজিকে কোন বিষয়ই মনে করে না। এমনটি আবার ভাল ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। তাই এমনটি করা অনুচিত হবে। কিন্তু বিজ্ঞান বইয়ের একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব ভালভাবে খেয়াল করে পড়তে হবে। জটিল অধ্যায়গুলো লাল বা সবুজ কালির কলম দিয়ে দাগিয়ে বারবার পড়তে হবে, বিজ্ঞান বিষয়ে ভাল করার জন্যে বারবার পড়া, বুঝে বুঝে পড়া এবং চিত্রসহ পরীক্ষায় খাতায় লেখার বিকল্প নেই।

❐ ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের বিষয়সমূহ

ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান বিষয় হলো হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবসায় পরিচিতি, ব্যবসায় উদ্যোগ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং ও বীমা, অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল বিষয়সমূহ।

নবম, দশম ও একাদশ-দ্বাদশ স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা উল্লিখিত বিষয়গুলো পড়ে থাকে। এবার এ সকল বিষয়গুলো পড়া ও পরীক্ষায় অধিক নম্বর প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরামর্শ হলো :

০১. হিসাব বিজ্ঞান অধ্যায় বা চ্যাপ্টার ভিত্তিক খুব ভালভাবে থিওরী অংশ পড়বে। তারপর থিওরী ভালভাবে বুঝার পর জাবেদা, খতিয়ান, নগদান বই, রেওয়ামিল, চূড়ান্ত হিসাব উদাহরণ দেখে প্রথমত প্রাকটিস করবে। মূল বইয়ে প্রদত্ত সমাধানের সাথে মিলিয়ে কোথাও গড়মিল বা ভুল হলে কেন ভুল হলো তা খোঁজে বের করা এবং পুনরায় মূল বইয়ের থিওরী ও নিয়ম-কানুন অংশ ভালভাবে পড়া

www.pathagar.com

ও বুঝতে চেষ্টা করা। তারপর আবারও চর্চা করা। এভাবে অনুশীলনীর সমস্যাগুলোর সমাধান একটি আলাদা খাতায় করতে হবে।

হিসাব বিজ্ঞানের গণিত চর্চা করার ক্ষেত্রে কাঠপেন্সিল, রাবার, কার্টার, স্কেল ও একটি ভাল মানের ক্যালকুলেটর সব সময় হাতের কাছে রাখা উত্তম। কোনোভাবেই পরীক্ষার হলে নতুন ক্যালকুলেটর কিনে নিবে না। নবম শ্রেণীর শুরুতে ক্যালকুলেটর ক্রয় করার সময় একটু সচেতনতার সাথে দেখে-শুনে ক্রয় করা উচিত। যাতে বারবার পরিবর্তন বা হিসাব বিজ্ঞানের হিসাব করতে সমস্যা না হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা CASIO fx-570 Ms নম্বরের ক্যালকুলেটরটি সম্ভব হলে ক্রয় করে নিবে। এ ক্যালকুলেটর দিয়ে সকল ধরনের হিসাব অত্যন্ত সহজে করা যায় এবং প্রয়োজনে Reply দিয়ে সব সংখ্যাগুলোকে পুনরায় চেক করে হিসাবের শুদ্ধতা যাচাই করা যায়।

০২. হিসাব বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলো মূলত থিওরীটিক্যাল বিষয়। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি প্রথম কথা হলো উল্লিখিত বিষয়গুলোতে নম্বর বেশি উঠানো কঠিন। এ জন্যেই ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় বর্তমান পদ্ধতিতে এ প্লাস পাওয়ার হার বিজ্ঞান বিভাগের তুলনায় অনেক কম। তবে এ কথা পড়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা ঘাবড়িয়ে গেলে চলবে না। বরং বেশি করে পড়ে এ কথাটিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে পারলে তোমরাই এ প্লাস পাবে সে নিশ্চয়তা তোমাদেরকে দিতে পারি। এবার আস, কিভাবে পড়লে এ বিষয়গুলোতে অধিক নম্বর বা এ প্লাস উপযোগী নম্বর পাবে সে বিষয়ে কথা বলছি :

❖ সংজ্ঞা পড়া ও লেখার নিয়ম

যে কোন সংজ্ঞা পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো প্রথমেই 'উৎপত্তিগত কথা' বা 'উপক্রমণিকা' হেড লাইন দিয়ে চার থেকে পাঁচ লাইন ভূমিকা দেয়া। তারপর 'সাধারণ অর্থে' হেড লাইন দিয়ে ছোট করে একটি সংজ্ঞা দেয়া। তারপর 'ব্যাপক অর্থে' হেড লাইন দিয়ে বিস্তারিত একটি সংজ্ঞা দিয়ে 'কয়েকটি জনপ্রিয় সংজ্ঞা' বা 'ব্যবস্থাপনাবিদদের দৃষ্টিতে কতিপয় সংজ্ঞা' হেড লাইন দিয়ে নিচে যে কোনো তিনটি সংজ্ঞা বাংলা বা ইংরেজি যেভাবে ইচ্ছা দেয়ার চেষ্টা করবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে, সংজ্ঞা পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে বিদেশী বা বাংলা ব্যতীত অন্য ভাষাভাষী যে কোনো ব্যক্তির দেয় সংজ্ঞা উপস্থাপন করার সময় যদি সংজ্ঞা বা ঐ ব্যক্তির অভিমতটি বাংলায় লেখা হয় তাহলে এভাবে লিখবে– বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক "ক" এর মতে, ...। আর যদি অভিমতটি হুবহু তাঁদের ভাষায় উপস্থাপন করা হয় তাহলে লিখবে– বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক "ক" বলেন,... অর্থাৎ ইংরেজিতে তার অভিমতটুকু লিখবে। তারপর 'নিজস্ব মতামত' হেড লাইন

www.pathagar.com

লিখে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করবে। এভাবে সংজ্ঞা পড়া হলে তাতে অধিক নম্বর পাওয়া যাবে।

এবার এক নজরে সংজ্ঞা লেখার কৌশল হলো :

উৎপত্তিগত কথা :
সাধারণ অর্থে :
ব্যাপক অর্থে :
কয়েকটি জনপ্রিয় সংজ্ঞা :
০১.
০২.
০৩.
নিজস্ব মতামত :

❖ এবার বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর পড়ার ক্ষেত্রে নম্বরের প্রতি খেয়াল রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখার গতি ভেদে প্রশ্নোত্তর বড় বা ছোট করবে। তবে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের এ বিষয়গুলোতে প্রশ্নোত্তর গুলো পয়েন্ট ভিত্তিক হওয়ায় অবশ্যই যথাযথভাবে পড়তে হবে। এতে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর অধিক পয়েন্টভিত্তিক হওয়াই উত্তম। মনে রাখবে, প্রশ্নোত্তর যথাযথ না হলে অধিক নম্বর পাওয়া যাবে না। তাই যত বেশি পয়েন্ট উল্লেখ করে যথাযথ উত্তর খাতায় লিখতে পারবে ততই নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষক সচেতন হবেন।

❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পড়া ও লেখার ক্ষেত্রেও উত্তর যথাযথ হওয়া চাই। তাই কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর দু' থেকে আড়াই পৃষ্ঠা পর্যন্ত হতে পারে।

❖ দুটি বিষয়ের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য পড়ার ক্ষেত্রে তাদের সংজ্ঞা আলোচনা করে তারপর কাঠপেন্সিল দিয়ে ছক অঙ্কন করে পার্থক্য দেখানো উত্তম। সেই সাথে সর্বোচ্চ সংখ্যক পার্থক্য আলোচনা করতে পারলে অধিক নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এখানে একটি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরী সেটি হলো, প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী বাসায় উল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রশ্নোত্তর পড়ার পর ঘড়ি সামনে রেখে প্রতিটি প্রশ্নোত্তর বাসায় লেখার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নোত্তর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেন লেখা শেষ করা যায়, সেদিকে খুব খেয়াল রাখতে হবে। প্রশ্নোত্তর উন্নত মানের হ্যান্ডনোট পড়ে লিখতে শুরু করলে কিন্তু লেখা শেষ করতে পারলে না তাহলে নম্বর কম পাবে। আবার সবকয়টি প্রশ্নোত্তর হ্যান্ডনোট থেকে উন্নতমানের করে লিখলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দশ নম্বরের উত্তর লেখার সময় পেলে না তাহলে কোনভাবেই এ প্লাস পাবে না। এ জন্যে সকল প্রশ্নোত্তর লেখার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত করে

www.pathagar.com

শেষ করলেও তেমনটা সমস্যা হবে না। আর শেষাংশের এ পরামর্শটি যারা দ্রুত লিখতে পারো না তাদের জন্যই প্রযোজ্য।

☐ মানবিক বা আর্টস গ্রুপের বিষয়সমূহ

মানবিক বা আর্টস গ্রুপের বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে অর্থনীতি, পৌরনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ও ইসলাম শিক্ষা বিষয়সমূহ। উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে অর্থনীতি ও ভূগোল বিষয়ে রেখাচিত্র ও মানচিত্র থাকায় এ দুটি বিষয়ে অধিক নম্বর পাওয়া সহজ। আর অন্যান্য বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সংজ্ঞাসহ পার্থক্য ও বিস্তারিত বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের বিষয়গুলোর মতোই পড়তে হবে। ব্যতিক্রম শুধু ইতিহাসের ক্ষেত্রে। ইতিহাসে বর্ণিত বিভিন্ন সাল গুলো যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে। ইতিহাসের তালিকায় স্থান প্রাপ্ত বিভিন্ন ঘটনাগুলো নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী হুবহু পরীক্ষায় লিখতে পারার লক্ষ্যে এ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের একটু বেশি শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হবে। সময়ের সাথে সম্পর্ক রেখে ঘটমান ঘটনাগুলো যথাযথ আলোচনা হলে এ বিষয়েও গণিতের মতো নম্বর পাওয়া যায়।

০৫. পড়ার পর বেশি-বেশি লেখা

বই পড়ার পাশাপাশি লেখা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের আবশ্যিক করণীয় একটি বিষয়। অনেক ছাত্র-ছাত্রী প্রচুর পড়ে কিন্তু লেখে না বা লেখে কম। এতে ঐ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার খাতায় যখন বাধ্য হয়েই লিখতে যায় তখন একটু-আধটু লিখে আর সব ভুলে যায়। কিন্তু পরীক্ষায় সফলতা লাভের জন্য খাতায় লেখার বিকল্প নেই। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীর রচনামূলক পরীক্ষা তো আর মুখে মুখে দেয়া সম্ভব নয়। ফলে অনেক পরিশ্রম করার পর অনেক কিছু পারা সত্ত্বেও পরীক্ষার খাতায় লিখতে না পারার কারণে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জন তাদের ভাগ্যে আসে না। তাই যারা লিখতে চায় না বা লিখে না তাদের প্রতি কথা হলো পড়া যেমন আল্লাহর আদেশ তেমনি লেখাও আল্লাহ তা'আলার আদেশ। এখন শুধু পড়া মানে আল্লাহ তা'আলার প্রথম এবং এক নম্বর আয়াতের আদেশ মেনে চলা। আর না লেখা মানে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রথম যে পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়েছে তার চতুর্থ আয়াতটিকে অমান্য করা। এবার আল্লাহ তা'আলার একটি আদেশ মেনে চলবে, আরেকটি আদেশ মেনে চলবে না তা কী করে হয়? তাছাড়া যারা এমন তাদের লক্ষ্য করে পবিত্র কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা কী বলেছেন দেখুন :

"...তবে কি তোমরা ঈমান আনো কিতাবের কিছু অংশে এবং কুফরী কর কিছু অংশের সাথে ? অতএব তোমাদের মাঝে যারা এরূপ করে তাদের শাস্তি তো দুনিয়ার যিন্দেগীতে অপমান এবং কিয়ামতের দিন তাদের নিক্ষেপ করা হবে

www.pathagar.com

কঠিন আযাবে। আর আল্লাহ গাফিল নন, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে।" (আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ০২ : আয়াত-৮৫)

অন্যদিকে পড়ার সাথে সাথে লেখার নির্দেশ আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন :

"পড়, তোমার রব বড়ই সম্মানিত। তিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।" (আল-কুরআন, সূরা আল 'আলাক, ৯৬ : আয়াত-০৩-০৪)

সুতরাং বলব, পড়ালেখা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই আদেশ। তাই বাসায় পড়ার সাথে সাথে লেখার চেষ্টা করা উত্তম। আর তাহলেই লেখা শুদ্ধ ও যথার্থ হতে বাধ্য। অন্যথায় একজনের লেখা সম্পর্কে শুনেছিলাম যে, তার লেখায় আমি, তুমি, সে, যে, যদিও তবে এগুলো ছাড়া বাকি সব বানান ভুল– এমন অপ্রত্যাশিত অবস্থাকে বরণ করে নিতে হবে। আর পরীক্ষার খাতায় তো লিখতে যেয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে প্রদান করা সম্ভব হবেই না। এমন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে ভাল ফলাফল সুদূর পরাহত– যা প্রত্যাশা করাই বাহুল্য।

০৬. স্কুল ও কলেজে ক্লাস করা

শিক্ষক ক্লাসে পাঠদানের সময় ছাত্র-ছাত্রীরা মনোযোগসহকারে গ্রহণ করার নীতি অবলম্বন করে ক্লাসের পাঠদান শোনা উচিত। শ্রেণী শিক্ষক খুবই অল্প সময়ে ধারাবাহিকভাবে পাঠ্য বইয়ের উপর আলোচনা পেশ করে থাকেন। এ সময়ে তিনি অনেক জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়কে বাস্তব এবং সহজবোধ্য উপস্থাপনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝাতে চেষ্টা করেন যা হয়তো ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু বই পড়ে বা বাসায় একাকী বোঝা কঠিন। সেই সাথে শিক্ষকগণ ব্লাকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ডের গায়ে লিখে বা চিত্র অঙ্কন করে অনেক অধ্যায় বা বিষয় বুঝানোর চেষ্টা করেন যা হয়তো ঠিক এভাবে এ বইতে নেই; আবার অনেক সময় কোনো বিষয় পড়াতে যেয়ে সহজ ও সুন্দর উপস্থাপনার লক্ষ্যে অন্য লেখকের বা উপরের শ্রেণীর বইয়ের নাম বলে থাকেন; এসব কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের খুব স্বল্প সময়ে শোনার কারণে মনে নাও থাকতে পারে।

এ পর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হচ্ছে বিষয় অনুযায়ী স্কুলের খাতা তৈরী করে প্রতিদিন রুটিন দেখে বাসা থেকে বিষয়ভিত্তিক স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় খাতা নিয়ে যাওয়া। তারপর যে বিষয়ের ক্লাস হবে শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করার পূর্বেই স্ব-স্ব বিষয়ের বই ও খাতা বের করে খাতার উপরে ডান পাশে তারিখ ও কততম ক্লাস তা লিখে মাঝখানে বড় করে যে অধ্যায় বা যেখান থেকে ঐদিন আলোচনা করা হবে তা লিখে নেয়া।

আর যদি বিষয়ভিত্তিক খাতা তৈরী ও বহনে ঝামেলা মনে হয় তাহলে স্কুলগামী বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা কমপক্ষে মোট ৩টি খাতা যেমন : বাংলা বিষয়ক

www.pathagar.com

একটি খাতা (এটিতে বাংলা, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ইসলাম শিক্ষা) গণিত বিষয়ক একটি খাতা (সাধারণ গণিত, উচ্চতর গণিত) ইংরেজি বিষয়ক একটি খাতা (ইংরেজি ১ম ও ২য়) তৈরি করে নিবে।

মানবিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরাও ঐ রকম ৩টি খাতা এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীরা ৩টিসহ আরেকটি অতিরিক্ত খাতা যাতে হিসাব বিজ্ঞান লেখা যাবে এমন ৪টি খাতা তৈরি করে নিবে।

এবার একই খাতায় বাংলা ১ম, বাংলা ২য়, সমাজ বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান (ঐচ্ছিক বিষয় হতে পারে) ও ইসলাম শিক্ষা বিষয়ক ক্লাস লেকচার লিখতে হবে। তবে যেন সহজেই বোঝা যায় এবং পরবর্তীতে বাসায় যেয়ে দেখতে চাইলে দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে সমস্যা না হয় সেজন্য লেখার নিয়ম হচ্ছে :

খাতার উপরে ডান পাশে বিষয়ের নাম যেমন–বাংলা ১ম পত্র, একই বিষয়ে একাধিক শিক্ষক পর্যায়ক্রমে ক্লাস করালে শিক্ষকের নাম : অমুক... ও তারিখ : ০১ জানু, ২০১১ ইং লিখে চুপচাপ বসবে। শিক্ষক ক্লাসে এসে যে গল্প বা কবিতা বিষয়ক আলোচনা শুরু করবেন তাও খাতার উপরের দিকে মাঝখানে বড় করে লিখে নিবে। তারপর স্যার ক্লাসে বুঝাতে যেয়ে এর সাথে সম্পর্কযুক্ত যত সুন্দর-সুন্দর কথা, উপমা, দৃষ্টান্ত পেশ করেন সব স্যারের মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে খাতায় লেখার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, লেখা কঠিন। কিন্তু প্র্যাকটিসের কাছে কোনো কিছুই কঠিন নয়। প্রথম দিকে কিছু ছুটে যাবে, কোনো কোনো কথা শিক্ষক দু'বার বলেন তাই ছুটে যাওয়া কথা আরেকবার শুনে লেখা যাবে। কোনো কোনো কথা লিখে চুপচাপ বসবে। শিক্ষক ক্লাসে এসে যে গল্প বা কবিতা বিষয়ক আলোচনা শুরু করবেন তাও খাতার উপরের দিকে মাঝখানে বড় করে লিখে নিবে। কোনো কোনো কথা হয়তো একদম বাদ পড়েছে তা ক্লাস শেষে স্যার চলে গেলে অন্য সহপাঠীদের কাছ থেকে জেনে মনে করে নিবে। তারপরও কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একদমই পাওয়া না গেলে অফিসে বা অন্য সময় স্যারকে সালাম দিয়ে জেনে নেয়ার চেষ্টা করবে। না, একদম ভয়ের কিছু নেই। স্যার কী বলবেন ইত্যাদি ভাবার দরকার নেই। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানার আগ্রহ এবং কৌতূহল আর শিক্ষার্থী স্যারের কথাকে অনুসরণ করছেন বুঝলে স্যার অত্যন্ত খুশি হন এবং জগতের সকল শিক্ষক তখন তাকে শিক্ষকতায় সার্থক মনে করে থাকেন। সুতরাং স্যার খুব রাগী, দেখলে ভয় হয়, না জানি স্যার কি বলেন ইত্যাদি না ভেবে সোজা সালাম বিনিময় ও নম্রতার সাথে অনুমতি সাপেক্ষে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে এই ক্লাস লেকচার লেখা শেষ করে আবারও অন্য ক্লাসের জন্য অপেক্ষা। এবার পদার্থ বিজ্ঞানের ক্লাস হলে ঐ খাতার পরের পৃষ্ঠায় পূর্বের নিয়মে : পদার্থ

www.pathagar.com

বিজ্ঞান, অমুক স্যার, ০১ জানু, ২০১১ লিখে নিবে। তারপর লেকচার শুরু হলে খাতার উপরে মাঝখানে বড় করে অধ্যায়ের নাম ও আলোচিত বিষয় লিখে ক্লাস লেকচার নোট করা শুরু করবে।

গণিত বিষয়ের ক্ষেত্রেও স্যার বোর্ডে যেসব অংকের সমাধান করে দিবেন তা অবশ্যই গণিত খাতায় পূর্বের নিয়মে নোট করে নিবে। ইংরেজির ক্ষেত্রেও ঠিক একইভাবে লিখবে।

মাদরাসায় সাধারণ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রেও বাংলা বিষয়ক একটি খাতা (বাংলা, ভূগোল ও অর্থনীতি, ইসলামের ইতিহাস, পৌরনীতি [ঐচ্ছিক বিষয়], আরবি বিষয়ক একটি খাতা (আরবি ১ম ও ২য় পত্র, কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ, হাদীস শরীফ ও উসূলে ফিকহ) গণিত বিষয়ক একটি খাতা (সাধারণ গণিত) ও ইংরেজি বিষয়ক একটি খাতা (ইংরেজি) সহ মোট ৪টি খাতা কমপক্ষে তৈরি করে সব সময় ক্লাসে নেয়ার চেষ্টা করবে।

কলেজগামী শিক্ষার্থীরাও এভাবে বিষয়ভিত্তিক খাতা প্রস্তুত ও লেকচার নোট করে নিয়ে বাসায় বসে হ্যান্ডনোট প্রস্তুত ও পড়ার চেষ্টা করবে।

এভাবে ক্লাস লেকচার লেখার পর খাতা শেষ হয়ে গেলে খাতার উপরের পৃষ্ঠায় সুন্দর ও স্পষ্ট করে-খাতা নং ০১, তারিখ ০১ জানু, ২০১১ ইংরেজি, ৩০ জানু, ২০১১ ইংরেজি ও যে যে বিষয়ের ক্লাস লেকচার খাতায় লিখা হয়েছে সেই বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে লিখে যত্ন করে খাতা সেলফে সংরক্ষণ করবে এবং স্ব-স্ব অধ্যায় পড়ার সময় তা সামনে রেখে বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করবে।

০৬.১. ক্লাসে স্যারের লেকচার শোনা ও নোট করা

ছাত্র-ছাত্রীদের মনের কোণে জমে থাকা একটি প্রশ্ন হচ্ছে, ক্লাস লেকচার শোনা না লেখা কোন্‌টি জরুরী? ছাত্রদের মনের কোণে জমে থাকা এ প্রশ্নের জবাব হলো :

এক. স্কুল, মাদরাসা ও কলেজের ক্লাসে স্যারের লেকচার শোনাই জরুরী। শুনে শুনে মনে রাখার প্রতি জোর দেয়াই উত্তম। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্তরে তো লেকচার লেখতেই হবে এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসে যা পড়ানো হয় তাই পরীক্ষার খাতায় লিখতে হয়। সুতরাং বাসায় পড়া ও পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে লেখার বিকল্প নেই। এবার একথা শুনেও ছাত্র-ছাত্রীদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যারা লিখতে পারে না তারা কী করে? উত্তর সহজ, তারাও লিখতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্র্যাকটিস না থাকায় হয়তো পারে না। এ ক্ষেত্রে তারা হয়তো টা-ই-ন-না, টো-ই-ন-না পাশ করে। আর ব্যতিক্রম হলে বলব, একসেপশনাল। একসেপশনাল কখনো উদাহরণ হয় না, তা তো সকলেরই জানা।

www.pathagar.com

যাহোক যে কথা বলছিলাম, স্কুল, মাদরাসা ও কলেজগামী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ক্লাস লেকচার শোনা উত্তম। কিন্তু শুনে কতক্ষণ মনে থাকবে এটিও আরেকটি প্রশ্ন? আর এজন্যে এ প্রশ্নের উত্তরে বলব, লেখা আরো উত্তম।

দুই. ক্লাস লেকচার যদি লেখা হয় তাহলে বাসায় ঐ বিষয়ের ঐ অধ্যয়নটি বা গল্প-কবিতা পড়ার সময় ক্লাস লেকচার খাতাটি দেখার কারণে তখন ঐ শিক্ষকের মুখমণ্ডল কল্পনায় চোখের সামনে ভেসে উঠবে। কানে বেজে উঠবে প্রিয় স্যারের কথা, উদাহরণ আর সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত ও উপমা। মনে হবে যেন ঐ স্যার পাশেই আছে। তাছাড়া যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ করে ছাত্রীদের বাসায় পড়ার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা হলে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়ে দেয়ার মতো কেউ নেই, তাদের জন্যে ক্লাস লেকচার লেখার খাতাটি কল্পনায় একজন শিক্ষকের মতো কাজ করবে। ফলে যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা বাসায় শিক্ষক বা প্রাইভেট টিউটরের কাছে ব্যক্তিগতভাবে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে পড়তে পারে না তাদের জন্য এ নোট অত্যন্ত সুফলদায়ক।

তিন. ক্লাস লেকচার নোট করার ফলে ক্লাসে স্যার যে মূল্যবান কথা বলেন, তা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যতে স্থায়ীরূপ দেয়া যায়। বিশেষ করে আজকের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা ভবিষ্যতে শিক্ষক, লেখক, গবেষক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক হতে চায় তাদের জন্যে শিক্ষা জীবনে শিক্ষকদের কথা অন্যতম পাথেয় এবং অমূল্যবান হিরক খণ্ডের ন্যায়। যা একবার হারিয়ে গেলে আর পাওয়া কঠিন।

চার. ক্লাসে স্যারের লেকচার শুনে লেখার প্রবণতা ছাত্র-ছাত্রীদের দু'রকমের যোগ্যতা আনয়ন করে। ০১. কোনো কথা শুনে মনে রেখে লেখার যোগ্যতা, ০২. দ্রুত লিখতে পারা। এ দু'টিই ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য জরুরী।

পাঁচ. ক্লাস লেকচার শুনা ও লেখার চেষ্টা করায় ক্লাসের বাইরের কোনো আজে-বাজে চিন্তা মনে আসতে পারে না। এতে ক্লাসের প্রতি তথা স্যারের মুখমণ্ডলের ও হাতের দিকে তাকিয়ে থাকার কারণে ক্লাস লেকচার ভালভাবে শুনা ও বুঝা যায়।

ছয়. স্ব-স্ব বিষয়ের মেধাবী শিক্ষকদের ক্লাস লেকচার নোট করায় বাসায় গৃহ শিক্ষক বা প্রাইভেট টিউটর না হলেও পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জন সম্ভব হবে।

সাত. গণিত কয়েকটি নিয়মে করা যায়। ক্লাসে গণিত স্যার উত্তম নিয়মে অংক কষে থাকেন বলে এ অংক খাতায় লিখে বাসায় চর্চা করার সুযোগ নেয়া উত্তম। এক্ষেত্রে কেউ-কেউ হয়তো ভাববে গণিত তো প্রাইভেট পড়তেই হয়, কাজেই ক্লাসে আর এত কষ্ট করে খাতায় লিখে লাভ কী? তাদের এ প্রশ্নের জবাবে বলব, ভাল ও স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গণিত শিক্ষকগণ উন্নত ও আধুনিক নিয়মে ক্লাসে অংক সমাধান করে থাকেন। এবার ঐ ছাত্র-ছাত্রীরা যদি ঐ স্কুলের স্যার ছাড়া অন্য স্যারদের কাছে প্রাইভেট পড়ে তাহলে হয়তোবা ঐ স্যার অন্য

www.pathagar.com

নিয়মে অংক করাতে পারেন। প্রাইভেট স্যারের নিয়মে অংক করলে যে হচ্ছে না তা কিন্তু নয়; হচ্ছে হয়তো। তবে শ্রেণী শিক্ষক যেভাবে বা যে নিয়মে করাচ্ছেন সে নিয়মে না হওয়ায় পরীক্ষায় তিনি কাটা দিচ্ছেন বা নম্বর কম দিচ্ছেন। তদুপরি বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা তথা পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা, অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষাসহ এস.এস.সিতেও ছাত্র-ছাত্রীরা এজন্যে নম্বর কম পেয়ে খারাপ করে থাকে। আর তাই পরামর্শ হচ্ছে, স্কুলের ক্লাসে স্যার যে নিয়মে অংক করায় তা খাতায় তুলে এনে বাসায় পুনরায় সে নিয়ম অনুযায়ী চর্চা করা। প্রাইভেট স্যারের কাছে পড়লে স্যারকেও সেই নিয়ম দেখিয়ে যথাসম্ভব সেভাবে স্যারের কাছ থেকে সমাধান নেয়া। যদি প্রাইভেট স্যারের কাছে সেভাবে সমাধান না পাওয়া যায় তাহলে এ স্যারের কাছে না পড়াই উত্তম।

আট. ক্লাস লেকচার মনোযোগের সাথে শুনা ও লেখার কারণে তৎক্ষণাৎ কোথাও অস্পষ্টতা অথবা বিষয় সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন মনে জাগলে তা শ্রদ্ধার সাথে স্যারকে বলে পুনরায় বুঝে নেয়ার সুযোগ থাকে। তাই ক্লাসে বিভিন্ন বিষয় জানার জন্যে প্রশ্ন করা উত্তম। তবে পরামর্শ হচ্ছে অতিরিক্ত প্রশ্ন কিংবা প্রশ্নের খাতিরে প্রশ্ন বা প্রশ্নোত্তরকে বিতর্কে পরিণত করার চেষ্টা মোটেও উত্তম নয়। এটি ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যারিয়ারের জন্য অত্যন্ত খারাপ।

০৭. মেধাবী ও আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীদের অনুসরণ-অনুকরণ

মেধাবী ও আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার জন্যে আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীদের অনুসরণ ও অনুকরণ করবে। এতে মেধার বিকাশসহ আদর্শ জীবনের সন্ধান পাবে। আর তাই প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে আদর্শের রেশ প্রতিস্থাপনের উত্তম ও একমাত্র উপায় হচ্ছে এ সময়টুকু। মূলতঃ স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় ছাত্ররা যা-যা করে তথা যেভাবে জীবন গড়ে, যেমন ফলাফল লাভ করে তাই তাদের জীবনের ভিত বা ফাউন্ডেশন। আর এ ভিতের উপর দাঁড়িয়েই আগামীদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সমগ্র জীবন পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হচ্ছে, জীবনের সকল স্তরে মেধাবী ও আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী এবং আদর্শ মানুষদের অনুসরণ-অনুকরণ করবে।

এবার আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী কারা?

কিভাবে বুঝবে?

কী তাদের পরিচয়?

এ প্রশ্নগুলো হয়তো মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে। তাই কারা আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী তাদের স্বভাব চরিত্র, আচার-আচরণ ও পরিচয় কেমন হবে তা বুঝার সুবিধার্থে এখানে স্পষ্ট করে দিচ্ছি।

www.pathagar.com

এক. যারা ভাল ফলাফল অর্জন করেছে বা সমবয়সী হলে ক্লাসে যারা ভাল।

দুই. যে কথায় নম্র ও বিনয়ী আদব-কায়দাসম্পন্ন।

তিন. সত্যবাদী এবং নিয়মিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হক আদায়ে সচেতন তথা সালাত আদায়কারী।

চার. কথোপকথনে ওয়াদা ও আমানত সংরক্ষণকারী।

পাঁচ. সৎ কাজে আনন্দবোধ করে, অন্যদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগায় এবং অসৎ ও অকল্যাণমূলক কাজে নিরুৎসাহিতকরণ, বাধাদান, ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে।

ছয়. নিজের জ্ঞান অনুযায়ী অন্যদেরকে ভাল পরামর্শ ও প্রয়োজনে নোট দিয়ে সহায়তা করে।

সাত. নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়নকারী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি স্নেহশীল এবং ভাল ফলাফলের তাকিদ দেয়।

আট. সত্যপন্থীদের চলার পথ সুগম করে দেয় ও বাতিলপন্থীদের অন্যায়, অসত্য প্রচার, প্রতিষ্ঠার প্রতি অসমর্থন ও যথাসাধ্য তার কুফল বুঝানোর চেষ্টা করে। অন্যান্য ভাল মানুষদের সর্বপ্রকার সহায়তা করে এবং বিশৃঙ্খলাকারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলার সাথে জনমত ও ঐক্য গড়ে তাদের বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ডকে রোধ এবং তাদের অধিকার অনুযায়ী সুন্দর জীবন যাপনকে সমর্থন ও সহায়তা দান করে।

নয়. দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলীতে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেয়া সীমারেখা অনুসরণ করে চলে এবং নিজের ও সমাজ জীবনে তা মেনে চলার চেষ্টা করে। পরিবার থেকে শুরু করে সকল অঙ্গন যথাসম্ভব ইসলাম নির্দেশিত কাঠামোতে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করে।

দশ. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় ও গভীর করে তোলার চেষ্টা করে। আর প্রতিটি কাজে কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে।

উল্লিখিত চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ ও মন-মানসিকতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে নিজেদের পড়ালেখার ঘাটতি দূর করার চেষ্টা করা উত্তম। স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় যারা এমন এবং যারা অগ্রজ ও ভাল ফলাফল অর্জন করেছে বা বাসার পাশে প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা এমন তাদের সাথে পড়ালেখা ও তাদের সফলতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা ও জানার চেষ্টা করা ইসলামসম্মত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আল-কুরআনুল কারীমেই উল্লেখ করে দিয়েছেন :

"তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।" (আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬ : আয়াত-৪৩)

www.pathagar.com

০৮. সময় সদ্ব্যবহারের প্রতি যত্নশীল হওয়া

সময় হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে মানব জাতির কাছে আমানত। এ আমানত যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করা মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা সময় হচ্ছে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিবস আর বছরের সমষ্টি। সময় মানে হচ্ছে নিরন্তর চলমান একটি গতি। যার যথাযথ ব্যবহারে মানুষ অর্জন করতে পারে অনেক কিছু। আর একটু গাফলতি বা বেখেয়ালে হারিয়ে ফেলতে পারে সবকিছু, যা মানুষের ইহজীবনে ফেরত আনা সম্ভব নয়। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার এ সময়টাতে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে যারা ভুল করে, তারা পরবর্তীতে যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকে ততদিন তার জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকে। আর তাই ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত তাদের জীবনের ভিশন অনুযায়ী সময়কে সময় থাকতেই যথাযথভাবে সদ্ব্যবহারে সচেতন হওয়া।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারযাভী সময়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন।[৩] তিনি বলেছেন–

০১. সময় অস্থায়ী : সময়ের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি অস্থায়ী। পৃথিবীর কোথাও কখনো সময় স্থায়ী রূপ লাভ করতে পারে না। সময় কালের স্রোতধারায় প্রবাহমান। তবে এ অস্থায়ী সময়ের যথাযথ সদ্ব্যবহার যারা করতে পারে তাদের কর্মের ফলাফল হয়তো কিছুকাল স্থায়ী রূপ লাভ করতে পারে।

০২. সময় কখনো ফিরে আসে না : পৃথিবীর অঙ্গনে সময় এমন এক বস্তু যা গেলে আর ফিরে আসে না। তাই ছোটবেলা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের তা বুঝে নিয়ে পড়ালেখা ও জীবন গঠনে সদ্ব্যবহার করা উচিত।

০৩. সময় মহামূল্যবান : মানব জীবনের প্রত্যেক স্তরে সময় এক মহামূল্যবান বস্তু। যাকে এভাবে বলা যায়, সময়ই জীবন, সময়ই অর্থ। সময়কে যারা যথাযথভাবে কাজে লাগায় তারাই পৃথিবীর বুকে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করে দারিদ্র্যকে জয় করতে পারে। মুক্তি পেতে পারে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে। আর সকলেই হয়ে উঠতে পারে কর্মমুখর ও কর্মচঞ্চল।

এবার ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে সময়কে যথাযথ ব্যবহার করার লক্ষ্যে কয়েকটি পরামর্শ হলো :

০১. রুটিনের প্রতি খেয়াল রেখে তৎপর হওয়া : ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান ও একমাত্র কাজ হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পড়ালেখার যে রুটিন (নিজেরাই প্রস্তুত

৩. আল্লামা ড. ইউসুফ আল-কারযাভী (২০০২), Time in the life of a Muslim, London; Taha Publishenos. Page 01-10.

www.pathagar.com

করে নিবে) তা প্রতিদিন সম্পাদনে তৎপর থাকা। সেই সাথে দৈনন্দিন কাজগুলোকেও রুটিনের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া উত্তম।

০২. সব সময় পড়া : ছাত্র-ছাত্রীদের সব সময় পড়ার অভ্যাস গড়ার চেষ্টা করতে হবে। স্কুলে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে গল্প-গুজব না করে, যানবাহনে সম্ভব হলে, কদাচিৎ কোথাও বেড়াতে গেলেও সাথে বই নিয়ে পড়ার চেষ্টা করা উত্তম। কারণ একটি প্রবাদ বাক্য আছে, যত পড়বে ততই শিখবে।

০৩. আদর্শ বই সাথে রাখা : সব সময় ব্যাগে বা হাতে আদর্শ ও জীবন গঠনমূলক কোন নভেল বই হাতে রেখে পড়া যেতে পারে। অবশ্য পাঠ্য বই এভাবে পড়তে আগ্রহ তেমনটা পাওয়া নাও যেতে পারে।

০৪. পড়ালেখার উপকরণ : পড়ালেখার সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল উপকরণ গুছিয়ে রেখে ছাত্র-ছাত্রীরা সময় নষ্ট করা থেকে সময়কে বাঁচাতে পারে।

০৫. পড়ালেখার সুষ্ঠু পরিবেশ প্রাপ্তি : পড়ালেখা করার জন্য হট্টগোল বা ঝামেলামুক্ত সুষ্ঠু-সুন্দর, নিরিবিলি পরিবেশ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিশ্চিত করা সম্ভব হলে পড়ালেখায় মনোযোগ আসে। আর একনিষ্ঠভাবে পড়ালেখা করা সম্ভব হয় বলে এমন পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া দ্রুত আয়ত্তে আসে।

০৬. পড়ালেখায় মনোযোগ : ছাত্র-ছাত্রীরা অধিক মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা করলে যে কোনো পড়া অল্প সময়ের মধ্যেই আয়ত্তে আসতে পারে।

০৭. উচ্চতর শ্রেণীর বই সংগ্রহ : পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি উচ্চতর শ্রেণীর বই সংগ্রহ করে এক সাথে প্রশ্নোত্তর গুছিয়ে পড়তে চেষ্টা করলে বারবার পড়ার ও উত্তর গুছানোর ঝামেলা থেকে যেমন মুক্ত থাকা যায় তেমনি সময়ও বাঁচে।

০৮. টেনশন মুক্ত থাকা : কোন প্রকার মানসিক চাপ বা হতাশা মাথায় রেখে পড়ালেখা করতে চাইলে পড়া সহজে আয়ত্তে আসে না। তাই টেনশন মুক্ত হয়ে পড়ালেখা করা উত্তম।

০৯. গল্প-গুজব না করা : ছাত্র-ছাত্রীরা গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট করবে এ যেন ছাত্র-ছাত্রীদের নীতি বিরুদ্ধ কাজ। বরং কখনো কখনো পাঠ্য বই পড়তে ইচ্ছা না করলে ইসলামী সাহিত্য পড়ে নিজেদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি আদর্শিক জীবন গঠনের মৌলিক উপাদানগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

১০. প্রতিদিনের কর্মসূচি প্রণয়ন : ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন সকাল বেলা রুটিন অনুযায়ী একাডেমিক পড়া শেষ করে টেবিল থেকে উঠার সময়ই দ্রুত সমগ্র দিনের কর্মসূচি ও পরিকল্পনা একটি কাগজে ছোট করে লিখে পকেটে নিবে। এতে অযথা সময় যেমন

www.pathagar.com

অপচয় হবে না তেমনি কাউকে কোন কথা দিলে তা যথাসময়ে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। ভুলে যাওয়া বা মনে থাকার মতো কোন দুঃখজনক ঘটনা ঘটবে না।

এভাবে সময় সদ্ব্যবহারের প্রতি যত্নশীল হলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান কাজ পড়ালেখাসহ তাদের মেধার সামগ্রিক বিকাশ ঘটবে। আর মেধাবীরা কখনোই কোন কাজ আজ নয় কাল করব একথা বলে ফেলে রাখে না। কেননা একটি প্রবাদ আছে, "সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়।" কিন্তু আমার দৃষ্টিতে সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড় কেন কোনভাবেই তা আর সমান বা ঐ সময়ে যে প্রাপ্তির স্বস্তি ও শান্তি তা কখনোই অর্জন করা যায় না। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সময়ের গুরুত্ব বুঝে সময়ের কাজ সময়েই করতে হবে, তবেই হবে তাদের জীবন উজ্জ্বল এবং প্রতিটি মুহূর্ত হবে শান্তিময়।

০৯. পড়ালেখায় ভালো হওয়ার কৌশল

০৯.১. জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা ভিশন নির্ধারণ

প্রত্যেক মানুষের কাছে জীবন একটাই। জীবনে জন্মগ্রহণ যেমন সত্য তেমনি মৃত্যুবরণও সত্য। হয়তো কখন, কোন্ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে তা কেউ বলতে পারে না। আর তাই জীবনের যেহেতু শেষ আছে এবং তা চরম সত্য সেহেতু প্রত্যেকের জীবনের একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য বা ভিশন থাকা উচিত। কারণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলাম আর চলে গেলাম কিন্তু পৃথিবীর প্রতি কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারলাম না, মানবতার ও সৃষ্টি জগতের কল্যাণে কোনো কিছু করতে পারলাম না, মহান স্রষ্টা আমাদেরকে পৃথিবীর বুকে পাঠালেন, সকল কিছু দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখলেন কিন্তু আমরা তার শোকরানাস্বরূপ কোনো কিছু করলাম না তাহলে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন তো আসা স্বাভাবিক কেন তোমাদেরকে সৃষ্টি করলাম? কেনইবা তোমাদেরকে এতকিছু দিলাম? মহান আল্লাহ তা'আলা যে আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এরপর আমাদের জন্য যা-যা কল্যাণকর তা করার জন্য দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। জীবনে যা-যা প্রয়োজন তা পাওয়ার জন্য যা-যা করণীয় তার পথও আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন; দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানস্বরূপ আল-কুরআনুল কারীম, তার সহজ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে প্রাকটিক্যাল করে দেখানোর জন্য স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন। তারপর আল-কুরআনুল কারীম থেকে সকল কিছু বুঝে যেন

www.pathagar.com

জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায় সেজন্য তিনি মানব জাতির প্রতি প্রথম যে আদেশ প্রদান করেছেন তা হলো; "পড়ুন (হে রাসূল!) আপনার রবের নাম নিয়ে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি জমাট রক্তের পিণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আপনি পড়ুন, আপনার রব বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে তিনি জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানত না।" (আল-কুরআন, সূরা আল-'আলাক, ৯৬ : আয়াত-০১-০৫)

উল্লিখিত প্রথম আয়াতে 'পড়' শব্দটির দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে যে, পড়া ছাড়া, জ্ঞান অর্জন ছাড়া, মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে চেনা যাবে না; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সৃষ্টি তত্ত্ব বুঝা যাবে না। অর্থাৎ পড় তোমার স্রষ্টার নামে যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন'– এই আদেশ দ্বারা মানব জাতির মৌলিক কাজ ও দর্শনকে বাতলে দেয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে জানতে হলে পড়তে হবে, জ্ঞানার্জন করতে হবে। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আল-কুরআনুল কারীমের মৌলিক জ্ঞানার্জন করা মুসলিম হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। তারপরই জ্ঞানের যে কোনো শাখায় বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য সে বিষয়ে পড়ালেখা করা উত্তম।

মূলত মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্য বা ভিশন অবশ্যই হওয়া উচিৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কামিয়াবী হাসিলের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন তথা মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করা। কেননা মুসলিম মাত্রই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনকথা ও কর্ম জানা। সেই জানা অনুযায়ী মেনে চলার তাগিদেই মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের জীবনের লক্ষ্য বা ভিশন নির্ধারণ করে থাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও রাসূল (সা.)-এর সন্তুষ্টির আদলে মানবতা তথা সকল সৃষ্টি জীবের কল্যাণে। আর এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যখন মুসলিমরা নির্ধারণ করে পড়ালেখা ও তাদের সমুদয় জীবনকথা ও কর্ম পরিচালনা করে তখন আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলার দায়িত্ব হয়ে যায় তাদেরকে সেই লক্ষ্যে কামিয়াবী দান করা। এজন্যেই প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের শুরুতেই উচিত একটি সুন্দর ও কল্যাণকামী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা ভিশন সেটআপ করা। তারপর সে ভিশন অনুযায়ী কর্ম তথা চেষ্টা ও চর্চা আর আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রত্যহ সালাত আদায় ও সাওম পালন করে সাহায্য কামনা করা। এমনটি যারা করে, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা- তাদের সেই লক্ষ্য বা ভিশন অর্জনে সাহায্য করে থাকেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

০৯.২. কঠোর শ্রম ও অধ্যবসায়

শিক্ষা জীবনে সফলতা অর্জনে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার ক্ষেত্রে কঠোর শ্রম ও অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। শ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে একজন সাধারণ মানের ছাত্রও ক্লাসের শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলে স্বীকৃতি পেতে পারে। কেননা মেধা বিকাশের জন্য পরিশ্রমের বিকল্প নেই। অবশ্য এক্ষেত্রে আমার সাথে কেউ-কেউ ভিন্নমতও পোষণ করতে পারে। তাই তাদের লক্ষ্য করে বলছি– পৃথিবীর বুকে খ্যাতিমান ব্যক্তি বলতে যাদের আমরা চিনি; তাদের সফলতা, দেশ ও জাতির কল্যাণে কিছু করে যেতে পারা, সবকিছুর মূলেই রয়েছে কঠোর শ্রম ও অধ্যবসায়– যা মূলতঃ তাদের কথা থেকেই প্রমাণিত।

কেননা পরিচালকবিহীন ইঞ্জিল পরিচালনার কথা যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি শ্রম বিবর্জিত মানব জীবনে কোনো কাজে সফলতার কথাও ভাবা যায় না। আল্লাহ বলেন :

"নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।" (আল-কুরআন, সূরা আল বালাদ, ৯০ : আয়াত-০৪)

শ্রমই হলো সকল উন্নয়ন, সফলতা অর্জন ও উৎপাদনের চাবিকাঠি। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী সে জাতি তত বেশি উন্নত জীবন ও জীবিকা ধারণকারী। শ্রম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রদত্ত মানব জাতির জন্যে এক অমূল্য শক্তি ও সম্পদ। শ্রমই হচ্ছে জীবনে সফলতার মূল, প্রতিভা বিকাশের হাতিয়ার। শ্রম ব্যতিরেকে প্রতিভার বিকাশ কোনোভাবেই ঘটানো সম্ভব নয়। বিশ্বের কোনো বাজারেই প্রতিভা বিক্রি করা হয় না। প্রতিভা মূলত শ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা স্ফুরণ ঘটাতে হয়। আর তাইতো বিশ্ববাসীর জন্য নিবেদিত ও অত্যন্ত পরিচিত বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ তাদের সফলতায় শ্রম ও অধ্যবসায় সম্পর্কে যা-যা বলেছেন, তা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জানাতে এখানে উপস্থাপন করা হলো :

০১. বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন এর মতে, 'আমার আবিষ্কারের কারণ আমার প্রতিভা নয়। বহু বছরের চিন্তাশীলতা ও কঠোর পরিশ্রম করেই আমি জটিল তথ্য এবং তত্ত্বসমূহ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি।'

০২. বিজ্ঞানী এডিসন এর মতে, 'প্রতিভা– এক ভাগ প্রেরণা আর নিরানব্বই ভাগ কঠিন পরিশ্রম ও সাধনা।' তিনি অন্যত্র বলেন : 'তুমি যদি জীবনে সাফল্য চাও, অধ্যবসায়কে তোমার অন্তরঙ্গ সুহৃৎ কর।'

০৩. বিখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানী ডালটন এর মতে, 'মানুষ আমাকে প্রতিভাবান বলে। কিন্তু পরিশ্রম করা ছাড়া আমার মধ্যে বিশেষ কোনো ক্ষমতা আছে বলে আমার জানা নেই।'

www.pathagar.com

০৪. লংফেলো এর মতে, 'প্রতিভা মানে অপরিসীম পরিশ্রম।'

০৫. মনীষী ভলটেয়ার এর মতে, 'প্রতিভা বলে আসলে কোনো জিনিসই নাই, পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা প্রতিভাকেও আগ্রাহ্য করা যাবে।'

০৬. নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছেন, 'Impossible is a word, which is only found in the dictionary of fools.'

প্রকৃতপক্ষে সময়ের সাথে জীবন, জীবনের সাথে শ্রম ও অধ্যবসায়-একই বিনি সুতার মালায় গাঁথা। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিতে সফলতা কখনোই অর্জন করা যায় না। মূলত মনের আস্থা ও বিশ্বাসকে বাস্তবরূপ দানের জন্যে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়েই ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব। এখানে অধ্যবসায় মানে কোনো কাজে সফলতা অর্জন করতে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করাকেই বুঝানো হয়েছে। তাই বলব, ভাল ফলাফল প্রত্যাশী ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই উচিত কঠোর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হওয়া। মনে রাখতে হবে, জীবনে সফলতা অর্জন করতে চাইলে তার জন্য কোনো সহজ পন্থা নেই। নকল করে পরীক্ষা দিয়ে কখনও কখনও পরীক্ষায় পাশ করা যায় বটে, কিন্তু জীবনে সফলতা লাভ করা যায় না। সাফল্যের জন্য প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়।

০৯.৩. একাডেমিক ও পাঠ্য বই পড়ার কৌশল

ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে সে শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত যে বইগুলো রয়েছে তা পাঠ করাই হলো একাডেমিক বা পাঠ্য বই পড়া। এ বইগুলো স্কুলের নির্ধারিত পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী পড়া ও লেখা এবং বারবার চর্চা করার মধ্য দিয়েই পরীক্ষায় লিখে ভাল ফলাফল অর্জন করতে হয়। তাই পাঠ্য বই পড়ার কতিপয় নিয়ম অনুসরণ করা দরকার- যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

০১. পড়ার আগ্রহ ও মনোযোগ : বই পড়ার আগে বা কোনো কিছু পড়ার আগে মনে জানার তীব্র আগ্রহ জাগাতে হবে; তবেই বই পড়ায় মনোযোগ আসবে এবং তা পড়ে সহজে আয়ত্তে আনা সম্ভব হবে। তাছাড়া পড়ার আগ্রহ না থাকলে পিতা-মাতা বারবার পড়, পড় বললে হয়তো তাদের দেখানোর জন্য শুধু বসেই থাকা হবে কিন্তু পড়া আয়ত্তে আসবে না।

০২. নিজের তাগিদেই পড়ালেখা করা : পড়ালেখা একান্তই নিজের জন্য, একথা মাথায় রেখে নিজে নিজের তাগিদেই বই পড়ার প্রতি মনোনিবেশ করা উত্তম। তাছাড়া আরও কিছু কাজ আছে যা নিজে নিজেই নিজের জন্য করতে হয়, ঠিক তেমনি পড়ার বিষয়টিও তাই। মনে রাখতে হবে, আমি পড়ালেখা করছি না মানে আমাকে আমার স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলা যখন কাল হাশরের মাঠে সরাসরি

www.pathagar.com

সামনে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করবেন তখন আমাকেই জবাব দিতে হবে। তাই সেদিন জবাব দিতে না পেরে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে আজ ভালভাবে পড়ালেখা করাই উত্তম একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস ও বদ্ধমূল রেখে নিজের তাগিদেই নিজে পড়ালেখা করা উচিত এবং এটিই বুদ্ধিমানের কাজ।

০৩. টেক্সট বই সম্পর্কে ক্লাস শিক্ষক ও সহপাঠীর সাথে আলোচনা : টেক্সট বইতে সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতবহ অনেক আলোচনা থাকে যা পড়ে হয়তো সবাই মূল বক্তব্য বুঝতে সক্ষম হয় না। এক্ষেত্রে ক্লাসে শিক্ষক ও বিশেষ প্রয়োজনে সহপাঠীর সাথে আলাপ-আলোচনা করে মূল বক্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে। এতে পাঠ্য বিষয় সহজেই মনে থাকবে।

০৪. বার বার বুঝার চেষ্টা করা : একবার বই পড়ে হয়তো মনে কিছু অস্পষ্ট প্রশ্ন জাগতে পারে। দ্বিতীয়বার পাঠ করলে একটু স্পষ্ট হবে এভাবে প্রয়োজনে তৃতীয়বার পাঠ করে মূল বক্তব্য বুঝার চেষ্টা করা লাগতে পারে। কিন্তু তাতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। কাজেই এমনটি না করে বারবার বুঝার চেষ্টা ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে সাহায্য চাওয়া উত্তম। তবেই পড়া বুঝে আসতে বাধ্য।

০৫. জটিল শব্দগুলো দাগিয়ে পড়া : মূল বই পড়তে যেয়ে এমন কিছু শব্দ পাওয়া যেতে পারে যা হয়তো এই প্রথম অথবা যার অর্থ দুর্বোধ্য। কিন্তু ঘাবড়ানোর দরকার নেই। এমন শব্দ পেলে তা কাঠপেন্সিল দিয়ে আন্ডার লাইন করে পুরো অংশ পড়া শেষে তার অর্থ অভিধান থেকে বের করে ঐ শব্দের পাশেই বইতে লিখে নেয়া উত্তম। এতে পরবর্তীতে যে কোন সময় পুনরায় ঐ পাঠটি পড়লে অর্থ বুঝতে আর সমস্যা হবে না।

০৬. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিশেষভাবে পড়া : বইতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য বা কোন প্যারা জটিল মনে হলে তা বারবার কয়েকবার পড়া এবং নিচে দাগ দিয়ে রাখা উত্তম। এতে অর্থ ও মূল বক্তব্য সহজেই আয়ত্তে আসবে।

০৭. প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজে বের করা : বই পড়ার সাথে সাথে অবজেকটিভ প্রশ্নোত্তর, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর খুঁজে বের করা, কাঠপেন্সিল দিয়ে বইতে দাগিয়ে রেখে নোট খাতায় প্রয়োজনে নোট করে নেয়া উত্তম।

০৮. উচ্চ শব্দ করে পড়া : মনে মনে না পড়ে শব্দ করে পড়া উচিত। এতে পড়ার কক্ষের পাশাপাশি ঘটমান ঘটনা বা দুর্ঘটনার শব্দ কানে আঘাত করে দৃষ্টি বা মনোযোগ প্রবণতা বই থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। এতে পড়া মনে রাখার সুবিধা হয়; উচ্চারণ স্পষ্ট হয় এবং কোথাও ভুল হলে কেউ শুদ্ধ করে দেয়ার সুযোগ পায়।

www.pathagar.com

০৯. কয়েক মিনিট নিরবে সারসংক্ষেপ চিন্তা করা : বই পড়া শেষে নিরবে বা মনে মনে তার মূল বক্তব্য কী বা লেখক এ লেখা দ্বারা আমাদের কী বুঝাতে চেয়েছেন, তার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ ক্ষেত্র কোথায় ইত্যাদি বিষয়ে কয়েক মিনিট চিন্তা-ভাবনা করার পর যে সমস্ত প্রশ্ন নিজ মনে উঁকি দেবে তার যথাযথ উত্তর নিজে থেকে না দিতে পারলে বুঝতে হবে পড়াটা এখনো ভালভাবে হয়নি। তাই ঐ প্রশ্নগুলো মাথায় রেখে আবারও পড়লে উত্তর সহজসাধ্য হবে এবং পড়া আয়ত্তে আসবে।

১০. সংশিষ্ট বিষয়ে আরো বই পড়া : কোন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান, উপলব্ধি বা মতামত প্রকাশের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে অনেক বই পড়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ছাত্রজীবনে সীমিত সময়ে তা সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। সচরাচর পাঠ্যক্রমের যে কোনো পত্রের জন্য ভাল দু'তিনটি বই-ই যথেষ্ট।

প্রথমে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর অপেক্ষাকৃত ভাল দু'তিনটি বই বেছে নিবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষকের পরামর্শ নিবে।

তারপর বইগুলোর উপর সাধারণভাবে চোখ বুলিয়ে নিবে। এতে কোন বই থেকে কোন প্রশ্নোত্তরটি পড়বে তা পরিকল্পনা করতে সহজ হবে। কারণ একটি কথা আমরা সকলেই জানি, সকলের লেখা এক রকম নয়। তাছাড়া সকলের উপস্থাপন প্রক্রিয়া তো ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

একটা বই ভালভাবে পড়া শেষ না করে হঠাৎ অন্য বইতে যাওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া ভাল একটি বই 'ভালভাবে' পড়ার পর অন্য বই পড়ার সময় ও শ্রম অনেক কম লাগে। (কোনো বিষয়ে যেমন-তেমন করে অনেকগুলো বই পড়ার চেয়ে মনোযোগ দিয়ে দু'একটি ভাল বই পড়া উত্তম)

১১. সমালোচকের দৃষ্টিতে পড়া : বই পড়ার সময় সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে বই পড়া উত্তম। তবেই প্রশ্নোত্তর বিন্যাস কেমন হবে বা হতে পারে তা খুব সহজে নিজের চোখে ধরা পড়বে। আর এভাবেই আজকে যে ছাত্র-ছাত্রী আগামী দিনে সে লেখকসহ আরো বড় পজিশনে পৌছতে সহায়ক হবে।

০৯.৪. কার্যকর অধ্যয়নের জন্য Robinson এর Survey Q 3R কৌশল

Robinson কার্যকর অধ্যয়নের (Effetive study) জন্য একটি কৌশলের কথা বলেছেন। সেটি হলো :

Survey Q 3R কৌশল অর্থাৎ

Survey = সার্ভে করা বা জরিপ করা।

Q = Questions = প্রশ্ন তৈরি করা।

R = Read = পড়া

www.pathagar.com

R = Recite/Recall = স্মরণ করার চেষ্টা।

R = Review = পুনরায় পড়া।

উল্লিখিত ধাপগুলোর ব্যাখ্যা এখানে উপস্থাপন করা হলো :

সার্ভে (Survey) : কোনো বই পড়তে হলে সর্ব প্রথম সে বইটি সম্পর্কে জরিপ করতে হবে। অর্থাৎ বইটি কী সম্পর্কে; এ বিষয়ে কী কী বই বাজারে আছে। কী কী বই লাইব্রেরিতে আছে, সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এ বিষয় সম্পর্কে কোনো নোট আছে কিনা, উক্ত বিষয়ে কারোর কাছ থেকে কোন সহযোগিতা পাওয়া যাবে কিনা এবং গেলে সেটি কিভাবে? এ বিষয়ে অতীতে এ প্রতিষ্ঠান থেকে এস. এস.সি/দাখিল বা এইচ.এস.সি-তে অন্য ছাত্র-ছাত্রীরা কেমন ফলাফল অর্জন করেছে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে একটি কার্যকর জরিপ করতে হবে। তারপর গোটা বইটি অধ্যয়ন করে এর সারসংক্ষেপ তৈরি করলে ভাল ফল লাভ করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন (Questions) : পাঠ্য বইতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন বা পাঠ্য বইতে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর তৈরির জন্য গভীর মনোযোগসহকারে বিষয়বস্তু পুনরায় পড়তে হবে। তারপর সে সকল প্রশ্নের উত্তর নিজে নিজেই তৈরি করতে হবে।

পড়া (Read) : নিজে নিজে তৈরি করা প্রশ্ন বা পাঠ্য বইতে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর তৈরির জন্য গভীর মনোযোগসহকারে বিষয়বস্তু পুনরায় পড়তে হবে। অতপর উত্তর তৈরি করে স্মরণ রাখার ইচ্ছা নিয়ে বারবার পড়তে হবে।

স্মরণ করার চেষ্টা (Recite/Recall) : পড়ার মাঝে বিরতি দিয়ে পঠিত বিষয় মনে আছে কিনা তা দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

পুনরায় পড়া (Review) : বিষয়বস্তু মুখস্থ করার পর পুনরায় বিষয়গুলোকে স্মরণ করতে হবে। মাঝে মাঝে মুখস্থ বিষয় পুনরায় না পড়লে ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সপ্তাহে অন্তত একবার পড়া বিষয় পুনরায় রিভিশন করা উত্তম।

০৯.৫. একাডেমিক বা পাঠ্য বইয়ের সহায়ক বই পড়ার কৌশল

❐ ডিকশনারী বা অভিধান

ডিকশনারী মানে শব্দ ভাণ্ডার। জটিল ও নতুন বা অপরিচিত ও অজানা শব্দের অর্থ জানতে সহায়ক বন্ধুর ন্যায় নিজেকে অবাধে বিলিয়ে দেয় যে বইটি তা হলো ডিকশনারী। বাংলা, ইংরেজি ও আরবি বিষয় পাঠ সহজসাধ্য করে তুলতে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হলো :

০১. বাংলা টু বাংলা,

০২. বাংলা টু ইংরেজি,

www.pathagar.com

০৩. ইংরেজি টু বাংলা,
০৪. আরবি টু বাংলা,
০৫. ইংরেজি টু ইংরেজি।

উপরের প্রথম চারটি ডিকশনারী বাংলা একাডেমি আর ইংরেজি ডিকশনারী অক্সফোর্ড পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত। এখানে মোট পাঁচটি ডিকশনারীই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তবে স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতের কাছে আরবি টু বাংলা ডিকশনারী ছাড়া বাকি চারটি ডিকশনারী অবশ্যই রাখা আবশ্যক।

ডিকশনারী ব্যবহারের কৌশল

ডিকশনারীর শুরুতেই বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠায় ডিকশনারীতে ব্যবহৃত নানা সংকেত ও শব্দ সংক্ষেপ হিসেবে যে ইঙ্গিত ব্যবহার করা হয়েছে তার পূর্ণরূপ দেয়া আছে। তাই ডিকশনারী ব্যবহারের শুরুতে এটি পড়ে নিলে ভিতরে ব্যবহৃত নানা ইঙ্গিত সহজে বোধগম্য হবে।

এবার যে শব্দের অর্থ জানার জন্য ভিতরে প্রবেশ করা হলো তা পাওয়ার পর ডিকশনারীতে ঐ শব্দের পাশে লাল কালির কলম দিয়ে সুন্দর করে একটি টিক চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে। এভাবে যত শব্দ বের করবে সব সময় লাল কালির কলম দিয়ে একটি করে টিক চিহ্ন দিবে। শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন স্তরে আবারও কখনো এ অর্থ ভুলে গেলে যদি এ শব্দটি পড়তে হয় তাহলে আবার বের করে পূর্বের দেয়া লাল কালির টিক চিহ্নের পাশাপাশি অন্য কালির কলম যেমন সবুজ বা নীল কালির কলম দিয়ে আরেকটি টিক চিহ্ন দিবে। এভাবে আবারও তৃতীয় বার যদি কখনও এ শব্দটি বের করতে হয় তাহলে সে দিনও এর পাশে আরেকটি ব্যতিক্রম কালির কলম দিয়ে টিক চিহ্ন দিবে। কোন শব্দের উপর তিন-তিনবার টিক চিহ্ন পড়ে গেলে মনে করতে হবে এ শব্দটি জীবনে আরো প্রয়োজন হবে। এবার খুব ভালভাবে এ শব্দটি মুখস্থ করে নিতে হবে। কেননা একটি ডিকশনারীতে যত শব্দ আছে সব তো আর মুখস্থ করা বা রাখা সম্ভব নয় তাই তিনবার টিক চিহ্ন যে শব্দের পাশে দেয়া হয়েছে সে শব্দগুলো ভালভাবে মুখস্থ করে নেয়া উত্তম।

এতে অনুজ শিক্ষার্থীরাও ভবিষ্যতে এ শব্দটির অর্থ জানতে চাইলে খুব সহজেই ডিকশনারী হাতে নিয়ে বের করতে সহায়ক হবে। তাই ছাত্র-ছাত্রী সকলের জন্য এভাবে ডিকশনারী ব্যবহার করা উত্তম।

□ শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি উচ্চতর শ্রেণীর বই পড়া

ছাত্র-ছাত্রীরা যে শ্রেণীতে পড়ে সে শ্রেণীর বই তো পড়বেই পাশাপাশি ঐ বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল উচ্চতর শ্রেণীর বইও পড়বে। এতে উক্ত বিষয় সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার সুযোগ হবে। বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পঞ্চম শ্রেণীর

www.pathagar.com

বই থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণীর বই থেকে এভাবে সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে বাংলা ২য় পত্র, বিজ্ঞান গ্রুপের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের বিষয়গুলো, ব্যবসায় ও মানবিক গ্রুপের শিক্ষার্থীরা তাদের পঠিত বিষয়গুলো যদি এইচ.এস.সি স্তরের বই থেকে একটু বিস্তারিত সুন্দর করে পড়ে তাহলে যেমনি করে জ্ঞানের পরিধি বাড়বে তেমনি অজানার অন্ধকার হবে বিদূরিত। এভাবে উচ্চতর শ্রেণীর বই পড়ার কারণে এইচ.এস.সি ও আলিম স্তরে তাদের অনেক এগিয়ে থাকার সুযোগ থাকবে এবং এ স্তরেও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সহজ হবে। সুতরাং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার এটি একটি চমৎকার পলিসিও বটে।

নোট করে পড়া, নোট সংরক্ষণ করা

প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীরা সব সময়ই হ্যান্ডনোট করে প্রশ্নোত্তর পড়তে চায়। তারা কখনো মূল বই বা সহায়ক বইকে হুবহু অনুসরণ-অনুকরণ করতে চায় না। অন্যদিকে হুবহু লেখাও যে কঠিন। তাছাড়া যারা হুবহু এ সমস্ত বই থেকে প্রশ্নোত্তর না লিখে নিজে থেকে চমৎকারভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে আরো তথ্য ও তত্ত্ব বহুল করে লিখবে তারা তো অধিক নম্বর পাওয়াই স্বাভাবিক।

আর এজন্যই যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল ফলাফল অর্জনের আশা করে বা যাদের টার্গেট ভাল ফলাফল অর্জন তাদের প্রতি আমার পরামর্শ হলো, অবশ্যই কয়েকটি বই হাতে নিয়ে বারবার পড়ে উত্তমভাবে উত্তর প্রদান করার লক্ষ্যে আগে থেকে প্রশ্নোত্তর সাজিয়ে-গুছিয়ে সুন্দর করে খাতায় লিখে রীতিমত চর্চা করবে। আর এ লেখাই হলো নোট। নোট সাধারণত অনেক পয়েন্টের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সমন্বয়ে প্যারা-প্যারা হলে ভাল হবে।

এবার নোট সংরক্ষণ করা বিষয়ে কথা। নোট সংরক্ষণ করা মানে একদিকে নিজের শ্রম ও মেধালব্ধ আউটপুট সংরক্ষণ করে শান্তি পাওয়া আরেকদিকে অনুজ হিসেবে পরিবার, প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা ঐ লেভেলে পড়ালেখা করছে তাদেরকে নোটগুলোর ফটোকপি দিলে তারা অনেক উপকৃত হবে। তারাও এই নোটগুলোর অনুকরণ-অনুসরণে আরো ভাল-ভাল নোট প্রস্তুত করে তাদের অনুজদেরকে সাহায্য করবে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে একে অপরের কল্যাণে নিয়োজিত করার মধ্য দিয়ে যেমনি পালন করা হবে তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য তেমনি আদায় হবে তাদের হক বা অধিকার। কেননা পরিবার ও সমাজ অঙ্গনে কোন একজন ভাল ফলাফল অর্জন করলে সমাজের প্রতি তাঁর অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা চেপে বসে। কেউ কেউ অবশ্য আমার এ লেখার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে চাইবে এ কারণে যে, এত কষ্ট করে আমি বা আমরা নোট করব আর তা

www.pathagar.com

দিয়ে দিব তাদেরকে এটা কিভাবে হয়! এমন যারা মনে করে তাদের লক্ষ্য করে বলব, নোট দেয়া মানে কিন্তু মেধা বা প্রতিভা দিয়ে দেয়া নয়, বরং এটি দেয়া মানে ওদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বিনয় ও নম্র আচরণ কেড়ে নেয়া, ওদেরকেও আগামী দিনে সমাজের কর্ণধার হিসাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে প্রস্তুত করে নেয়া। আর এভাবেই সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে আদর্শের রেশ; একদিন উড়বে আদর্শের পতাকা; বিশ্বে সমুজ্জ্বল হবে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ।

০৯.৬. রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত পড়ালেখা করা

ছাত্র জীবনে রুটিন শব্দটির সাথে সবাই পরিচিত। কিন্তু এ রুটিন কী বা কেমন হবে এ বিষয়ে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই অনভিজ্ঞ। প্রকৃতপক্ষে রুটিন মানে কাগজে কলমে সব লেখা আছে কিন্তু সে অনুযায়ী পড়ালেখা করলাম না বা করলাম বিষয়টি ঠিক এমন নয়। রুটিন বলতে ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবনের পুরো সময়কালকে একটা নিয়মের অধীন করে নেয়াকে বুঝায়। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীর প্রধান কাজ হলো পড়ালেখা। আর পড়ালেখাকে কেন্দ্র করে পড়ালেখার প্রয়োজনে ভাল ফলাফল অর্জনের টার্গেটকে বাস্তবে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে যা-যা করণীয় তা করাই রুটিন।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীরা নিশ্চয়ই রুটিন কেমন হবে তা বুঝে নিতে পারবে। কিন্তু এ দেশের আনাচে-কানাচে, গ্রাম-গঞ্জ থেকে শহরে সর্বত্র আজ যারা ছাত্র-ছাত্রী এবং আগামীতে যারা ছাত্র-ছাত্রী হবে তাদের সকলের প্রতি সুবিচার করার লক্ষ্যে পড়ালেখার রুটিন কেমন হবে তা এখানে আলোকপাত করছি। তবে বলে রাখা ভাল আমি রুটিন করার ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়ের বিষয়কেই বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকি। আমার দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ :

৫ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পড়ার রুটিন

ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখায় মনোযোগী, আত্মপ্রত্যয়শীল, মেধাবী হিসেবে গড়ে উঠার বীজ বপন করার উত্তম সময় হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পঞ্চম শ্রেণীর এ সময়টুকু। এ সময়ের পড়ালেখার উপরই পরবর্তী শিক্ষা জীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতা-বিফলতা নির্ভর করে। তাই পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় আমাদের ফিরিশতাতুল্য নিষ্পাপ এ ছাত্র-ছাত্রীরা যেন ভাল ফলাফল অর্জন করে আদর্শ জীবন গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য একটি চমৎকার পড়ালেখার রুটিন তাদের হাতের কাছে থাকা চাই। কেননা আমরা জানি শিক্ষা জীবনের শুরুতেই আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যখন একটি রুটিন মেনে পড়ালেখা করবে তখন তাদের পরবর্তী শিক্ষা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তার একটি আদর্শিক ছাপ থাকবে। ফলে পরবর্তী শিক্ষা জীবনেও তারা ভাল ফলাফল অর্জন

www.pathagar.com

করতে সক্ষম হবে। তাই এখানে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে একটি চমৎকার রুটিন উপস্থাপন করা হলো :

❐ স্কুল চলাকালীন (মর্নিং শিফট) সময়ে পড়ার রুটিন

স্কুলে ক্লাস যদি সকালের শিফটে হয় তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা সকাল ০৬ টা থেকে স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে স্কুলে যেতে প্রায় ০১ ঘণ্টা সময় ব্যয় করবে। সকাল ০৭ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত স্কুলে ক্লাস করবে। ১১ টায় স্কুল ছুটি হলে বাসায় ফিরে হাত-মুখ ধৌত বা গোসল করাসহ প্রায় ১ ঘণ্টা সময় ব্যয় করবে। তারপর হালকা নাস্তা খেয়ে স্কুলের ক্লাসে যে সকল পড়া ও হাতের লেখা দিয়েছে তা দেখবে দুপুর ১২.০০ টা থেকে ১.০০ টা পর্যন্ত। এবার মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ১.০০ টার সময় যোহর সালাতের আযান শুনে মসজিদ বাসা বা বাড়ির নিকটে হলে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় শেষে বাসায় ফিরে দুপুরের খাবার খাওয়া এবং প্রায় ৩.০০ টা পর্যন্ত বিশ্রাম নেয়া যেতে পারে। তারপর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৪.৪৫ পর্যন্ত গণিত চর্চা। ৪.৪৫ থেকে আসর সালাতের প্রস্তুতি ও সালাত আদায়ে ১৫ মিনিট সময় ব্যয় করবে। এরপর থেকে মাগরিব আযান দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত খেলাধুলা করা যেতে পারে। আবার যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা গণিত বা ইংরেজি বিষয়ে প্রাইভেট পড়ে তারা এ সময়ে প্রাইভেট পড়বে। সপ্তাহে যে দিন প্রাইভেট পড়া থাকবে না শুধু সে দিন বিকেলে খেলাধুলা করবে। এরপর মাগরিবের আযান হওয়ার পূর্বেই হয় বাসায় বা মসজিদে অযু করে প্রবেশ করবে। তারপর মাগরিবের সালাত আদায় শেষে বাসায় এসে টেবিলে বসে হালকা নাস্তা খেয়ে পানি পান করে পড়তে শুরু করবে। এবার ইংরেজি, বাংলা, বিজ্ঞান, সমাজ ও ধর্ম এই পাঁচটি বিষয়ে ৪৫ মিনিট করে মোট (৪৫*৫)= ২২৫ মিনিট বা ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট পড়ালেখা করবে। তারপর রাতে খাবার ও এশার সালাত আদায় ৩০ মিনিট সময় ব্যয় করবে। এভাবে প্রায় ৪ ঘণ্টা ১৫ মিনিট সময় রাতে ব্যয় করে সোজা বিছানায় ঘুমাতে চলে যাবে। এবার ভোর পাঁচটায় অর্থাৎ আকাশে সূর্য উদয় হওয়ার ৩০ মিনিট পূর্বে ঘুম থেকে জেগে উঠে দাঁত ব্রাশ ও অযু শেষ করে ফজর সালাত আদায় করবে। তারপর আধা ঘণ্টা আল কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করবে। নাস্তা শেষ করে প্রতিদিন স্কুলের ক্লাসের পড়াগুলো দ্রুত একবার দেখে নিবে। এভাবে দূরত্ব অনুসারে সবকিছু গুছিয়ে পৌনে সাতটায় স্কুলে পৌছার চেষ্টা করবে। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন তথা সপ্তাহে ছয়দিন এই রুটিন অনুসরণ করবে। শুক্রবার সকালের নাস্তা শেষে ৬.০০ টা থেকে ইংরেজি পড়বে প্রায় ৮.০০ টা পর্যন্ত। তারপর ৮.০০ টা থেকে প্রায় ১১.০০ টা পর্যন্ত গণিত চর্চা করবে। তারপর একাডেমিক বই ছাড়া গঠনমূলক অন্যান্য বই পড়বে। গোসল করে জুমার

www.pathagar.com

সালাত আদায়ে মসজিদে যাবে। বাসায় এসে পিতা-মাতার সাথে বসে খাবার খেয়ে ঐ বইটি হাতে নিয়ে বিছানায় যাবে। বইটি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যাবে। এইদিন পিতা-মাতার সাথে একটু বেশি সময় ঘুমাতে চেষ্টা করবে। আর ঘুম ভেঙে গেলে উঠে হাত-মুখ ধৌত করে বইটি পড়তে শুরু করবে। মসজিদে আসরের আযান হলে বাবার সাথে আসরের সালাত আদায় করবে।

শুক্রবার দিন বিকেলে বাসায় থেকে আব্বু-আম্মুর সাথে সময় দিবে। তাদের সাথে কথা বলবে। এক সাথে বিকেলে বসে নাস্তা খাবে। তারপর বাবার সাথে মাগরিবের সালাত আদায়ে মসজিদে যাবে। এভাবে সপ্তাহে শুক্রবার পিতা-মাতার কাছাকাছি থেকে পিতা-মাতার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার চেষ্টা করবে। রাতে রুটিন মাফিক পড়বে। এভাবে পড়ালেখা করলে আশা করা যায়, তোমাদের পড়ালেখা জীবনে সফলতা নিশ্চিত হবে।

❐ স্কুল চলাকালীন (ডে শিফট) সময়ে পড়ার রুটিন

যে সকল স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস সকাল ১০.০০ টায় শুরু হয়ে দুপুর ২.০০ টায় ছুটি হয় তাদের পড়ালেখার রুটিনে কিছুটা পরিবর্তন আনতে হবে। এ সকল ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার রুটিন হবে মর্নিং শিফটের ছাত্র-ছাত্রীদের রুটিনের চেয়ে একটু ব্যতিক্রম। যেমন ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে ফজর সালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত শেষে ৬.০০ টা থেকে ৭.০০ টা পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজি পড়বে। তারপর নাস্তা প্রস্তুত হলে টেবিলে বসে নাস্তা খেয়ে ৭.১৫ টা থেকে প্রায় ৯.০০ টা পর্যন্ত স্কুলের ক্লাসের প্রস্তুতি বিষয়ক পড়ালেখা করবে। তারপর গোসল ও খাওয়া খেয়ে স্কুলে যাবে। স্কুল ২.০০ টায় ছুটি হবে। বাসায় এসে হাত-মুখ ধৌত করে কিছু খাবার শেষে বিশ্রাম নিবে প্রায় ৪.০০ টা পর্যন্ত। ৪.০০ টা থেকে প্রায় ৫.০০ টা অর্থাৎ আসরের সালাতের আযান দেয়া পর্যন্ত স্কুলের পড়া ও লেখা শেষ করবে। এরপর বাকী সময়টুকু পূর্বের রুটিন অনুযায়ী পড়ালেখা করবে।

এখানে দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে সালাতের সময়টুকুতে কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। সেই সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের বেড়াতে যাওয়ার বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। মূলত ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রীষ্মকালীন ছুটি, দুই ঈদের ছুটি, পূজার ছুটি ও বছর শেষে বার্ষিক পরীক্ষা শেষের সময়টুকুতে বেড়াবে। কোনভাবেই স্কুল চলাকালীন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়া উচিত নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার স্বার্থে এ সময়ে পিতা-মাতাসহ কেউ না বেড়ানো উত্তম।

৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পড়ার রুটিন

অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মোট ০৯টি বিষয় পড়ে বছরের শেষ দিকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। কথায় আছে, ষষ্ঠ শ্রেণী

www.pathagar.com

থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অষ্টম শ্রেণীর পড়ালেখা জটিল। অষ্টম শ্রেণীতে ভালভাবে পড়ালেখা করে পরীক্ষায় পাশ করে গেলে নবম দশম শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশ করা সহজ। আসলে প্রচলিত এ কথার যে বাস্তব ভিত্তি একদম নেই তা কিন্তু নয়। আর তাই অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখায় ভাল করার স্বার্থে একটি চমৎকার রুটিন এ বইতে উপস্থাপন করা হলো। আশা ও বিশ্বাস আমাদের প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা এ রুটিন অনুসরণ করে পড়ালেখা করলে ইনশাআল্লাহ পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারবে। সেই সাথে তাদের জানার পরিধি বৃদ্ধি পাবে, অজানা বা অজ্ঞতার সংকীর্ণতাও দূর হবে। আর সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এ স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের দু'টো ক্যাটাগরিতে ভাগ করে এখানে দু'ধরনের রুটিন উপস্থাপন করা হলো :

❐ প্রথম ক্যাটাগরি : চৌকস ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পড়ার রুটিন

ফলাফলের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান গ্রহণ যাদের মূল লক্ষ্য তারা প্রতি ২৪ ঘণ্টা সময়ের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। এ স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখা, একমাত্র পড়ালেখা ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে সময় ব্যয় করবে না। অর্থাৎ স্কুল চলাকালীন সময়ে ০৫ ঘণ্টা সময় স্কুলে ক্লাস, তারপর গণিত ও ইংরেজি প্রাইভেট পড়লে প্রতিদিন ০১ ঘণ্টা (আমাদের দেশে প্রাইভেট সাধারণত শিক্ষকগণ সপ্তাহে ০৩ দিন পড়িয়ে থাকেন, এতে দু' বিষয়ে প্রতিদিন ০১ ঘণ্টা করে ধরে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সপ্তাহে ০৩ দিন এক বিষয় যেমন গণিত, বাকী ০৩ দিন ইংরেজি এভাবে প্রতিদিন ১ বিষয়ে ০১ ঘণ্টা সময় প্রাইভেট পড়ার জন্য ধরা হয়েছে) সহ মোট ০৬ ঘণ্টা সময় বাকী থাকে (২৪–০৬) = ১৮ ঘণ্টা সময়। এর মধ্যে দিন-রাত মিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ০৬ ঘণ্টা ঘুম বাকী থাকে (১৮–০৬) = ১২ ঘণ্টা সময়। এর মধ্যে দৈনিক সন্ধ্যা ০৬ টা থেকে ০৭ টা কোনো এক বিষয়, ০৭ টা থেকে ০৮ টা কোনো এক বিষয়, ০৮ - ৮.৩০ পর্যন্ত এশার সালাত আদায় ও রাতের খাবার খাওয়া (মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। তারপর ৮.৩০ থেকে ৯.৩০ পর্যন্ত কোনো এক বিষয়, ৯.৩০ থেকে ১০.৩০ পর্যন্ত কোনো এক বিষয় এবং সবশেষে ১০.৩০ থেকে ১১.০০ টা পর্যন্ত ৩০ মিনিট ধর্ম শিক্ষা (স্ব-স্ব ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ধর্মীয় বিষয় এ সময় পড়বে) বইটি পড়ে বিছানায় ঘুমাতে যাবে। এখানে সন্ধ্যা ও রাতে ছাত্র-ছাত্রীরা মোট পাঁচ বিষয়ে ৪.৩০ (সাড়ে চার) ঘণ্টা পড়ালেখা করলো। আর সালাত ও খাওয়াসহ রাতে মোট ০৫ ঘণ্টা সময় ব্যয় করলো। বাকী থাকে (১২–০৫) = ০৭ ঘণ্টা সময়। এবার ছাত্র-ছাত্রীরা রাত ১১.০০ থেকে ০৬ ঘণ্টা অর্থাৎ ঠিক ৫ টা পর্যন্ত ঘুমাবে। তারপর ঘুম থেকে জেগে উঠে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা ফজর সালাত আদায় করবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ধর্মানুযায়ী মহান স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করবে। মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ফজর সালাত আদায়, আল কুরআনুল কারীম পাঠ করে মহান

www.pathagar.com

স্রষ্টার দরবারে দু' হাত তোলে প্রার্থনা শেষে ০৬–০৭ টা পর্যন্ত কোনো এক বিষয় (তবে এ সময়ে গণিত চর্চা করা উত্তম) ০৭–৭.১৫ পর্যন্ত পনের মিনিট সময় সকালের নাস্তা ও চা পান করে ৭.১৫ থেকে ০৮ টা পর্যন্ত কোনো এক বিষয় পড়া, ০৮–০৯ টা পর্যন্ত কোনো এক বিষয় পড়া। এভাবে ০৯–৯.৩০ পর্যন্ত স্কুলে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ, অর্থাৎ মোট ৩.৫০ ঘণ্টা। বাকী থাকে (৭–৩.৫০) = ৩.০০ ঘণ্টা। এবার ব্যাগে খাতা বই গুছিয়ে রেখে গোসল ও স্কুলের ক্লাসে যাওয়া।

এক্ষেত্রে স্কুলে ১১.০০ টায় ক্লাস শুরু হলে স্কুলে যাওয়ার জন্যে ৯.৩০–১১.০০ টা পর্যন্ত ১.৩০. ঘণ্টা এবং ক্লাস শেষে স্কুল থেকে আসা, হাত-মুখ ধৌত করে খাওয়া, বিশ্রাম ও আসর সালাত আদায়সহ ১.৩০ ঘণ্টা সময় ব্যবহার করা। অর্থাৎ দিন ও রাতে ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে স্কুলে ক্লাসের সময় ও প্রাইভেট পড়া ছাড়া মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন ০৮ ঘণ্টা পড়ালেখা করবে। এতে প্রতিদিন ৭ বিষয় এক ঘণ্টা করে এবং ধর্ম বিষয় ত্রিশ মিনিট পড়া হবে। বাকী কৃষি শিক্ষা বা ছাত্রীদের ক্ষেত্রে গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়টি স্কুলে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে অথবা ধর্ম বিষয়ের সাথে অলটারনেটিভ করে পড়বে। এভাবে পড়ালেখা করলে আশা করা যায়, যে কোনো মানের ছাত্র-ছাত্রীরাই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সমর্থ হবে।

❐ দ্বিতীয় ক্যাটাগরি : মিডিয়াম ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পড়ার রুটিন

প্রথম ক্যাটাগরির রুটিনটি যারা অনুসরণ করতে পারবে না তারাই মূলত মিডিয়াম লেভেলের ছাত্র-ছাত্রী। এবার তাদের প্রতিও পরামর্শ হলো ২৪ ঘণ্টায় ন্যূনতম ০৬ ঘণ্টা পড়ালেখা করার চেষ্টা করবে। তা না হলে তোমাদের ফলাফল খারাপ হবে। পরিণামে ভবিষ্যতে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বাস্তবতাকে তোমাদের বরণ করে নিতে হবে। যা হবে দুঃখজনক।

এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার রুটিন

০১. ইংরেজি প্রথম পত্র, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র, সাধারণ গণিত, বিজ্ঞান গ্রুপের শিক্ষার্থী হলে পদার্থ, রসায়ন ও জীব বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের শিক্ষার্থী হলে ব্যবসায় পরিচিতি, ব্যবসায় উদ্যোগ বা বাণিজ্যিক ভূগোল ও হিসাব বিজ্ঞান এবং মানবিক গ্রুপের শিক্ষার্থী হলে এ গ্রুপের তিনটি মূল বিষয়সহ ছয়টি বিষয়ে মোট ছয় ঘণ্টা সময় ন্যূনতম প্রতিদিন বরাদ্দ দেয়া আবশ্যক। এবার বাকী পাঁচ বিষয় তাতে প্রতিদিন আধা ঘণ্টা করে মোট দুই ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট। আর অবজেকটিভ ত্রিশ মিনিট। এতে এ স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার সময়কাল হলো মোট নয় ঘণ্টা। তারপর স্কুল সময় হলো পাঁচ ঘণ্টা বা ছয় ঘণ্টা। আর বাকী নয় ঘণ্টা ঘুমসহ অন্যান্য সকল কাজ করবে। এভাবে চব্বিশ ঘণ্টা সময় অতিক্রম করবে।

www.pathagar.com

০২. রুটিন করার আরেকটি ধরন হচ্ছে প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরু হলে প্রতিদিন যে-যে বিষয়ের ক্লাস হবে এবং ক্লাসে যা-যা পাঠদান করা হবে তা বাসায় এসে যথাযথ নিয়মে শেষ করা। সেই সাথে তুলনামূলক জটিল বিষয়গুলো মাথায় রেখে প্রতি বিষয় অনুযায়ী অন্তত এক ঘন্টা করে পড়ালেখা করা। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস বন্ধ থাকা অবস্থায় প্রথম সাময়িক, দ্বিতীয় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী পড়া ও লেখার মাধ্যমে পরীক্ষার প্রস্তুতি ও বাসায় বার-বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে প্রস্তুতি যাচাই করা।

০৩. রুটিনের তৃতীয় ধরন হচ্ছে ইংরেজি ১ম, ২য়, সাধারণ গণিত ও গ্রুপের বিষয় তিনটি সহ মোট ছয়টি বিষয় প্রতিদিন নিয়মিত ছয় ঘণ্টা পড়ালেখা করার পর বাকী বিষয়গুলোকে সপ্তাহে সাত দিনের ভিত্তিতে ভাগ করে নেয়া। অর্থাৎ প্রতিদিন মাত্র যে কোন দু'টি বিষয়কে অধ্যয়ন করা। যেমন শনি, রবি ও সোমবার বাংলা প্রথম ও ইসলাম শিক্ষা এ দু'টি বিষয় দু'ঘণ্টা পড়ালেখা করা, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার বাংলা দ্বিতীয় পত্র ও সামাজিক বিজ্ঞান বা সাধারণ বিজ্ঞান দু'ঘণ্টা পড়ালেখা করা আর অতিরিক্ত যে বিষয় আছে তা সপ্তাহে একদিন পুরো দু'ঘণ্টা করে অধ্যয়ন করা।

সবশেষে বলব, উল্লিখিত তিনটি ধরনের মধ্যে প্রথম রুটিনের নমুনা হচ্ছে যারা খুব ভাল ফলাফল অর্জন করে তাদের প্রধান টার্গেটকে পরিপূর্ণ করতে চায় তাদের জন্য। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাঝারি প্রকৃতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তবে তারাও যদি এ রুটিনটি অনুসরণ করতে পারে তাহলে ভাল ফলাফলের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। আর তৃতীয় ধরনটি হচ্ছে তাদের জন্য যারা পূর্বের প্রথম ও দ্বিতীয় কোনটিকে অনুসরণ করতে পারবে না। কিন্তু তারা রুটিন অনুযায়ী পড়ালেখা করতে চায়, তাদের জন্য। তবে আশা করছি, ছাত্র-ছাত্রীরা যে রুটিনটিই অনুসরণ করার চেষ্টা করুক না কেন যদি তাও যথানিয়মে মেনে চলতে পারে তবু একটি রুটিন মেনে চলায় তাদের ফলাফল ভাল হতে বাধ্য। অন্যকথায়, যারা কোনো রুটিন অনুযায়ী পড়ালেখা করে না তাদের তুলনায় তো অবশ্যই ভাল ফলাফল অর্জন সম্ভব হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

০৯.৭. বাসায় বার-বার পরীক্ষা দেয়া

চূড়ান্ত পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত বাসায় পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া। এটা হতে পারে যে কোনো বিষয় পড়া শেষে পরীক্ষার কথা মাথায় নিয়ে সামনে টেবিল ঘড়ি রেখে সময় ব্যবস্থাপনার প্রতি খেয়াল রেখে

www.pathagar.com

স্ব-তাড়িত হয়ে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া। আবার পরিবারের বড় ভাই-বোন, পিতা-মাতা অথবা বাসায় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

এবার এ পরীক্ষা যদি কোনো ছাত্র-ছাত্রী নিজে নিজেই দেয় তাহলে তাদের প্রতি পরামর্শ হলো সে যেন সময় শেষে নিজেই কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে কল্পনায় শিক্ষক বা পরীক্ষক মনে করে লাল কালির কলম দিয়ে বানান ভুলগুলোকে বড় করে বৃত্ত দিয়ে পাশে সংশোধন করে নেয়। আর বাক্য ভুল হলে ঐ ভুল বাক্যের নিচে আন্ডার লাইন দিয়ে দাগাঙ্কিত করে পরে তা সংশোধন করে নেয়। এতে চূড়ান্ত পরীক্ষায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা দূর হওয়ার সুযোগ থাকে। আর যদি পরিবারের কেউ খাতা দেখে বা শিক্ষক খাতা মূল্যায়ন করে তাহলেও ঠিক একই নিয়মে মূল্যায়ন করলে চূড়ান্ত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর ভাল ফলাফল অর্জন করার পথ সুপ্রশস্ত হবে।

০৯.৮. প্রত্যেক বিষয়ে সমগুরুত্ব দেয়া

পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে সকল বিষয়ে সমগুরুত্ব প্রদান করা অবশ্যক। কেননা কোনো ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে শুধু ইংরেজিতে পেল দশ আর গণিতে পেল দশ দশে একশ; তাতে শুধু ইংরেজির কারণে সামগ্রিক ফলাফল ফেল হতে বাধ্য। আর তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হলো অতিরিক্ত বিষয়সহ সকল বিষয়ে সমগুরুত্ব প্রদান করবে। এখানে সমগুরুত্ব বলতে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে সকল বিষয়কে রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করে সময় বণ্টন করে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করা উত্তম। বিশেষ করে বিজ্ঞান গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান ও সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিত করতে যেয়ে হাপিয়ে উঠে। বাংলা ও ইংরেজি পড়ার জন্যে তেমন সময়ই দিতে চায় না। আর ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিকের ছাত্র-ছাত্রীরা তুলনামূলক সাধারণ গণিতসহ গ্রুপের বিষয়গুলোতে বেশি জোর প্রয়োগ করে; তাদের কাছেও বাংলা ও ইংরেজি অনেকটা কম গুরুত্ব পেয়ে থাকে। আর অতিরিক্ত বিষয়ের কথা কী বলব! সে বিষয় তো অনেকে নেয়ই না। নিলেও পরীক্ষা দেয় না, পরীক্ষা দিলেও কোন রকমে দেয় বা আরও কত কী! ধরে নিলাম, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য ঐ বিষয়টি এতটা দরকার নেই। কিন্তু ব্যাপারটি যদি এমন হয় এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি ফাইনাল পরীক্ষায় অতিরিক্ত বিষয়ের নম্বর যোগ হয়ে এ প্লাস এসেছে তাহলে এ ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে অতিরিক্ত বিষয় কতটুকু ভূমিকা রেখেছে? এ ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীরা কোনোদিন ঐ অতিরিক্ত বিষয়ের উপকারিতা তথা নম্বর যোগ করিয়ে এ প্লাস পাওয়ানোর কথা ভুলতে পারবে? নিশ্চয়ই নয়। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হলো কোন বিষয়ের প্রতি অবহেলা বা কম গুরুত্ব প্রদান

www.pathagar.com

করা উচিত নয়। তাছাড়া সর্বশেষ মুহূর্তে একটি পয়েন্ট ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে অনেক অনেক বেশি মূল্যবান হয়ে ধরা দিতে পারে।

অন্যকথায়, একটি বিষয়ে নিজেকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত রেখে আলোতে উত্তরণ ঘটানোর চেষ্টা তো অবশ্যই বুদ্ধিমানের কাজ। আর এ থেকে আর যাই হোক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা কোনভাবেই নিজেদেরকে অজানায় রাখবে তা তো মনেই হয় না।

০৯.৯. পড়া ও পড়ালেখার উপকরণকে ভালোবাসা

ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পড়া ও পড়ালেখার উপকরণ অধিক ভালোবাসা পূর্ণ হওয়া উত্তম। আসলে সত্যি কথা বলতে কি ভালোবাসা এমন এক অদম্য ও অজেয়-শক্তির নাম যাকে কোথাও থামিয়ে রাখা যায় না। বরং ভালোবাসা দ্বারা যে কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়, যে কোনো পরাজয়কে জয়ের মোহনায় নিয়ে যাওয়া যায়। ভালোবাসাই মানুষকে বদলে দেয়, তাই ছাত্র-ছাত্রীরা যদি পড়ালেখা এবং পড়ালেখার সকল উপকরণ তথা বই, খাতা, কলম, কাঠপেন্সিলসহ অন্যান্য বইয়ের ব্যাগ ও জ্যামিতি বক্স ইত্যাদি উপকরণকে আন্তরিকতার সাথে ভালোবাসে তাহলে তাদের পড়ালেখা ভালো হবে। তাদের পরীক্ষা নিয়ে কোনো টেনশন করতে হবে না। পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে ভাবতে হবে না। জীবনের গতি বা প্রতিষ্ঠা নিয়েও ভাবতে হবে না।

কাজেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলবো পড়ালেখাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবে, বিনিময়ে পড়ালেখাও তোমাদেরকে সুন্দর জীবন গঠনে সাহায্য করবে। তোমাদেরকে আপন করে নিবে। তোমাদের দুনিয়ার জীবন সুখময় ও আখিরাতের জীবনে পাবে মহান স্রষ্টা কর্তৃক ঘোষিত চির সুখের স্থান জান্নাত।

০৯.১০. পড়ালেখার সময় ঘুম আসলে দূর করার পদ্ধতি

পড়ালেখা করার সময় যদি ঘুম আসে বা তন্দ্রা আসে তাহলে পড়ালেখায় মনোযোগ দেয়া যায় না। একাগ্রতার সাথে পড়ালেখা করা যায় না। আর তাই এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার জন্যে যা করতে হবে তা হলো :

০১. পড়ালেখার মধ্যে অসময়ে ঘুম আসলে টেবিল চেয়ার থেকে উঠে পড়ার কক্ষের বাইরে বা ভিতরে প্রায় পাঁচ মিনিট হাঁটাহাঁটি করবে। মনে রাখবে হাঁটাহাঁটির নামে গল্পে মেতে উঠা, একটু খেলাধুলায় মিশে যাওয়া, আধা ঘণ্টা, এক ঘণ্টা হাঁটাহাঁটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ার কক্ষে প্রবেশ করলে লাভ হবে না। বরং হাঁটাহাঁটির ক্লান্তি দূর করার লক্ষ্যে আরো বেশি ঘুম আসবে। আবার গল্প গুজব

www.pathagar.com

করে আসলে তাই মাথায় ঘুরপাক খাবে। কী বললাম, কী শুনলাম, এটা কেন প্রতিউত্তরে বললাম না, সে আমাকে এ কথাটা শুনিয়েই দিলো ইত্যাদি বিষয় মাথায় ও মনে আঘাত করতে থাকবে। তাই পড়ার কক্ষের বাইরে গেলে গল্পে জড়াতে হবে মনে হলে কক্ষের ভিতর হাঁটাহাঁটি করবে।

০২. দু'চোখ খোলা রেখে পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিবে।

০৩. চা বা কফি পান করবে অথবা চুইং ঘাম চিবানো যেতে পারে।

০৪. গণিত বা রাফ লেখালেখি করবে।

০৫. উচ্চতর শ্রেণীর বই থেকে কোনো প্রশ্নোত্তর খুঁজে নোট করার চেষ্টা করবে।

০৬. বই খাতা কলমসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ এ সময়ে গুছিয়ে রাখতে শুরু করবে। বুক সেলফে বই খাতা মুছে ধুলো-বালি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে।

০৭. ভিটামিন জাতীয় খাবারের প্রতি খেয়াল রাখবে। সর্বোপরি শরীরের দুর্বলতা থেকে অসময়ে ঘুম ও ক্লান্তি আসে, তাই প্রতিদিন যথসম্ভব দুধ, কলা, ডিম, শাকসব্জি, ফল ও কিসমিস খেতে চেষ্টা করবে।

০৮. প্রতিদিন রাতে ঠিক ১১.৩০ মিনিটের সময় বিছানায় ঘুমাতে যাবে সকালে ঘুম থেকে উঠে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা ফজর সালাত আদায় ও অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী প্রার্থনা শেষে পড়ালেখা করতে বসবে। সকালের নাস্তার সময় চা পান করার চেষ্টা করবে।

০৯. রাতে তাড়াতাড়ি খাবার খেলে যদি ঘুম ধরে যায় তাহলে খাবার দু'পর্বে দু'বারে কম-কম করে খাবে। যেমন– একবারে কম কম এক প্লেট আরেকবারে প্রায় রাত পৌণে এগারটার দিকে কম-কম এক প্লেট খেয়ে নিবে।

১০. তারপরও ঘুম আসলে ডাক্তারের পরামর্শ নিবে অথবা প্রবল ঘুম আসলে একটু ঘুমিয়ে নিবে তারপর আব্বু-আম্মুকে এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা পর ডেকে দিতে বলবে। আব্বু-আম্মু ডাক দিলে জেগে উঠে হাত মুখ ধৌত করে পুনরায় পড়ালেখা শুরু করবে।

১০. পড়া মুখস্থ করার কৌশল

কোনো বিষয় যখন পড়তে বসবে তখন টেবিলের উপর ঐ বিষয় সংক্রান্ত মূল বই ও সহায়ক বই, নোট খাতা যদি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে, ক্লাসে স্যার ঐ অধ্যায়ের উপর যদি লেকচার দিয়ে থাকেন তাহলে স্যারের লেকচার শুনে যা নোট করা হয়েছে সেই খাতা, কালো, লাল ও সবুজ কালির তিনটি কলম, কাঠপেন্সিল, রাবার ও রাফ খাতা সাথে নিয়ে বসবে।

www.pathagar.com

এবার বই খুলে পড়া মুখস্থ করতে যাওয়ার পূর্বে মূল বই, নোট বই, নোট খাতা ও ক্লাস লেকচার খাতা নিয়ে দশ থেকে পনের মিনিট যে অধ্যায়টি পড়বে তা ভালভাবে দেখে কিভাবে পড়বে? কী কী প্রশ্নের উত্তর পড়বে? ভেবে-চিন্তে ঐ অধ্যায়ের নামে একটি প্রশ্নের তালিকা তৈরী করে নিবে। এবার প্রশ্নের পাশে উত্তর কি মূল বই, না নোট বই, আবার নোট বই কয়েক লেখকের বই হলে লেখকের নামের সংকেত নাকি নোট খাতা থেকে পড়া হয়েছে তা ছোট করে প্রশ্নের পাশে লিখে রাখবে। এতে পরবর্তীতে বা পরীক্ষার আগের রাত্রে রিভিশন করতে সহজ হবে। এবার উত্তর মুখস্থ করতে শুরু করবে। পড়া মুখস্থ করতে ছাত্র-ছাত্রীদের যা-যা করা উত্তম তা হলো :

০১. কোনো এক বিষয় পড়তে বসে অন্য বিষয় নিয়ে আর কোনো চিন্তা করা যাবে না। সকল চিন্তা-ভাবনা থেকে মনকে দূরে রাখতে হবে।

০২. একটু জোরে বা উচ্চ শব্দ করে পড়া উত্তম। উচ্চ শব্দ করে পড়া হলে পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের কোন কথা, ফোনের আলোচনা, কিচেনের বা রান্না ঘরের কোনো শব্দ, পানির টেপ ছাড়ার শব্দ, পাশের কক্ষের টেলিভিশনের শব্দ, বাসার বাইরের কোনো শব্দ কানের পর্দায় আঘাত করতে পারবে না। এতে পড়ায় মনোযোগ ভঙ্গ হওয়ার সুযোগ থাকে না। আবার পরিবারের কোনো সদস্য বা আত্মীয়-স্বজন বা মা তাদের কোনো কথা জিজ্ঞাসা বা বলতে আসলেও যখন পড়ার শব্দ শুনেন তখন চলে যান। ছেলে-মেয়ে পড়তে থাকায় সকালে নাস্তা, গণিত চর্চা করতে থাকায় চা, বিকেলের নাস্তা, সন্ধ্যার পর চা সব পড়ার টেবিলে এনে দিয়ে যান। আর দুধের পেয়ালা নিয়ে এসে তা মাথায় হাত বুলিয়ে একটু পান করে নাও বলে আদর করে মা খাইতে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন।

০৩. একই বাক্যের মধ্যখানে না থেমে দ্রুত একই নিঃশ্বাসে পুরো বাক্য কয়েকবার করে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে বারাবার, বহু বার করে পড়ার পর যখন মুখস্থের মতো মনে হবে তখন সামনের বাক্যের দিকে এগিয়ে একই নিয়মে পড়া উত্তম।

০৪. এভাবে পড়তে থাকার সময় দৃষ্টি অন্যদিকে না দেয়াই উত্তম। কারণ চোখ যা দেখে মন সেটিকে গ্রহণ করতে যেয়ে পড়ার মনোযোগ ভঙ্গ হয়ে থাকে।

০৫. উল্লিখিত নিয়মে পড়া শেষ হলে এবার এক সাথে পুরো অংশ কয়েকবার করে পড়ার পর সমগ্র প্রশ্নোত্তর আয়ত্তে এসেছে মনে হলে হাতে কলমে নিয়ে বইটিকে বা নোট খাতা হলে উল্টিয়ে রেখে এবার রাফ খাতায় লেখা শুরু করবে।

০৬. রাফ খাতায় প্রশ্নোত্তর লেখতে যেয়ে অতি দ্রুত এবং বোর্ড পরীক্ষার স্টাইলে এক পৃঠায় বাংলা বিষয়ক লেখার ক্ষেত্রে ১৫ লাইন আর ইংরেজি বিষয়ক হলে ১৭ লাইন করে লেখার চেষ্টা করবে।

www.pathagar.com

০৭. রাফ খাতায় প্রশ্নোত্তর লিখতে যেয়ে মনে কর দশ লাইন লেখার পর আর মনে আসছে না। একটু চেষ্টা করার পরও মনে আসছে না তখন লেখা বন্ধ করে আবার পড়তে শুরু করবে এবং লাল কালির কলম হাতে নিয়ে বইয়ে যে লাইন বা স্থানটিতে ভুলে গিয়েছ তার নিচে আণ্ডার লাইন দিয়ে চিহ্নিত করে নাও। এবার পুনরায় প্রথম থেকে আবারও কয়েক বার মুখস্থের ন্যায় পড়বে।

০৮. পড়া হয়ে গেলে বই উল্টিয়ে রেখে রাফ খাতায় পূর্বে যতটুকু লেখা হয়েছিল তা ঢেকে রেখে বা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে পরবর্তী পৃষ্ঠায় নতুন করে আবারও প্রথম থেকে উত্তর লিখতে শুরু করবে।

এবারও হয়তো আরেকটু দূর এগিয়ে পড়া ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদি তাই হয় এবারও ঠিক সাত নম্বর পয়েন্টের নিয়ম অনুসারে পুনরায় পুরো অংশ পড়বে।

০৯. আবারও আট নম্বর পয়েন্টের প্রথম প্যারার ন্যায় পুনরায় লিখতে শুরু করবে। আশা করা যায়, এবার ভুলে যাবার প্রবণতা কম থাকবে এবং পুরো অংশ লিখতে পারবে। এভাবে পড়ালেখা শেষ হলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি প্রশংসামূলক শব্দ 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে শুকরিয়া আদায় করবে।[৪]

১১. যে সময়ে পড়া তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান এবং একমাত্র কাজ হলো পড়ালেখা করা। কাজেই তারা সব-সময়ই পড়ে। বিশেষ করে পরীক্ষার পূর্ব রাতে যদিও বেশি রাত জেগে না পড়াই উত্তম তবু তারা বেশি বেশি করে পড়ে থাকে। অন্যদিকে কয়েকটি বিষয় আছে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তুলনামূলক জটিল বলে প্রতীয়মান হয়। তাই সে সকল বিষয়গুলোকে কোন সময় পড়া উত্তম বা পড়লে তা তাড়াতাড়ি মুখস্থ হতে পারে সে বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা হলো :

০১. মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা ফজর সালাত আদায়ের পর আল-কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত ও আল-হাদীস পাঠ করার পর সম্ভব হলে দু'টি বিস্কুট বা কলা বা অন্য কোন খাবার যদি থাকে ও এক গ্লাস পানি পান করে আলহামদু লিল্লাহ বলে চেয়ারে বসবে। বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহীম বলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির দু'আটি

৪. আলহামদু লিল্লাহ আমাদের মাঝে এমন ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা একবার দু'বার পড়লেই পড়া আয়ত্তে চলে আসে বা মুখস্থ হয়ে যায় এবং তারা একবারেই লিখতে পারে। কিন্তু যাদের একবার-দু'বার পড়ে পড়া আয়ত্তে আসে না তাদের সংখ্যাই বেশি। সেদিকে দৃষ্টি রেখে পড়া মুখস্থ করার এ কৌশল এখানে আলোচিত হলো। এটি পরীক্ষিত ও অত্যন্ত সফল ও ফলপ্রসূ একটি পদ্ধতি। বহু ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এ পদ্ধতি এ পর্যন্ত প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে এককথায় চমৎকার ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের বলব, প্রথমদিকে কষ্ট হলেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে চেষ্টা করবে তাহলে তোমরাও সুফল পাবে ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

সাতবার পড়বে। তারপর মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে জটিল বিষয় তথা ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র গ্রামারের কোনো অধ্যায় বা প্যারাগ্রাফ, কমপোজিশন, লেটার, এ্যাপলিকেশন ইত্যাদি পড়বে।

মাদরাসায় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরাও এ সময় ইংরেজি পড়বে। কারণ তাদের মধ্যে ইংরেজি ও গণিত ভীতি খুব বেশি থাকে।

০২. মাগরিব ও ইশার সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে তুলনামূলক জটিল বিষয় পড়তে চেষ্টা করবে।

০৩. রাতের শেষ দিকে তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের সময়টাতে ঘুম থেকে জেগে অযু করে ন্যূনতম চার রাকাত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করবে। তারপর দু'হাত তুলে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে স্মরণ করে চোখের পানি ফেলে দিয়ে যা বলার আল্লাহর কাছেই বলে মুনাজাত শেষ করে চেয়ার-টেবিলে বসে তুলনামূলক জটিল বিষয় পড়তে শুরু করবে।

০৪. কখনো ঘুম ধরতে থাকলে ঘুমিয়ে পড়া উত্তম। তারপর ঘুম থেকে জেগে উঠে পড়তে বসলে পড়া তাড়াতাড়ি মুখস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তাই বলে এই বইয়ের এই পয়েন্টের রেফারেন্স টেনে যখন তখন ঘুমিয়ে পিতা-মাথার কথা অমান্য করা যাবে না। মনে রাখবে, চার নম্বর পয়েন্টটি শুধু বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে বা অসুস্থ হলে প্রয়োগ যোগ্য।

১২. যে সময়ে পড়ালেখা করা উচিত নয়

ছাত্র-ছাত্রীদের একমাত্র কাজ পড়ালেখা করা কিন্তু তা সত্ত্বেও কতিপয় সময়, অবস্থা, স্থান ও ক্ষেত্রবিশেষে পড়ালেখা না করাই উচিত। সে ক্ষেত্রসমূহ হলো :

০১. মাগরিব সালাতের কিছুক্ষণ পূর্বে যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্ত যায় তখন পড়ালেখা করা উচিত নয়।

০২. মসজিদ তথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘর থেকে যখন মুয়াজ্জিন আযান দিয়ে মানুষকে প্রতিদিন পাঁচবার সালাতের সময় ডাকে সেই ডাক কানে আসা মাত্রই পড়ালেখা থামিয়ে আযানের প্রতিউত্তর দেয়া উত্তম।

০৩. সূর্য গ্রহণের সময় পড়ালেখা করা অনুচিত।

০৪. প্রস্রাব-পায়খানায় বসে পড়ালেখা করা অনুচিত।

০৫. যে রাস্তা দিয়ে খুব বেশি যানবাহন ও মানুষ চলাচল করে সে রাস্তা দিয়ে হাটতে বা রিক্সায় চড়ে কোন কিছু না পড়াই উত্তম। অবশ্য দূরে গমন যেমন আমার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লায়। সুতরাং ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার সময় আমি আদর্শ লেখকদের লেখা সুন্দর বই বাসের সীটে বসে যানবাহনে চড়ার দু'আ

www.pathagar.com

পাঠ করার পর থেকেই পড়তে শুরু করি। এতে আল-কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীসের কথা অনুসরণে লেখা বই পড়তে যেয়ে এত ভাল লাগে যে মনের অজান্তেই কখন যে কুমিল্লায় পৌছে গেলাম তা বুঝতে পারি না। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদের বলব, সম্ভব হলে এমন ভ্রমনে আদর্শ লেখকদের লেখা বই পাঠ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু পাঠ্য বই না পড়া উত্তম। কেননা পাঠ্য বই পড়তে গেলে মাথায় চাপ অনুভব হবে। ফলে আনন্দ নাও পাওয়া যেতে পারে।

০৬. প্রবল ঘুমের সময়, খুব অসুস্থ অবস্থায় পড়ালেখা না করাই উত্তম।

০৭. অনিয়মিত রাত জেগে পড়া উচিত নয়। এতে অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

১৩. যেভাবে পড়ালেখা করা উচিত নয়

পড়ালেখা আসলে কারো-কারোর দৃষ্টিতে কঠিন; কষ্টের; আবার কারো-কারোর দৃষ্টিতে সহজ। তবে আমার অভিমত হচ্ছে, কষ্ট আর সহজ যাই হোক না কেন মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের স্রষ্টা, তিনিই আমাদের পড়ালেখা করার এ আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং কোনো বিতর্কে না জড়িয়ে সৃষ্টি হিসেবে আমাদের স্রষ্টার কথা মেনে নেয়াই কল্যাণকর। তাই স্রষ্টার আদেশ মেনে চলার মানসে, স্রষ্টাকে রাজি-খুশি করার জন্য যেভাবে পড়ালেখা করা উচিত নয় সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত ও পরামর্শ প্রদান করা হলো :

০১. নরম চেয়ার, হাতাওয়ালা চেয়ার, হেলান দিয়ে বসার চেয়ার, ইজি চেয়ার ইত্যাদিতে বসে শিক্ষা জীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করা অনুত্তম। মনে রাখবে, কাঠের চেয়ার ও টেবিলে বসে পড়ালেখা করা সর্বোত্তম। হ্যাঁ, শিক্ষা জীবন শেষে কর্ম জীবনে প্রবেশ করে জীবনের বিভিন্ন পর্যায় যেমন পিতা-মাতা হওয়া, আরেকটু এগিয়ে দাদা-দাদী, নানা-নানী হওয়ার সময়টাতে আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখেন ঐ সমস্ত চেয়ারগুলোতে বসে পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও সৌভাগ্যবান হলে নিজ পরিবার, প্রতিবেশি, পরিচিতজন ও আত্মীয়-স্বজনদের লেখা বই পড়বে। খুব ভাল লাগবে, চোখে মুখে আনন্দ আসবে আর শুকরিয়ায় মাথা নত হয়ে আসবে সকল জ্ঞানের উৎস সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি।

০২. একটু পরপর চেয়ার-টেবিল থেকে উঠে এ কক্ষে ঐ কক্ষে বা বাসায় ছোট ভাই-বোন, ভাতিজা-ভাতিজী, ভাগিনা-ভাগনী থাকলে তাদের একটু আদর, তাদের সাথে একটু কথা, একটু খেলা, একটু দুষ্টামী ইত্যাদি করে পড়ালেখা করা ঠিক নয়। মনে রাখবে, এতে যে পড়া আধা ঘণ্টা সময়ের মধ্যে মুখস্থ হওয়ার কথা তা আড়াই ঘণ্টায়ও শেষ করতে পারবে না। সুতরাং কোনভাবেই পড়ালেখা করতে চেয়ার-টেবিলে বসে এসব করবে না। বরং একাগ্রচিত্তে মনোযোগের সাথে

www.pathagar.com

একটু শব্দ করে পড়ালেখা করবে। এতে ছোটরা তুমি না তাকালে কাছে এসে ঘুরে ফিরে চলে যাবে। তোমার পড়ালেখায় বিঘ্ন ঘটাবে না।

০৩. মাথা ও শরীর ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে, দু'পা ঝাকিয়ে তালে তালে পড়ালেখা করবে না। মনে রাখবে এটা গান নয়। পড়ালেখা পবিত্রতম স্রষ্টার আদেশ, পবিত্রতম কাজ। কাজেই তা আদবের সাথে করবে।

০৪. খুব চিৎকার করে উচ্চস্বরে পড়বে না। এতে কিছুক্ষণ পড়ার পরই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং ব্যালেন্স রেখে মিষ্টি শব্দে একতালে পড়ালেখা করবে।

০৫. বিছানায় শুয়ে শুয়ে পাঠ্য বই পড়বে না। কেননা এতে লেখার সুযোগ পুরাপুরি না থাকায় পূর্ণতা আসবে না। তবে চেয়ার-টেবিল না থাকলে খাটে বসে পড়া যেতে পারে।

০৬. সোফায় বসে হাঁটুর উপর বই, নোট খাতা নিয়েও পড়ালেখা করা অনুত্তম। এতেও লেখার সমস্যা হওয়ায় পড়ায় পূর্ণতা আসবে না।

তাছাড়া কিছুক্ষণ পড়া, পড়ার মাঝে একটু গল্প করা, অন্যদের কথা শুনে মনোযোগী হয়ে তাদের কথার সাথে যোগ দেয়া, হাসি ও মন খারাপ করা ইত্যাদি সবই পড়ালেখার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকে।

০৮. এক বিষয় পড়তে যেয়ে অন্য বিষয়ের কথা মাথায় এনে ঐ বিষয়ের বই ধরে ঘাটাঘাটি করা অনুত্তম।

০৯. দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে বা বই খাতা নিচে রেখে উপরে বসে পড়া অনুত্তম।

১০. বারবার জায়গা পাল্টিয়ে কিছুক্ষণ এখানে কিছুক্ষণ মায়ের কক্ষে, কিছুক্ষণ ড্রয়িং রুমে এভাবে পড়ালেখা করা উচিত নয়।

১৪. পড়ালেখায় মন বসানোর পদ্ধতি

নাফসে আম্মারা বা শয়তানের প্ররোচনায় বা অদৃশ্যমান জীবনের সন্ধানে যে পড়ালেখা তাতে অনেকেরই মন বসতে চায় না, একাগ্রতা আসে না। প্রশ্ন আসতে পারে কেন?

আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আদেশ হচ্ছে পড়ালেখা করা। এবার সৃষ্টি হিসেবে স্রষ্টার আদেশ মাথা পেতে নিব এতো স্বাভাবিক। এটাইতো সৃষ্টির চরিত্র হওয়া উচিৎ। হ্যাঁ, মুসলিমদের চরিত্র আল্লাহর রহমতে এমনটিই। কিন্তু সমস্যা হলো শয়তান সব সময় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে বিপথগামী করাতে বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'আলার আদেশকে কিছু সময়ের জন্য মানুষের মন থেকে ঘুরিয়ে শয়তানীতে

www.pathagar.com

মত্ত রাখতে চায়। আর তাই মানুষের মন বিভিন্ন সময় খারাপের দিকে যায়। তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে একই অবস্থা। শয়তান মনে করে ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই যদি ভালভাবে পড়ালেখা করে জীবনে সফল হয়ে যায়, তাহলে তাদের শয়তান নামের সার্থকতা তো থাকলো না। তাই শয়তান যারা একদম দৃঢ়চিত্তে পড়ালেখার দিকে ঝুঁকে গিয়েছে কোনভাবেই তাদের বিপদগামী করা সম্ভব নয় তাদের পেছনে ইন্ধন যোগানো ছেড়ে অন্যদের পেছনে যারা সিদ্ধান্ত নেয় তো নেয় না, ভাল করতে চায় তো ভাল করতে পারে না, তাদের পেছনে ইন্ধন যুগিয়ে অন্য মনস্ক করে দেয়ার চেষ্টা করে। আর তাই ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখার মতো এমন কল্যাণময় কাজ এবং স্রষ্টার প্রথম আদেশ পালন থেকে দূরীভূত হয়ে জীবনে নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত হয়ে থাকে– যা দুঃখজনক।

এজন্যেই যে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখায় মন বসে না তাদের সচেতন ও সুন্দর জীবনের দিকে ফিরিয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্তে অটল করে পড়ালেখায় বসাতে এখানে কতিপয় পদ্ধতি উপস্থাপন করছি :

০১. পরিবার, সমাজ ও সামাজিক অঙ্গনে যারা পড়ালেখায় সফল, ভাল ফলাফল অর্জনকারী, উচ্চ শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হচ্ছে, আদর্শবান তাঁদের প্রতি দৃষ্টি দিবে। তাদের ছাত্র জীবনের কথা মাথায় ও চোখের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবে।

০২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা সফল, ভাল ফলাফল অর্জন করেছে তাদের কথা, চালচলন, অভ্যাস ও করণীয় উত্তম কাজ তথা সালাত আদায়, শিক্ষকদের সাথে বিনয় ও আদবের সাথে কথা বলার পদ্ধতি ইত্যাদি খেয়াল করে নিজেদেরকেও সেভাবে পরিচালিত করতে চেষ্টা করবে।

০৩. সকল প্রকার দুশ্চিন্তা থেকে মনকে মুক্ত রাখবে। দারিদ্র্যতা থাকতে পারে বা না পাওয়ার হতাশা থাকতে পারে কিন্তু হায়-হুতাশ না করে, পিতা-মাতার প্রতি রাগ করে বসে না থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে সবকিছু বলবে, যা চাওয়ার চাইবে, আর দৃঢ় সংকল্পে পড়ালেখা করবে। জগতের প্রত্যেক পিতা-মাতাই তাঁদের সন্তানদেরকে সবকিছু যথাযথ পরিমাণে দিতে চায়; এক্ষেত্রে তাদের সাধ অনেক কিন্তু সাধ্য বা অর্থের সমস্যা তাদের সেই সাধকে পূরণ করতে দেয় না। এজন্যে অনেক সময় পিতা-মাতা সন্তানদের বলে তুমি এ বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলে তোমাকে এটা দেব, পরে আবার বলে ঠিক আছে আব্বু বা আম্মু তুমি ভাল ফলাফল অর্জন করলে তোমাদেরকে এটা দিব। অনেক সন্তান অবশ্য না বুঝে পিতা-মাতার বিরুদ্ধে ছোটবেলায় অভিযোগ করে পিতা-মাতা

www.pathagar.com

ফাঁকিবাজ, বা...। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে ছাত্র-ছাত্রীরা পিতা-মাতাকে বুঝার চেষ্টা করা উচিৎ। আর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ভালভাবে পড়ালেখায় মনোযোগ দিয়ে অত্যন্ত চমৎকার ফলাফল করা উচিৎ। মনে রাখবে, জগতে দারিদ্র্যের মাঝে যারা পড়ালেখা করেছে তারা অনেক কিছু করেছে। দারিদ্র্যতাই অনেককে মহান করেছে বা করতে পারে, দরিদ্ররা দরিদ্রের কান্নার শব্দ, ক্ষুধা পাওয়ার আর্তি যেভাবে বুঝতে পারে, কম্বল জড়িয়ে সুউচ্চ ভবনের উচু তলায় নরম বিছানায় শুয়ে থেকে জানালার রঙিন কাঁচ ফাঁক করে দরিদ্রের সেই কান্না ধনী শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা শুনলেও তারা তা ঐভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না। যেভাবে দরিদ্ররা উপলব্ধি করতে পারে। আর তাই তো কখনো ধনী শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের দেখা যায় দরিদ্রদের এ অবস্থায় উপহাস বা সিগনালে গাড়ি থামলে দরিদ্ররা যখন পেটের ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য দু'একটা টাকার জন্য হাত পেতে কাকুতি-মিনতি করে, তখন তারা গাড়ির কাঁচ তুলে বন্ধ করে দিয়ে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে অথবা ভেংচি কেটে উপহাস করতে করতে চলে যায়। যা দেখে মাঝে-মাঝে মনে হয়, মানব সন্তানও কি এমনটি করতে পারে!

০৪. পড়ার বই, লেখার খাতা হাতে নিয়ে শুরুতেই নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করবে। প্রথমে আউযুবিল্লাহ পড়ে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে নিবে। এ কথা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন :

"যখন কুরআন পড়বে, অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে পাঠ শুরু করবে।" (আল-কুরআন, সূরা আন নাহল, ১৬ : আয়াত-৯৮)

অতঃপর বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহীম বলে শুরু করবে। এ প্রসঙ্গেও আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"তোমার আল্লাহর নামে পাঠারম্ভ কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (আল-কুরআন, সূরা আল আলাক, ৯৬ : আয়াত-০১)

তারপর বই তথা পাঠ্য বই মনোযোগের সাথে পড়া শুরু করবে।

০৫. পাঠ্য বই পড়ার শেষে বা আর পড়তে মন না চাইলে বা সপ্তাহে দু'দিন রুটিন করে নির্দিষ্ট সময় ইসলামিক বা আদর্শ নভেল বই ও আদর্শ ব্যক্তিদের জীবনী পড়ার চেষ্টা করবে।

০৬. ইসলাম বিরোধী বা মানবতা বিরোধী ও আদর্শ প্রশ্নবিদ্ধ হবে এমন কোনো কার্যকলাপের চিন্তা মনে আসার বা আসলে মনে ঘৃণাবোধ জাগ্রত করে দূর করে দেবে।

www.pathagar.com

০৭. অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও বই না পড়া বা না দেখার চেষ্টা করবে। এগুলো কখনো পড়লে শয়তান মনে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করবে।

০৮. কম্পিউটারে গান, টিভিতে শিক্ষামূলক বা শিক্ষণীয় নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখা ও শোনার দিকে যেন মন ঝুঁকে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবে।

০৯. মোবাইল ফোন এইচ.এস.সি স্তর পর্যন্ত ব্যবহার না করা উত্তম। কখনো একান্তই কারোর সাথে বা প্রিয় স্যারদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে অনুমতি নিয়ে আব্বু-আম্মুর ফোন দিয়ে কথা বলবে।

১০. নিজেদের জীবনের ভিশন অনুসারে একটি ডায়াগ্রাম তৈরি করে তা মাথায় রাখবে। ভিশন অনুসারে সফলতার রোডম্যাপ তৈরি করা হলে সেই পথে গমন করতে যেয়ে বিচ্যুত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। এভাবেই পড়া শেখায় মন বসিয়ে দৃঢ় সংকল্পের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে সাহায্য চেয়ে এগিয়ে যাবে।

১৫. পড়া মনে রাখার কৌশল

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে সূর্য পূর্ব দিকে উঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়, সৌর জগতের প্রত্যেকটি গ্রহ তার নিজস্ব কক্ষপথে যথানিয়মে বিচরণ করে। কিন্তু কখনো যদি কোনো একটি গ্রহ ভাবত বা বলত আমি এ কক্ষপথে চলতে চলতে ক্লান্ত, একটু পথ পরিবর্তন করে অন্য কক্ষপথে বা যে পথে পৃথিবীর অবস্থান সেটাতে যাই তাহলে পৃথিবী নামক গ্রহের সাথে ধাক্কা খেয়ে কী অবস্থা হতো তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে না, এ পর্যন্ত কোনো গ্রহ প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম তথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুমতি বা নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছু করতে পারেনি আর ভবিষ্যতেও পারবে না। কারণ তাদের স্বাধীন সত্তা দেয়া নেই। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো মানুষ। স্বাধীন সত্তা ও বিবেক সম্বলিত এ মানুষদের জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়ে দেয়া হয়েছে। এবার মানুষই কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি করা উত্তম, কোন্‌টি করা অনুত্তম, কোন্‌টি কিভাবে করলে সহজে সফলকাম হওয়া যাবে ইত্যাদি নিয়ম-কানুন জ্ঞানের সাথে নির্ধারণ করবে। আর এভাবেই তারা হবে সফল ও সার্থক। সেজন্যই জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদের কতিপয় নিয়ম-পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই। আর তাই পৃথিবীর বুকে পড়ালেখার মতো জটিল কাজকে কিভাবে সহজে মনে রেখে পরবর্তী জীবন পরিচালনা ও সফলতা লাভ করা যায়, দেশ ও

www.pathagar.com

মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ সাধন করা যায়, সেদিকে খেয়াল রেখে আজ ও আগামীর ভবিষ্যৎ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া মনে রাখার কতিপয় কৌশল নিম্নে উপস্থাপন করছি :

০১. পড়া মুখস্থ করার কৌশল অনুযায়ী পড়ালেখা করা।

০২. ইনশাআল্লাহ পরীক্ষায় ভাল করতে হবে একথা মাথায় রেখে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়ালেখা করা।

০৩. কোনো প্রশ্নোত্তর পড়া শেষে উক্ত প্রশ্নোত্তর আবারও সামগ্রিকভাবে একটু নিঃশব্দে দেখে নেয়া।

০৪. যখন পড়ালেখা করতে একঘেয়েমি আসবে তখন যা-যা পূর্বে পড়া হয়েছে তা রিভিশন দেয়া।

০৫. পড়ার মাঝে অন্য মনস্ক হয়ে গেলে বা কোনো পড়া দীর্ঘক্ষণ ধরে পড়া হচ্ছে কিন্তু মনে থাকছে না; ফলে বিরক্তি আসলে চেয়ার থেকে উঠে বাথরুমে যেয়ে অযু করে আবার এসে বসবে। তারপর প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তরটা কী বলছে তা দেখবে। এভাবে পড়তে শুরু করলে দেখবে পুরো বিষয়টি মনের মধ্যে চলে আসছে ইনশাআল্লাহ।

০৬. ছাত্র-ছাত্রী থাকা অবস্থায় পড়ালেখার চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা মাথায় একদম ঢুকতে দিবে না। এতে পড়া মনে রাখার দারুণ ব্যাঘাত ঘটে থাকে। দারিদ্র্য যতই আসুক কম বা পূর্ণাঙ্গ পড়ালেখা না করে দারিদ্র্যকে জয় করতে চিন্তা-ভাবনা করে অন্য পথে যাওয়া ঠিক হবে না। আর গেলে টাকা-পয়সা হবে হয়তো কিন্তু শিক্ষায় পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া পরবর্তী বংশধর আবার দারিদ্র্যর মধ্যে পড়বে। কারণ তুমি যত কষ্ট স্বীকার করে সম্পদ অর্জন করবে পরবর্তী বংশধর এত কষ্ট করতে পারবে না বা চাইবে না। আর শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হওয়ায় তোমার মধ্যে শিক্ষা ঐ পরিমাণ না থাকায় আগত বংশধরও হয়তো ঐ পরিমাণ শিক্ষিত হবে না। ফলে তোমার মৃত্যু বা শেষ বয়সেই দেখবে সন্তান কর্তৃক সম্পদের অপব্যবহার, অপচয় এবং বিপথগামিতা। এতে তুমি কষ্ট পাবে, বদ দু'আ অন্তর থেকে বেরিয়ে আসবে। পরিণামে সন্তানের জীবনে এ সম্পদ বিনাশ হবে। আর তুমি যদি তোমার ছাত্র জীবনে কষ্ট করে দারিদ্র্যকে স্থায়ীভাবে জয় করার লক্ষ্যে বা টার্গেট নিয়ে পড়ালেখা করে জীবন পরিচালনা করতে তাহলে তোমার পরবর্তী বংশধরও সেই একই পথ ধরে শিক্ষিত হতো। তাতে দারিদ্র্য স্থায়ীভাবে দূরীভূত হতে পারত। কাজেই পড়ালেখা হলো

www.pathagar.com

স্থায়ী কল্যাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে শান্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যম।

০৭. পড়া মনে রাখার জন্যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে বেশি বেশি করে প্রার্থনা করা। আর আল্লাহকে বলা, "হে আল্লাহ! পড়ালেখা করছি আপনার আদেশে তাই আপনি এ পড়ালেখা যেন মনে রেখে যথাসময়ে যথাস্থানে প্রয়োগ ও ব্যবহার করে উত্তম এবং আপনার পছন্দনীয় কিছু করতে পারি সে তাওফীক আমাকে দিন" একথা বলে সব সময় মুনাজাত করা উত্তম।

১৬. পড়া ভুলে যাবার কারণ

স্মৃতি শক্তি সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সমান থাকে না। কেউ পড়া বিষয় হুবহু মনে রাখতে পারে, কেউ আংশিক, আবার কেউ অনেক বার করে, পড়ে হয়তো একটু একটু মনে রাখতে পারে। এরূপ বিস্মৃতি বা পড়া ভুলে যাবার নানাবিধ কারণে বিদ্যমান। এখানে কয়েকটি কারণ উপস্থাপন করা হলো :

০১. মনোযোগের অভাব : ছাত্র-ছাত্রীদের যদি পঠিত বিষয়ের প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়ে না পড়ে তাহলে তা ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক।

০২. পর্যালোচনার অভাব : পঠিত বিষয়বস্তু যদি পড়া শেষে কিছুক্ষণ পর্যালোচনা না করে তাহলে সে পড়া অংশটুকু অনেকেই ভুলে যায়।

০৩. যথাযথ মিলের অভাব : পঠিত বিষয়ের সাথে অন্য একটি বিষয় বা একটি ঘটনার সাথে অন্য একটি ঘটনার যথাযথ মিল না থাকলে সেসব বিষয় বা ঘটনা ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

০৪. পরিবেশ পরিবর্তন : পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পড়া বিষয়গুলো ভুলে যায়। যেমন : গৃহে ছাত্র-ছাত্রীরা যে বিষয়টি সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে ঠিক ঐ একই বিষয় পরীক্ষা হলে বা শ্রেণী কক্ষে স্যারের সামনে মনে করতে পারে না।

০৫. আবেগগত প্রভাব : ভয়-ভীতি, ক্রোধ, লজ্জা ও ঘৃণাবোধ ইত্যাদি আবেগগত কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়া বিষয় অনেক সময় স্মরণ করতে ব্যর্থ হয়। যেমন : টেনশন ও উদ্বেগের কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষকের সামনে এসে মুখস্থ করা বিষয় ভুলে যায়।

০৬. যথাযথভাবে না লেখা : পড়া বিষয়বস্তু মনোযোগের সাথে না দেখে খাতায় লিখে প্রাকটিস করা উচিত। আজকাল ছাত্র-ছাত্রীরা কোনো প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করে

www.pathagar.com

বটে কিন্তু প্রশ্নোত্তর বড় হওয়ায় খাতায় লিখতে চায় না। মনে করে এত বড়ো প্রশ্নোত্তর কখন লিখব। লিখতে অনেক সময় লাগবে, তাই পড়ে শেষ করে দিলেই হবে। লিখতে হবে না। এমন মনোভাব পোষণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার হলে দিয়ে ঐ প্রশ্নোত্তর লিখতে যেয়ে ভুলে বসে।

০৭. অসুস্থতা : দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণে অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীরা পড়া বিষয় ভুলে যায়। তাই তাদের স্বাস্থ্য ও মনের প্রতি যত্নশীল হওয়া আবশ্যক।

০৮. স্নায়ুবিক ছাপ : পড়া ও মুখস্থকরণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মস্তিষ্কে যে ছাপ পড়ে তা আবার সময়ের ব্যবধানে ধীরে ধীরে স্মৃতি থেকে মুছে যায়। ফলে পড়া বিষয়গুলো ছাত্র-ছাত্রীরা ভুলে যায়।

কাজেই ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত, সুস্থ ও দেহ ও সুস্থ মন নিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে শিক্ষা বছরের শুরু থেকেই রুটিন অনুযায়ী পড়া লেখা করা। আর তাহলেই পড়া ও লেখার ফলে হয়তো পড়া ভুলে যাওয়ার মতো অনকাঙ্ক্ষিত আশংকা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

১৭. শিক্ষার মাধ্যমগুলোকে আত্মস্থকরণ

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত শিক্ষা জীবন। কাজেই শিক্ষার শেষ নেই। শিক্ষিত মানুষের জ্ঞান অর্জনে ক্লান্তি নেই। জ্ঞান অর্জনের দিকে তৃপ্তি নেই অর্থাৎ শিক্ষিত মানুষ যতই শিখে ততই তার শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ে; আরো শিখতে চায়, কখনো শিখে তারা একথা বলে না আমার শিখার আর কিছু নাই; আমি শিখে তৃপ্ত। যদি কেউ বলে তাহলে বুঝতে হবে তার শিক্ষার ক্ষেত্রেই রয়েছে ঘাটতি। সে নির্বোধ নতুবা আত্মঅহংকারী।

অবশ্য শেখার কিছু নেই, শেখায় পরিপূর্ণ একথা কোনো মানুষ দাবি করতে পারার কথাও নয়। যেহেতু পবিত্র কুরআনে স্রষ্টা নিজেই মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন 'পড়ো'। সেহেতু পড়ার শেষ তো মানুষ যে কতদিন বেঁচে থাকবে সে ততদিন পর্যন্ত হওয়ার কথাই নয়। আর তাইতো বুদ্ধিমান জ্ঞানীজন এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে রহমতপ্রাপ্ত লোকজন জ্ঞান অর্জনের তাগিদে, নিজের অজ্ঞতা বিদূরিত করার লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে শিখতে চায়। কেননা জ্ঞান যে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে আর সবকিছুর উপরই পরিব্যাপ্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

www.pathagar.com

"আর আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।" (আল-কুরআন, সূরা আত তালাক, ৬৫ : আয়াত-১২)

"আমার প্রভুর জ্ঞান সকল কিছুর উপর পরিব্যাপ্ত।" (আল-কুরআন, সূরা আল আন'আম, ০৬ : আয়াত-৮০; আল-কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, ০৭ : আয়াত-৮৯)

১৭.১. পিতা-মাতার কাছ থেকে শিক্ষা

প্রত্যেক মানব শিশুর প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার আর শিক্ষক হলেন মা-মা-মা। তারপর বাবা। এ শিক্ষা শুরু হয়ে থাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব থেকে অর্থাৎ সন্তান যখন মাতৃগর্ভে তখন মা যা-যা করে তার প্রভাব ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সন্তানের জীবনে পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া জগতে এমন পিতা-মাতা খুঁজে পাওয়া কঠিন যারা সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে চায় না বা সন্তানের কল্যাণে নিজেদেরকে নিবেদিত করে না। বরং অকাতরে বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না; এমন মা-ই জগতে পাওয়া যায়। সুতরাং নিখাঁদ ভালবাসাপূর্ণ এ শিক্ষা সর্বদাই যে কোনো সন্তানের জন্য কল্যাণকর এবং আদর্শিকও বটে। অবশ্য নানা ঘটনা দুর্ঘটনায় কতিপয় ব্যতিক্রম দেখা যায়– যা দুঃখজনক এবং তাও পিতা-মাতার অন্তরের গভীর অনুভূতি থেকে ঘটমান কোনো ঘটনা নয়; এ মাত্রই দুর্ঘটনা।

১৭.২. পড়ে পড়ে শিক্ষা

মানুষের প্রথম শিক্ষক পিতা-মাতা যখন বুঝে সন্তানদেরকে শিক্ষা উপকরণ দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার তখন তাদের কেউ সন্তানকে নিয়ে যায় মক্তবে, হাতে তুলে দেয় নূরানী কায়দা আর কেউ যায় স্কুলে, কিনে দেয় বই, খাতা, শ্লেট, কাঠপেন্সিল ও চক।

শুরু হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নাম নিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশ বাস্তবায়নে পড়ালেখা। আর তখন অভিশপ্ত শয়তানের শয়তানী থেকেও মুক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন :

"যখন কুরআন পড়বে, অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে পাঠ শুরু করবে।" (আল-কুরআন, সূরা আন নাহল, ১৬ : আয়াত-৯৮)

অতঃপর বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহীম বলে শুরু করতে হবে। আল্লাহ বলেন :

"তোমার প্রভুর নামে পাঠারম্ভ কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (আল-কুরআন, সূরা আল 'আলাক, ৯৬ : আয়াত-০১)

এভাবে মানুষ যত বেশি আল-কুরআনুল কারীম পড়বে, তা বোঝার জন্য হাদীস

www.pathagar.com

পড়বে, ততই মানুষের জ্ঞান চক্ষু খুলে যাবে। মন প্রশস্ত হবে। মানুষ কোথায় তাদের ঘাটতি তা জানতে ও বুঝতে পারবে। তাই একাডেমিক গ্রন্থসহ আদর্শবান লেখকদের লেখা আল কুরআন ও আল হাদীস অনুসরণে লেখা গ্রন্থগুলো বেশি করে পড়ে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করবে। মনে রাখবে, একটি প্রচলিত প্রবাদই আছে, "যত পড়বে তত শিখবে"। সুতরাং বলব, বই পড়বে। বই সংগ্রহ করবে, (এখানে সংগ্রহ করবে বলতে বই অন্যের কাছ থেকে এনে আর না দিয়ে সংগ্রহ করাকে বুঝাচ্ছি না। এভাবে করলে পাপ হবে) বই সংরক্ষণ করবে। যত বেশি সম্ভব বই ক্রয় করবে। বিভিন্ন দিবস বা অনুষ্ঠানকে স্মরণ রাখতে বই কিনে কভারের পরের পৃষ্ঠায় দিবস বা অনুষ্ঠানের ইঙ্গিতসহ তারিখ লিখে রাখবে। একদিন দেখবে ঘরে এক এক করে অনেক বই জমা হয়ে গেছে যা পরিণত হবে এক মহামূল্যবান সম্পদে।

১৭.৩. দেখে দেখে শিক্ষা বা অনুসরণ-অনুকরণ করে শিক্ষা

ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, মেধা প্রখর; ফলে চোখ যা দেখে তাই গ্রহণে মেধা থাকে সদাজাগ্রত। তাই তাদেরকে আদর্শিক পরিবেশ এবং আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত আদর্শ মানুষের সংস্পর্শে রাখতে চেষ্টা করা উত্তম। অন্যথায় আদর্শ পরিবার বা আদর্শ পরিবেশের ছাত্র-ছাত্রীদের অনাদর্শিক পরিবেশে গমন করার সুযোগ দিলে খুব দ্রুত মনের অজান্তেই আনন্দ পাবার ছলে অনাদর্শের মাঝে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিবে। যার শেষ পরিণাম হয়তোবা আদর্শের পতন বা আদর্শ প্রশ্নবিদ্ধ। তাছাড়া আদর্শ মানুষদের বিপথগামী করতে শয়তান সব সময়ই মূখ্য ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করে। এজন্যেই কোনো কিছু দেখেই অনুসরণ-অনুকরণ না করে একটু চিন্তা ও নিজের বিবেকের সাথেও মিলিয়ে নেয়া উত্তম। সেই সাথে আদর্শের অনুগামী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তো বিশ্ব স্রষ্টার বাণী সঠিক ও সত্য উপদেশ সমৃদ্ধ গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম থাকবেই। সুতরাং তারাতো অন্ধের ন্যায় অন্যের কাছে যা দেখবে তাই অনুসরণ-অনুকরণ করবে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"এ এক পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যা আমি অবতীর্ণ করেছি। অতএব এর অনুসরণ কর এবং খারাপ সবকিছু পরিত্যাগ কর যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও।" (আল-কুরআন, সূরা আল আন'আম, ০৬ : আয়াত-১৫৫)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জ্ঞান অর্জনকারীদের নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে কোনো কিছু অনুসরণ করতে নিষেধ করে বলেন :

"যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই, তা অনুসরণ কর না। মনে রেখ শ্রবণ,

www.pathagar.com

দৃষ্টি এবং অন্তঃকরণ– এ প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।" (আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : আয়াত-৩৬)

কাজেই বলব, ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদেরই সবচেয়ে বেশি অনুসরণ-অনুকরণ করে। কারণ তাদের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক কারণে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় বেশি। কিন্তু এক্ষেত্রে যে সমস্ত শিক্ষকবৃন্দ অনাদর্শের ছোবলে বা শিক্ষার গৌরব অহংকারে বা দুনিয়ার পেছনে হন্যে হয়ে ছুটতে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে আখিরাতের জীবনকে ভুলে দুনিয়ার জীবনে হারাম-হালাল চিন্তা না করে চাই-চাই আরো চাই এমন নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তাদের দেখে-দেখে শেখা বা অনুকরণ-অনুসরণ করা যাবে না। কিন্তু তাই বলে সেই মুহতারাম স্যারকে ছাত্র-ছাত্রীরা অসম্মান বা অবমূল্যায়ন করতে যাওয়া ছাত্রত্বের দাবি বা ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের পর্যায়ে পড়ে না সেটি কিন্তু মনে রাখবে। হতে পারে শিক্ষক অন্য মতাদর্শে বিশ্বাসী বা মতাবলম্বী বা মুসলিমই হলো কিন্তু তিনি সালাত আদায় করে না তা দেখে ছাত্র-ছাত্রীরাও সালাত আদায় করবে না বা ছাত্র-ছাত্রীরা স্যারের সমালোচনায় মুখর হবে এমনটি ইসলাম কস্মিনকালেও সমর্থন করে না। ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা এমনটি না ঘটাই উত্তম।

১৭.৪. শুনে শুনে শিক্ষা

ছোটবেলায় ছাত্র-ছাত্রীরা যা শুনে যেভাবে শুনে ঠিক সেভাবেই স্মরণ রাখতে পারে। টেলিভিশনের পর্দায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপনের উক্তি, ডায়ালগ, যে কোনো আকর্ষণধর্মী সংগীতের কয়েক কলি, কবিতার আবৃত্তি ইত্যাদি তারা শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেলে। তাই তাদের সামনে উত্তম কথা বলা, টেলিভিশনের উত্তম অনুষ্ঠানগুলো সময়ের প্রতি খেয়াল রেখে শ্রবণ করতে দেয়া বা ভিসিডিতে আদর্শিক ব্যক্তিদের আলোচনা, আদর্শিক সংগীত ইত্যাদি শুনতে দেয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"আর যারা তাগূতের দাসত্ব বর্জন করেছে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে, তাদের জন্য সুখবর। (হে নবী!) আমার ঐসব বান্দাদেরকে সুখবর দিয়ে দিন, যারা মন দিয়ে কথা শোনে এবং এর ভালো দিকটি মেনে চলে। এরাই ঐসব লোক, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন এবং এরাই ঐসব লোক, যারা বুদ্ধিমান।" (আল-কুরআন, সূরা আয যুমার, ৩৯ : আয়াত-১৭-১৮)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"যখন কুরআন পঠিত হবে, তখন তা মনোযোগসহকারে শুনবে এবং নিরবতা

www.pathagar.com

অবলম্বন করবে। সম্ভবত এতে করে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে।" (আল-কুরআন, সূরা আল-'আরাফ, ০৭ : আয়াত-২০৪)

সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হচ্ছে মুহতারাম শিক্ষকবৃন্দ, পিতা-মাতা, পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা আদর্শিক অগ্রজ তাদের সংস্পর্শে থেকে তাদের কথা শ্রবণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জনের একমাত্র টার্গেট নিয়ে এগুবে। আর যে সমস্ত কথা, আচার-আচরণ অনাদর্শিক তা শুনলে নিজের বিবেক ও হাতে আল-কুরআন ও আল-হাদীস নিয়ে তা থেকে সুস্পষ্ট রেফারেন্স বের করে তা বর্জন এবং প্রতিনিয়ত আদর্শিক শিক্ষা অর্জন করার চেষ্টা করবে।

১৭.৫. হোঁচট খেয়ে শিক্ষা

শিক্ষার আরেকটি মাধ্যম হলো হোঁচট খেয়ে শিক্ষা। কোথাও কোনো কিছু করতে বলতে প্রথম পর্বে অনেকেই হোঁচট খেয়ে থাকে কিন্তু তারপরে আর সমস্যা হয় না। কারণ প্রথম বার করতে বলতে যেয়ে সমস্যাটা নির্ণয় করে সমাধান দেখে নিয়েছে। ফলে পরবর্তীতে করতে গেলে সফল এবং বলতে গেলে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়ে থাকে। এখানে প্রথমবার সমস্যায় পড়াটা হলো হোঁচট খাওয়া আর দ্বিতীয়বার করতে পারাটা হলো শিখে নেয়া। অনেকে এটাকে অভিজ্ঞতা অর্জনও বলে থাকে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হচ্ছে কোনো কাজ করতে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে কী হবে, সফল হবে কি হবে না বা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে– এ অবস্থায় এটা করব কি করব না ইত্যাদি ভাবা দরকার নেই। হ্যাঁ, ইত্যাদি ভেবে প্রথম স্টেজে সিদ্ধান্ত নিবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে অবশ্যই সেটি করা উত্তম এবার সমস্যা আসবে তা চিহ্নিত হবে এবং সমাধানও হবে। কিন্তু প্রথমে না করতে গেলে তো কোথায় সমস্যা হতে পারে তা জানা হতো না, এ বিষয়ে সফলতার দিকগুলো শেখাও হতো না। তাই সাহস করে যে কোনো কাজ প্রথমে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিবে তারপর শুরু করবে। হয়তো হতে পারে তুমিই প্রথম এটি করছ! তোমার পূর্বে কেউ করেনি যেটাকে আমরা আবিষ্কার বলছি। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে পরামর্শ হলো নতুন উদ্যমে অবশ্যই সেটি করবে। সমস্যা হবে সমাধানও হবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু পিছিয়ে থাকলে কিছুই হবে না।

১৭.৬. পরিবেশ থেকে শিক্ষা

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশ একটা বিশাল ভূমিকা পালন করে। পরিবেশকে অবমূল্যায়ন করে বা গুরুত্ব না দিয়ে কোনভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের

www.pathagar.com

আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব নয়। আর এজন্যেই ভাল পরিবেশে ছেলে-মেয়েদেরকে ভর্তি করে পড়ালেখা করানোর সুযোগ পেতে অভিভাবকদের পেরেশানির কমতি নেই। অভিভাবকরাও মনে করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভাল পরিবেশে ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে পারা মানে তাদের একটা স্তর পর্যন্ত ভাল ফলাফলের নিশ্চয়তায় থাকা এবং পরবর্তীতেও তারা ভাল করবে এমনটি ভেবে স্বস্তির নিঃস্বাস ফেলা, সেই সাথে বাসার পরিবেশ গড়তেও ব্যস্ত অনেক সচেতন অভিভাবকরা।

সত্যিই পরিবেশ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আদর্শবান ও দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে শেখায়। পরিবেশের ফলে ওদের চিন্তা-চেতনায় প্রতিদিন ধ্বনিত হয় আদর্শ অথবা অনাদর্শের রেশ। তাইতো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ প্রিয় নবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

"প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসকরূপে রূপান্তরিত করে, যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছ।" (আল হাদীস, বুখারী শরীফ, অধ্যায় : জানাযা, হাদীস নং-১৩০২, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪২৬. ই.ফা)

অর্থাৎ শিশু যে পরিবেশে জন্ম সে পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। আর এজন্যে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই তাদের জন্যে গড়া প্রয়োজন একটি আদর্শিক পরিবেশ। কেননা পরিবেশ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে বা দেখে সেখানে অবস্থান করে শুনে শুনেই শিশু শিক্ষা গ্রহণ করে। ফলে আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী তথা আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্যে পরিবেশ যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা শিক্ষিত সচেতন মাত্রই জানা।

১৮. স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করার কৌশল

স্মরণ শক্তি এককথায় আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এক শক্তি। পৃথিবীর কোনো বাজারে তা কিনতে পাওয়া যায় না। যদি পাওয়া যেত তাহলে ধনী ও সম্পদশালীরা তাদের সন্তানদের জন্য সব কিনে নিয়ে আসত। এবার কেউ কেউ হয়তো বলবে স্মরণ শক্তি বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না সত্য কিন্তু তা গঠন, কর্মক্ষম ও সক্রিয় রাখার জন্য যে সুষম খাদ্য দরকার তাতো ধনীরা বেশি বেশি করে ক্রয় করে তাদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খাওয়াতে পারে। কিন্তু গ্রামের ছোট কুটিরে বসবাসকারী কৃষক পিতা-মাতা বা পিতাহারা যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখা করছে তারা তো সে রকম খাবার খেতে পারে না– এক্ষেত্রে তাদের

www.pathagar.com

স্মরণ শক্তি কি গঠনের বিপরীতে অগঠন, কর্মক্ষম ও সক্রিয় হওয়ার বিপরীতে অচল ও অসক্রিয় হয়ে যাওয়ার কথা না? হ্যাঁ, একথটি যারা বলবে তাদের আমি আমার অবস্থান, অতীতে দৃশ্যমান অবস্থা ও গ্রাম এবং শহুরে ছাত্র-ছাত্রীদের বর্তমান প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে বলব, ধনী ও সম্পদশালী পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা সুষম খাদ্য পরিমাণ মতো নয় বেশিই খাচ্ছে কিন্তু তবুও তাদের স্মরণ শক্তি তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কারণ স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি শুধু এসব দিয়েই হয় না। যদি হতো তাহলে ধনী পরিবারে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাঁচ থেকে দশজন গৃহ শিক্ষক বা বিষয়ভিত্তিক গৃহ শিক্ষক রেখে পড়াতে হতো না। যেখানে গ্রামের দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা একজন গৃহ শিক্ষকের কাছেও পড়ার আর্থিক সামর্থ্য নেই সেখানে ধনী ও সম্পদশালীদের ছাত্র-ছাত্রীরা বিষয়ভিত্তিক গৃহ শিক্ষক, কোচিং, উন্নতমানের নোট, মডেল টেস্ট ইত্যাদি দিয়েও তাদের চেয়ে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারছে না। এর কারণ হচ্ছে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে তীব্র চেষ্টা, একাগ্রচিত্তে চর্চা বা সাধনা, মহান স্রষ্টার কাছে সাহায্য কামনা, পিতা-মাতার চোখের পানি ও দু'আ। যা হয়তো ধনী পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মতো করে না।

সুতরাং ধনী ও দরিদ্র বলে কথা নয়, সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ভাল ফলাফল ও আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন ফুটে উঠুক সেটিই আমরা কামনা করছি। সেই সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করার কৌশল নিম্নে আলোকপাত করছি :

১৮.১. পরিকল্পনা মাফিক অধ্যয়ন করা

পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বা কর্মপ্রণালীর খসড়া বা পূর্ব ধারণা। বিশিষ্ট লেখক কুনজ ও ও' ডোনেল-এর মতে, "কবে, কোথায়, কোন কার্য, কার দ্বারা, কিভাবে সম্পাদন করা হবে, তা স্থির করাই পরিকল্পনার মূখ্য উদ্দেশ্য।" উদ্দেশ্য স্থিরীকরণ, কার্যসূচী নির্ধারণ, কর্মপদ্ধতি, কর্মকৌশল, সময়সূচী ও বাজেট প্রস্তুতকরণ পরিকল্পনার উপাদান। মোটকথা, পরিকল্পনা হলো কোনো কাজ শুরু করার পূর্ব ধারণা যার আরেক নাম রোডম্যাপ।

এ কাজটি জীবনের সকল ক্ষেত্রে যদি সফলভাবে করা যায়, তাহলে সফলতা নিশ্চিত হয়। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের মূল কাজ পড়ালেখা করে সফলতা অর্জন করা। আর সেটিও ছোট বেলায়ই পরিকল্পনা সম্পর্কিত। এবার ছাত্র-ছাত্রীর পরিকল্পনা মাফিক অধ্যয়নের রোডম্যাপে যা-যা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে তা হলো :

০১. জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা ভিশন কী হবে?

www.pathagar.com

০২. দৈনিক কত ঘন্টা পড়ালেখা করা হবে?

০৩. কিভাবে পড়া হবে?

০৪. কোন্ বিষয়টি পড়া হবে?

০৫. কোন্ সময়ে কোন্ বিষয় পড়া উত্তম হবে?

০৬. কত সময় ধরে বিষয়টি পড়া হবে?

০৭. সবশেষে লক্ষ্য, উদ্দেশ্যের সাথে বাস্তবতার সম্পর্ক কতটুকু আছে তাও দেখে শুনে বাস্তবে মিলিয়ে নিতে হবে।

১৮.২. ভাল কথা বলা ও বেহুদা কথা না বলা

পরিবারে পিতা-মাতা, শিক্ষক এবং সহপাঠীদের সাথে ভাল ও সুন্দর করে কথা বলা উত্তম। কারণ কথা হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে নির্দেশ প্রদান করে বলেন :

"পরম করুণাময় আল্লাহ। তিনি শিখিয়েছেন আল কুরআনুল কারীম, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই (মনের ভাব প্রকাশ করার) কথা বলতে শিখিয়েছেন।" (আল-কুরআন, সূরা আর রাহমান, ৫৫ : আয়াত-০১-০৪)

মানুষের সাথে ভাল কথা বল; সুন্দর কথা বল। (আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা, ০২ : আয়াত-৮৩)

"স্পষ্ট, সোজাসুজি ও সম্মানজনক কথা বল।" (আল-কুরআন, সূরা আল আহযাব, ৩৩ : আয়াত-৩২)

উল্লিখিত নির্দেশ অনুসারে সকলের সাথে সকল অবস্থায় সুন্দর করে সম্মানের সাথে ভাল কথা বলা মানে স্মরণ শক্তি সংরক্ষণ করা। সৎ ও দরিদ্র পিতা-মাতা পড়ালেখার জন্যে যা প্রয়োজন যেভাবে যে সময়ে প্রয়োজন হয়তো সে সময়ে তা দিতে পারছে না। কিন্তু এজন্যে তাদের যে কষ্ট কম হচ্ছে তা কিন্তু নয়। ঠিক ঠিক পিতা-মাতাকে বুঝতে চেষ্টা কর, উপলব্ধি করার চেষ্টা কর তারাও সবকিছু দেয়ার মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে তোমাদের জন্য দু'আ করছে, চোখের পানি ফেলে তোমাদের অপূর্ণতা সত্ত্বেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন তোমাদের ভাল ফলাফল দেন, সেজন্য কিন্তু তারা আল্লাহর দরবারে কাঁদছে। কাজেই কোনো অপূর্ণতা বা ঘাটতির বাহানা ধরে পড়ালেখা বন্ধ বা শিক্ষা উপকরণ ঢিল ছুঁড়ে ফেলে দেয়া বা তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা কোনোভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের স্মরণ শক্তির জন্য শোভনীয় নয়। এভাবে ক্লাসের সেরা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর দ্বারা শিক্ষকদের সাথে বেহুদা কথা বলা বা বাজে কথা

www.pathagar.com

বলায় ছাত্র-ছাত্রীদের খারাপ ফলাফল অর্জন করতেও দেখা গেছে। তাই মনে রাখবে ভাল কথা বলা ও বেহুদা কথা না বলা স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করার এক নিয়ামক। তাছাড়া পবিত্র কুরআনে কথা বলা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন থাকার জন্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশ প্রদান করে বলেন :

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।" (আল-কুরআন, সূরা আল কা-ফ, ৫০ : আয়াত-১৮)

আবার কথা বলার প্রতি সচেতন হওয়ার লক্ষ্যে গুরুত্ব আরোপ করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক প্রিয় নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন :

"নিশ্চয় বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো কথা উচ্চারণ করে অথচ সে কথার গুরুত্ব সম্পর্কে চেতনা নেই। কিন্তু একথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোনো কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে সে সচেতন নয়, অথচ সে কথার কারণে সে জাহান্নামে পতিত হবে।" (আল হাদীস, বুখারী শরীফ, অধ্যায় : কোমল হওয়া, হাদীস নং-৬০৩৪, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৬৩, ই.ফা)

১৮.৩. কুচিন্তা, বাজে চিন্তা না করা

কুচিন্তা, বাজে চিন্তা স্মরণ শক্তি ধ্বংস করে দেয়ার অন্যতম নিয়ামক। এটি শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের নয় যে কোনো বয়সী মানুষেরই স্মরণ শক্তিকে লোপ করে দেয়। তাই সকলেই এক্ষেত্রে সচেতন ও মুক্ত থাকা উত্তম।

বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের কচি মনে যখন তারা জীবন কী এটাই বুঝে উঠতে পারেনি তখন এ ধরনের চিন্তা-চেতনা তাদের স্মরণ শক্তির উপর এত বেশি চাপ প্রয়োগ করে যে, একটু পড়লেই মাথা গরম, অনেক পড়লেও পড়া আয়ত্তে আসে না, মুখস্থ পড়া মনে থাকে না, পরীক্ষার হলে গিয়ে লিখতে পারে না ইত্যাদি বহু সমস্যা দেখা দেয়– যা তাদের সুন্দর ভিশন বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে ভেঙে তছনছ করে দেয়। আর লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবন যে জীবনই নয় একথা ভবঘুরে বা বেকারদের কষ্টের জীবন দেখলে সহজেই প্রতীয়মান হওয়ার কথা। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীরা এ থেকে মুক্ত থেকে মনোযোগের সাথে পড়ালেখা করবে এ আমার প্রত্যাশা।

১৮.৪. কূটকৌশল, পরনিন্দা, পরচর্চা না করা

ছাত্র-ছাত্রীদের স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের আরেকটি অন্যতম পলিসি হলো নিম্নোক্ত কাজগুলোতে সম্পৃক্ত না হওয়া। যেমন : কারোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা বা ব্যক্তি স্বার্থে অন্ধ হয়ে রাষ্ট্র ও জাতিগত বৃহৎ স্বার্থে আঘাত করা, সমাজে বা

www.pathagar.com

বংশে কেউ প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে হেনস্তা বা অপমান, লাঞ্ছিত করতে কূটকৌশলের জঘন্য কাজে সম্পৃক্ত না হওয়া, কেউ সফল জীবনের দিকে এগিয়ে গেলে বা ভাল কাজ করলে তার বিরুদ্ধে পরনিন্দা না করা এবং সবশেষে নিজের কাজ ফেলে দিয়ে মেধার সর্বশক্তি নিয়োগ করে অন্যকে নিয়ে পরচর্চা না করা ইত্যাদি। এবার যারা এসব করে তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দেয় মেধা, মূল্যবান সময় ইত্যাদি নষ্ট করে জঘন্য পাপ কাজে মগ্ন থাকে। আর তাই এসব কিছু থেকে মুক্ত থাকার জন্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন :

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দূরে থেকো বেশি বেশি অনুমান করা থেকে, কেননা কোনো কোনো অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করবে না, আর একে অপরের গীবত করবে না। কেউ কি তোমাদের মাঝে ভালবেসে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে? বস্তুত তা তোমরা অপছন্দ কর। আর তোমরা ভয় করবে আল্লাহকে, নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" (আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯: আয়াত-১২)

১৮.৫. স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিদিন করণীয়

স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণকারী যেহেতু মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেহেতু প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারেই এর জন্য প্রার্থনা করতে হবে। প্রতিদিন সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেনে চলবে এমন অঙ্গীকার করে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। তাই প্রতিদিন আল্লাহর পছন্দ অনুযায়ী যা করা উত্তম তা হলো :

০১. গোনাহের কাজ ত্যাগ করা।

০২. অল্প পরিমাণে আহার করা।

০৩. মধু পান করা।

০৪. প্রত্যহ সকালে খালি পেটে কিসমিস খাওয়ার চেষ্টা করা।

০৫. রাতে ন্যূনতম চার রাকাআত নফল সালাত আদায় করা।

০৬. প্রত্যেক দিন ফজরের সালাত শেষ করে ২১ বার ও পাঠ্য পুস্তক পড়তে চেয়ারে বসার পর ০৭ বার নিম্নোক্ত আয়াত পড়লে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে :

"বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহীম। রব্বিশ্ রহ্লী ছদ্রী ওয়া ইয়াসসিরলী আম্রী

www.pathagar.com

ওয়াহ্‌লুল উক্বদাতাম মিললিছা-নী ইয়াফক্বহু ক্বওলী।" (আল-কুরআন, সূরা ত্বাহা, ২০ : আয়াত-২৫-২৮)

০৭. পড়া আরম্ভ করার পূর্বে ০৭ বার দুরূদ শরীফ পড়ে নিচের আয়াত ০৭ বার পড়বে :

"সুবহা-নাকা লা-ই'লমা লানা ইল্লামা আল্লাম তানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম।" (আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ০২ : আয়াত-৩২)

০৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বেশি-বেশি করে দুরূদ শরীফ পড়বে।

সবশেষে প্রত্যহ ফরয সালাতের পর অধিক জ্ঞান লাভের জন্যে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে অবিরত প্রার্থনা করবে :

"হে আল্লাহ! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।" (আল-কুরআন, সূরা ত্বাহা, ২০ : আয়াত-১১৪)

১৯. স্মরণ শক্তি বিলুপ্ত হওয়ার কারণ

স্মরণ শক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দান এক মহাশক্তির আধার। এ স্মরণ শক্তি যে কোনো ব্যক্তির জীবনে এমন এক সম্পদ যা লুকোচুরি বা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আর তাই মানুষ স্মরণ শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে বিশ্ববাসীর জন্য অকপটেই অনেক কিছু করে; আবার ব্যক্তি জীবনেও অনেকে সফলতা অর্জন করে থাকে। কাজেই বলা যায়, এ স্মরণ শক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এক নিয়ামত। এজন্যে স্মরণ শক্তি যেন বিলুপ্ত হয়ে না যায় সেদিকে আমাদের সবার খেয়াল রাখা উত্তম। এখানে কী কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের স্মরণ শক্তি বিলুপ্ত হতে পারে তা উল্লেখ করা হলো :

০১. সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাফরমানী করলে স্মরণ শক্তি বিলুপ্ত হতে পারে।

০২. অন্যের হক হরণ এবং হারাম খাবার ভক্ষণ।

০৩. কু-চিন্তা, কু-কর্মে নিয়োজিত হলে।

০৪. কবীরা গোনাহের কাজ করলে।

০৫. সুষম খাবার না খেলে ইত্যাদি।

www.pathagar.com

২০. লেখা দ্রুত ও সুন্দর করার কৌশল

পড়া ও লেখা মিলে পড়ালেখা। পড়া খুব ভালভাবে হলো কিন্তু পরীক্ষার খাতায় লেখা সম্ভব হলো না; কারণ মনে নেই, আবার মনে আছে সময় নেই। ফলে বিশ নম্বর বা দশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর লেখা বাদ পড়ে গেল; এতে এ প্লাস পাওয়ার টার্গেট যাদের তাদের নিশ্চয়ই এ প্লাস আর পাওয়া সম্ভব হবে না। অথবা কোনো প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে সমাপ্ত হলো কিন্তু এতেও অধিক নম্বর প্রাপ্তি কঠিন। এভাবে ভাল ফলাফল থেকে বঞ্চিত হতে পারে অনেক মেধাবী ও পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী। আর তাই সময় থাকতে বাসায় বেশি-বেশি করে লেখার চর্চা উপরে উল্লিখিত এ সমস্যা বা অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তি দিতে পারে। এবার এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের কথা হচ্ছে কম তো আর লেখি না। পড়ার পাশাপাশি লেখা তো অনেক লেখি। কিন্তু তারপরও কেন হাতের লেখা সুন্দর, দ্রুত ও সময়মত যথাযথ হয় না? হ্যাঁ, সেই প্রশ্নের জবাব দিতেই এ লেখা। আমিও জানি সবাই লেখে কিন্তু তারপরও...।

এবার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হলো, লেখা দ্রুত ও সুন্দর করার লক্ষ্যে টেবিলের উপর টেবিল ঘড়ি বা হাত ঘড়ি বা দেয়ালে রক্ষিত দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খাতার উপরে নিম্নোক্ত নোটগুলো সংরক্ষণ করবে। যেমন :

❐ বাংলা বা বাংলা জাতীয় বিষয় লেখার ক্ষেত্রে–

তারিখ : ০১ জানুয়ারী, ২০১০ ইং

লেখা শুরু : রাত ১০.০০ টা

লেখা শেষ : রাত ১১.০০ টা

মোট সময় : ১ ঘন্টা বা ৬০ মিনিট

মোট পৃষ্ঠা : ১২ পৃষ্ঠা

প্রতি পৃষ্ঠা সময় : ৫ মিনিট

❐ English 1st & 2nd Paper লেখার ক্ষেত্রে–

Date : 01 Jan. 2010

Strating Time (S.T.) : 10.00 PM

Ending Time (E.T.) : 11.00 PM

Total Time (T.T.) : 01 Hour or 60 Minutes.

www.pathagar.com

Total Page (T.P.) : 12 Page

Per Page Time (P.P.T.) : 5 Minutes.

এখানে উল্লিখিত তারিখ ও সময় ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝার সুবিধার্থে কাল্পনিকভাবে উপস্থাপন করা হলো।

উপরের এ নিয়মে বাংলা ও ইংরেজী এ দু'জাতীয় দু'টি খাতা প্রস্তুত করে প্রতিদিন এতে ন্যূনতম ১০ পৃষ্ঠা (বাংলার ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫ লাইন ও ইংরেজীর ক্ষেত্রে ১৭ লাইন) সময়ের প্রতি খেয়াল রেখে যে কোনো লেভেলের ছাত্র-ছাত্রী যদি মাত্র তিন মাস লেখা চর্চা করে, তাহলে তা পরীক্ষামূলকভাবে সত্য এবং প্রমাণিত যে, লেখা সুন্দর এবং দ্রুত হবে। অর্থাৎ প্রথম দিন হয়তো এক পৃষ্ঠা লেখায় সময় যাবে ০৫ মিনিট। এভাবে বড়জোর দশ দিন পরই এ এক পৃষ্ঠা লেখার সময় কমে আসবে ০৪.৫ মিনিটে। কয়েক দিন এ বিষয়ে লেখার পরই তা নেমে আসবে ০৪ মিনিটে। এভাবে তা তিন মাসের শেষ দিকে ০২ বা ০২.৫ মিনিটে নেমে আসতে বাধ্য ইনশাআল্লাহ। তবে মনে রাখতে হবে যে, এ নিয়মে লেখা চর্চা কিন্তু ধারাবাহিকভাবে করতে হবে তা বাদ দিলে বা মাঝে কয়েকদিন ছেড়ে দিলে ফলপ্রসূ সুফল পাওয়া নাও যেতে পারে। আর তখন আমাকে ভুল বোঝা হবে। তবে আমি কিন্তু এইচ.এস.সি স্তরে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে মাত্র ০২ মিনিটে এক পৃষ্ঠা লিখতে পারতাম। কিন্তু আজ আর সেইভাবে রুটিন মাফিক চর্চা না থাকার কারণে সময় একটু বেশি লাগে। এবার কেউ কেউ হয়তো যুক্তি দিয়ে বলতে পারে আপনার পক্ষে সম্ভব হলেই কি আমরা পারব! হ্যাঁ পারবে। আমার অনেক ছাত্র-ছাত্রীরাই পেরেছে। তাই আমার বিশ্বাস এভাবে চর্চা করলে সবাই পারবে। কারণ আমার জানা মতে যারা পেরেছে তাদের কাছে যা-যা আছে তা-তা সকল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেই আছে। সুতরাং দরকার চেষ্টা ও চর্চা। ইনশাআল্লাহ সফলতা নিশ্চিত।

২০.১. যেখানে সেখানে লেখালেখি করার কুফল

লেখা দ্রুত, সুন্দর ও শুদ্ধ হওয়ার কৌশল হলো রুটিন মাফিক প্রতিদিন লেখা কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, লেখা দ্রুত করার জন্যে যেখানে সেখানে বসে লেখতে শুরু করবে। খবরদার! লেখার উপকরণ অত্যন্ত পবিত্র। তাই অপবিত্র কাজ করতে যেয়ে মনে করবে এভাবে বসে থেকে লাভ কী, লেখার সময় তো পাই নাই। কাজেই পায়খানায় বসেই লিখতে শুরু করে দিই। এমনটি অবশ্যই করবে না। অর্থাৎ লেখালেখি করার ব্যাপারে স্পষ্ট নিষিদ্ধ স্থানগুলো হলো :

www.pathagar.com

০১. বাথরুম বা পায়খানায় বসে লেখা বা তার দেয়ালে লেখা।

০২. হাত পায়ের তালুতে লেখা।

০৩. মসজিদ বা কারোর বাড়ি-ঘরের দেয়ালে লেখা।

০৪. রাস্তা-ঘাটে, গাছের গায়ে, পার্কে বসার স্থানে লেখা।

০৫. যানবাহনে, বাসে চড়ে তার সিটের গায়ে লেখা।

০৬. পড়ালেখার টেবিলের উপর, স্কুলে বেঞ্চ ও দেয়ালের উপর লেখা।

০৭. রুলার বা জ্যামিতি বক্সের গায়ে, ক্যালকুলেটরের গায়ে লেখা।

০৮. এগুলো ছাড়াও কোনো অপবিত্র স্থানে বা অপবিত্র বস্তুর উপর লেখা।

০৯. টাকার উপর লেখা এবং

১০. অপ্রয়োজনে যে কোনো বইতে নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর ইত্যাদি লেখা অনুত্তম।

২১. ছাত্রদের লজিং বা জায়গীর থাকার ক্ষেত্রে নিয়ম ও পন্থা

গ্রাম থেকে শহরে বা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বা বহু দূর ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা করতে চায় অনেকে। উদ্দেশ্য উচ্চ শিক্ষিত ও আদর্শ মানুষ হওয়া। আর এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবককে অনেক ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে বাধ্য করে। তাই দেখা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবাসিক ব্যবস্থা না থাকা বা থাকলেও বহু শিক্ষার্থীর স্থান সংকুলান না হওয়া বা পিতা-মাতার আর্থিক অসচ্ছলতা এর যে কোনোটির কারণেই শিক্ষার্থীরা বিশেষত ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশে পাশের এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে লজিং বা জায়গীর থাকার চেষ্টা করে। এলাকার লোকজনও তাদের স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দানের শর্তে তাদের বাড়িতে বিভিন্ন ছাত্রদেরকে শিক্ষক হিসেবে লজিং বা জায়গীর রেখে থাকে। এতে বাড়ির মালিকের ছেলে-মেয়ে তথা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা করাতে যেমন শিক্ষকের অভাব দূরীভূত হয় তেমনি ঐ ছাত্ররূপী শিক্ষকেরও অনেক উপকার হয়ে থাকে। আমাদের গ্রাম-গঞ্জে ও জেলা শহরগুলোতে লজিং ও জায়গীর প্রথা আজও অত্যন্ত সুনামের সাথে প্রচলিত আছে। এবার যে সকল ছাত্ররা লজিং বা জায়গীর থাকে এবং থাকবে তাদের ব্যাপারে পরামর্শ হলো :

০১. লজিং বা জায়গীর বাড়িতে সব সময় নিজেকে ঐ বাড়ির ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এক অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় মডেল হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবে।

www.pathagar.com

০২. সেখানে নিজেকে ইসলামী শরীয়াহ অনুসারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতে হবে।

০৩. লজিং বাড়িতে সবার সাথে অবাধে মেলামেশা ও কথাবার্তা না বলাই উত্তম।

০৪. সেখানে নিজের সহপাঠী বন্ধুদের ডেকে এনে গল্প-গুজব না করাই উত্তম।

০৫. লজিং বাড়ির এবং আশে পাশের কারোর সাথে কোনো রকম আর্থিক লেনদেন না করা।

০৬. লজিং বাড়ির ছোট শিশু বা ছেলে-মেয়েদেরকে আদর-স্নেহ করা এবং যথাসম্ভব সুন্দর করে হাসিমুখে কথা ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করা।

০৭. লজিং বাড়ি ও আশে পাশের বাড়ির সকল মুরব্বীদেরকে সালাম পেশ ও ছোটদের সাথে শিক্ষকের মতো আচরণ করা।

০৮. লজিং বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার ধরন এবং কারোর আচরণ বা অসতর্কতাজনিত কথা-বার্তায় তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে ধৈর্যধারণ করা উত্তম।

০৯. লজিং বাড়ির ছেলে-মেয়েদেরকে যথাযথ শিক্ষা ও যথাযথ সময় দিয়ে তাদের প্রাপ্য হক আদায় করে দেয়ার প্রতি সচেতন থাকা।

১০. দৈনন্দিন সালাত মসজিদে আদায় এবং লজিং বাড়ির গৃহকর্তা ও কর্ত্রীসহ পরিবারের সকলের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা উত্তম।

উল্লিখিত নিয়ম মেনে লজিং বাড়িতে অবস্থান করলে উভয়ের হক যথাযথভাবে আদায় হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আর এতে উভয়েরই কল্যাণ হবে।

২২. ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল, মেস বা আবাসিক হলে থাকার নিয়ম ও পন্থা

ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল, মেস বা আবাসিক হলে অবস্থান করার ক্ষেত্রে কতিপয় নিয়ম-পদ্ধতি মাথায় রাখা উত্তম। সেগুলো হলো :

০১. দশ এলাকার দশ মায়ের দশজন সন্তান এক স্থানে অবস্থান করার ফলে সবচেয়ে বেশি যে গুণটি একে অপরের মধ্যে থাকা দরকার তা হলো মিলে-মিশে থাকার লক্ষ্যে ত্যাগী মনোভাব গঠন ও সহনশীল হওয়া।

০২. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রী মানেই সর্বদা জাগ্রত। ফলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি তারা সকলেই সব সময় সোচ্চার হয়ে

www.pathagar.com

রুম থেকে শুরু করে একদম যে যে ক্ষেত্রগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের আওতায় আছে তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উত্তম।

০৩. সকল কাজে সময়ানুবর্তিতা মেনে চলা। অর্থাৎ হোস্টেল বা হলে, খাওয়ার সময় খাওয়া, ঘুমের সময় ঘুমানো, আর পড়ার সময় সকলে মিলে পড়ালেখা করা উচিত।

০৪. হোস্টেলে বা হলে নিজ নিজ আসবাবপত্র, বই, খাতা তথা শিক্ষার উপকরণ, কাপড়-চোপড় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করা।

০৫. টাকা-পয়সা নিজের আয়ত্তে তালাবদ্ধ করে রাখা।

০৬. বিনা অনুমতিতে অন্য কারোর কোনো কিছু যেমন বই, খাতা, কলম, নোট খাতা ইত্যাদি না ধরা এবং সাবান, টুথপেস্ট, টয়লেট পেপার ব্যবহার না করা।

০৮. বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে এসে রুমে গল্প-গুজব বা নিজেরাই বসে আড্ডাবাজি না করা।

০৭. বিনা অনুমতিতে অন্য ভাইয়ের শার্ট, পাঞ্জাবী, গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরিধান করা, জুতা পায়ে দিয়ে দিব্যি চলাফেরা করা, গামছা বা তোয়ালে ব্যবহার করা অনুচিত। এমনকি এগুলো ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অনুমতি চাওয়াও ঠিক নয়।

০৯. একই কক্ষে দুই, তিন বা চারজন ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন গ্রুপের হওয়ার একজনের পরীক্ষা থাকলে অন্যজনের পরীক্ষা নাও থাকতে পারে। এ অবস্থায় একজন পড়ালেখায় মগ্ন থাকলে কক্ষে এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যাতে ঐ পরীক্ষার্থীর পড়ালেখায় ব্যাঘাত ঘটে।

১০. হোস্টেলে বা হলে অবস্থানকালে যে কোনো সুবিধা-অসুবিধায় একে অপরের পরিপূরক হওয়া উচিত।

১১. রুমের কোনো একজন বাড়ি গেলে বা সবাই বাড়ি গেলে যিনি আগে আসবেন অন্য সকলের জিনিসপত্র তিনি নিজের দায়িত্বে নিজের মতো হেফাযত করবেন এটা একে অপরের দায়িত্ব।

১২. কয়েকজন মিলে রান্নার ব্যবস্থা হলে যতটা সম্ভব একসঙ্গে খাওয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু কারোর ব্যস্ততায় একসঙ্গে হতে না পারলে সবশেষে যিনি খাবেন তার জন্য খাবার যেন যথাযথ পরিমাণ থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা উত্তম। এবার খাবার কম থাকলে বা তরকারি কম থাকলে যিনি অনেক ক্লান্ত হয়ে আসবেন তার যেন সমস্যা না হয় সেজন্য যারা রুমে আছে তাদের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করে রাখা উত্তম।

www.pathagar.com

১৩. একজনের সিটে আরেকজন যতটা সম্ভব বসা বা শোয়া অনুত্তম।

১৪. রুমে বসে গভীর রাত পর্যন্ত বা একজনের পরীক্ষা এমন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মোবাইল ফোনে সুন্দর করে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প-গুজব করা আর এতে আরেকজনের পড়ায় মনোযোগ বা ঘুমাতে গেলে ঘুমে বিঘ্ন ঘটানো কোনোটিই কাম্য নয়।

১৫. কম্পিউটার ব্যবহার, মোবাইল বেজে ওঠায় তা রিসিভ করা ইত্যাদির ফলে রুমমেটদের মাঝে মন কষাকষি হতে দেখা যায়; তাই তা বিনা অনুমতিতে না ধরাই উত্তম। এবার মোবাইলে রিং আসায় সমস্যা হলে সাইলেন্স বাটন টিপে শব্দকে প্রতিহত করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনভাবেই আরেকজন ভাইয়ের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি খেয়াল না রেখে যতবারই ফোন আসুক না কেন তা রিসিভ করা শালীনতার মধ্যে পড়ে না।

১৬. যখন তখন টেলিভিশন দেখা, টেপরেকর্ডার বা মোবাইল ফোনে এফ.এম. রেডিও অন করে প্রোগ্রাম শুনা বা কম্পিউটারে বিভিন্ন আকর্ষণধর্মী প্রোগ্রাম দেখা ও শুনার ক্ষেত্রে একটু সংযত থাকা উত্তম।

১৭. একই কক্ষে যদি পড়ালেখায় উপরের শ্রেণীতে অধ্যয়নরত কেউ থাকে তাহলে ছোটরা বড়জনের সাথে আদব রক্ষা করে কথা-বার্তা ও যে কোনো বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করবে। কোনোভাবেই নিজেকে জ্ঞানী হিসেবে উপস্থাপন করতে যেয়ে বেয়াদবি করা সমুচিত হবে না। একই কক্ষে থাকার সুবাদে বড়জনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের স্থলে বন্ধু-বান্ধব মনে করে দুষ্টামি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়– সেটি মনে রেখে চলাফেরা করবে।

২৩. পড়ালেখায় মনোযোগী হতে ছাত্র-ছাত্রীদের যা প্রয়োজন

২৩.১. গৃহে পড়ালেখার অনুকূল পরিবেশ গড়ে নেয়া

গৃহে পড়ালেখার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ বা পড়ালেখা বান্ধব পরিবেশ সকলেরই কাম্য। এটি পাওয়া একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি অন্যদিকে এ ব্যবস্থা করতে পিতা-মাতা বা অভিভাবকেরও চেষ্টার ত্রুটি থাকার কথা নয়। তবে তাদের আর্থিক সামর্থ্য, পড়ালেখার অনুকূল পরিবেশ সম্পর্কে বুঝতে পারার সামর্থ্য এটি একটি বিষয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিভাবকের সাধ আছে কিন্তু সাধ্যের অভাবে হয়তো তারা সেই রকম পরিবেশ গড়ে দিতে পারে না। ছাত্র-ছাত্রীরা চাইলেই তাদের দাবি অনুযায়ী অভিভাবকরা ব্যবস্থা করতে পারে না।

www.pathagar.com

যেমন মনে করো শহর অঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহে পড়ালেখার জন্যে প্রধান যে সমস্যা তা হলো স্থানের অভাব বা পৃথক কোনো পড়ার কক্ষ না পাওয়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকগণ ভাড়া বাসায় থাকার ফলে একদিকে যেমন বাসা ছোট, অন্যদিকে একই কক্ষে অনেকের সরব উপস্থিতি, পড়ালেখার টেবিলটি হতে হয় ছোট, সেটআপ করতে হয় ড্রয়িং রুমে বা বাসায় প্রবেশের দরজায় পাশে। বুক শেলফ নেই বা রাখার জায়গাও নেই। গরমের সময় অত্যধিক গরম লাগা, রাতে আলো কম পাওয়া, টেলিভিশনের শব্দ, পাশের বাসায় ছোট মণিদের চিৎকার, গান প্রাকটিস করার শব্দ, রাস্তা থেকে যান বাহন চলাচলের শব্দ ইত্যাদি সবকিছু মিলে কেমন যেন এক অসুস্থ পরিবেশ। এভাবে অভিযোগ তুলতে চাইলে আরো অনেক অভিযোগ করা যাবে, কিন্তু প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ তুলে কী হবে? পিতা-মাতা তো তোমাদের সামনেই তোমাদের জন্যে সকল কিছুর আঞ্জাম দিতে রাত দিন চেষ্টা করছেন। তারপরও কেন এত অভিযোগ পেশ করছো। একটু চিন্তা করো না, পিতা-মাতার সামর্থ্য ও চেষ্টা প্রসঙ্গে। তারপর পরিবেশটুকুকে নিজের মতো করে, নিজেদের চেষ্টা ও চর্চার ফলে অনুকূলে নিয়ে আসার জন্যে উদ্যোগী হও না, অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও দৃঢ়চিত্তে পড়ালেখা করে এগিয়ে চলার চেষ্টা করো না, তাহলেই তো একদিন তোমাদের এ কষ্ট স্থায়ীভাবে লাঘব হবে। তোমরা পড়ালেখায় ভালো করবে। ভালো পরিবেশ গড়ে নিতে সক্ষম হবে। শুধু শুধু পিতা-মাতার এ আয়োজনের বিপক্ষে কষ্ট না পেয়ে পড়ালেখায় ভালো করার জন্যে কষ্ট করো। দেখবে একদিন সকল কষ্ট তোমাদের হাসি ও সুখ-শান্তিতে পরিণত হবে। তোমরাই হবে একদিন উচ্চ শিক্ষিত দেশের ও দশের কর্ণধার।

২৩.২. পড়ালেখার উপকরণ প্রাপ্তি

শিক্ষার জন্য শিক্ষা উপকরণ অত্যাবশ্যকীয়। এখানে শিক্ষা উপকরণ বলতে– চেয়ার-টেবিল, বই রাখার শেলফ, পাঠ্য বই, পাঠ্য বইয়ের সহায়ক বই, ডিকশনারী, খাতা বা লেখার কাগজ, কলম, (কালো, লাল, সবুজ বা গ্রীন কালির কলম), সাইন পেন বা রঙিন কলম, জ্যামিতি বক্স, অঙ্কনের সাথে সম্পর্কিত সকল উপকরণ, পড়ার কক্ষে একটি ক্যালেন্ডার, ঘড়ি, বিকল্প আলোর ব্যবস্থা (মোমবাতি, ম্যাচ বক্স বা চার্জার লাইট) ইত্যাদি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখায় মনোযোগী হতে যোগান দেয়া আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের আর্থিক অবস্থা মাথায় রেখে যা না হলেই নয় বা একদম প্রয়োজনীয় তা পাওয়ার

www.pathagar.com

জন্যে বিনয়ের সাথে উপস্থাপন করবে। কোনোভাবেই উগ্র হয়ে বা অস্থির হয়ে, এখনই চাই, এখনই দিতে হবে, কোথায় থেকে দিবে জানি না– এমন কোনো কথা বলে পিতা-মাতার মনে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করবে না। বই সময় মতো না পেলে সহপাঠীদের কাছ থেকে এনে পড়ার চেষ্টা করবে, খাতা ও কলমের প্রতি যত্নশীল হবে। পুরো খাতার পৃষ্ঠা জুড়ে লেখার চেষ্টা করবে। কলম, কাঠপেন্সিল যেন নষ্ট হয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবে। জ্যামিতি বক্স, স্কেল যেন ভেঙে না যায় ও বইয়ের ব্যাগ যেন ছিঁড়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবে। প্রতি বছর নতুন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে নতুন ব্যাগ চাই, স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় যেতে রিকসা বা গাড়ি চাই, প্রতি বছর নতুন জুতা ও ড্রেস চাই, ঘড়ি চাই– এমন দাবি পেশ করবে না। পিতা-মাতার মনোভাব ও আর্থিক সামর্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখবে। যতটা সম্ভব গত বছরের জুতাগুলো যদি পায়ে লাগে তাহলে তাই পায়ে দেয়ার চেষ্টা করবে, ড্রেসগুলো যদি গায়ে লাগে তাই নতুন তৈরি করে দেয়ার আগ পর্যন্ত গায়ে দিতে চেষ্টা করবে। পিতা-মাতার কাছে এটা হলে ভালো হয়, নতুন একটা ব্যাগ কিনতে পারলে ভালো হয়, শার্ট ও প্যান্ট তো নষ্ট হয়ে গিয়েছে এগুলো হলে ভালো হয়– এমনভাবে মনোভাব ব্যক্ত করবে। মনে রাখবে পিতা-মাতা মাত্রই সন্তানদের আপনজন, প্রত্যেক পিতা-মাতাই চায় সন্তানদের মুখে হাসি ফোটাতে, তাদের জন্য সবকিছু নতুন নতুন ক্রয় করতে। পড়ালেখার উপকরণ বেশি বেশি করে দিতে। কিন্তু যাদের সামর্থ্য সমর্থন করে না তাদের কথা ভিন্ন।

২৩.৩. উচ্চতর শ্রেণীর বই ও নোট প্রাপ্তি

পড়ালেখায় ভালো হওয়ার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বই ছাড়াও উচ্চতর শ্রেণীর বই থেকে প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর সাজিয়ে গুছিয়ে পড়ার চেষ্টা করা উত্তম। তাই আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশি বা স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার উপরের শ্রেণীতে অধ্যয়নরত মেধাবী ও ভালো ফলাফলকারী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বিষয়ভিত্তিক বই ও তাদের তৈরি করা হ্যান্ডনোট পাওয়ার লক্ষ্যে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখবে। তাদের দেখলে সালাম দিবে। হাসি মুখে কথা বলবে, খোঁজ-খবর নিবে। পড়ালেখা বিষয়ে সবসময় তাদের সাথে পরামর্শ করবে। কিভাবে আরো ভালো করা যায় বা তাদের ভালো হওয়ার কথা বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করে জানতে চেষ্টা করবে। তাদের প্রতি সম্মান ও মূল্যায়ন প্রদর্শন করবে। তাহলে দেখবে তারা তোমাদের স্নেহ করবে, আদর করবে। তোমাদের পড়ালেখায় ভালো হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে চেষ্টা করবে।

www.pathagar.com

২৩.৪. সাইন্স, কমার্স ও আর্টস গ্রুপ নির্বাচনে মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ

ছাত্র-ছাত্রীদের লালিত স্বপ্ন ও কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছার বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট ভিশন অনুযায়ী এগিয়ে চলতে পড়ালেখার এ স্তরে এসে সাইন্স, কমার্স নাকি আর্টস গ্রুপে নিয়ে তারা পড়ালেখা করতে চায় তা জানা আবশ্যক। আর এ জন্যে পিতা-মাতা বা অভিভাবক ও শিক্ষকদের দায়িত্ব হলো উল্লিখিত তিনটি গ্রুপের পড়ালেখা করে ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে কী কী করতে পারবে তা তাদের সামনে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা; প্রত্যেকটি গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অবস্থান এবং বাস্তবরূপ তুলে ধরে তাদের পছন্দ অনুযায়ী গ্রুপ নির্বাচনের সুযোগ করে দেয়া। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে নিজেদের ভিশনকে সামনে রেখে জীবনের ভীত গড়তে প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করবে। ফলে তারা পড়ালেখায়ও মনোযোগী হবে।

২৩.৫. উদ্দীপনা ও প্রেরণামূলক উপহার প্রাপ্তি

ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখায় মনোযোগী করতে সকলের উচিত তাদের পড়ালেখাসহ জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অবস্থাকে স্মৃতিতে ধারণ করার জন্য উদ্দীপনা ও প্রেরণামূলক উপহার প্রদান করা। বিশেষ করে চাচা, মামা, খালা, নানা-নানী, পিতা-মাতা এমন অভিভাবক শ্রেণীর কেউ যখন ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কোনো উপহার তুলে দেন তখন ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দে বিভোর হয়ে উঠে। তখন তাদেরকে যা বলা হয় তারা তাই করতে চেষ্টা করে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তাদের গঠনমূলক বই, তাদের ব্যবহারের উপযোগী কাপড়, তাদের একাডেমিক পড়ালেখার সহায়ক উপকরণ বই, খাতা, কলম ইত্যাদি উপহার দিয়ে বেশি বেশি পড়ালেখায় মনোযোগী হতে বললে তারা গভীর আনন্দের সাথে তাই করতে সচেষ্ট হবে। আর এ জন্যেই সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখায় মনোযোগী করতে উদ্দীপনা ও প্রেরণামূলক এমন উপহার তাদের হাতে তুলে দেয়া। আর তাহলেই তাদের চোখে মুখে ভালো করার তামান্না ও স্পিরিট জেগে উঠবে। তারা পড়ালেখায় ভালো হবে। ভালো ছাত্র-ছাত্রীতে পরিণত হবে এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে।

২৪. পড়ালেখায় ভালো করতে শিক্ষকদের সাথে আদর্শিক সম্পর্ক গঠন

অজানাকে জানানো, অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোতে উত্তরণ, নামসর্বস্ব মানুষ নামের জীবকে পরিবার, সমাজ ও দেশের কল্যাণের উপযোগী করে গড়া– এ মহৎ কাজ যিনি বা যারা সম্পাদন করেন তারাই শিক্ষক। অর্থাৎ

www.pathagar.com

শিক্ষক তিনিই যিনি শিক্ষাদান করেন, জ্ঞান বিতরণের কাজে ব্রতী হন। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকের অভিব্যক্তি সুবিস্তৃত এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুবিধ; তিনি তাঁর আদর্শভিত্তিক জ্ঞান অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যানুগ জ্ঞান অর্জনে, সচ্চরিত্র গঠনে এবং মেধা বিকাশে পরিকল্পনা মাফিক নিয়োজিত করেন।

শিক্ষা দানের সকল কাজ নবী ও রাসূল (সা.)-এর কাজ বা নবীওয়ালা কাজ হিসেবে গণ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় আর তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়।" (আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ০২ : আয়াত-১৫১)

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতোপূর্বে তো এরা ছিলো ঘোর বিভ্রান্তিতে।" (আল-কুরআন, সূরা জুমুআ, ৬২ : আয়াত-০২)

সুতরাং সুষ্ঠু সমাজ, দেশ ও আদর্শ জাতি গঠনে যাদের ভূমিকা রয়েছে তন্মধ্যে শিক্ষকের ভূমিকাই অধিক বিস্তৃত; গভীর প্রভাবশীল এবং নিয়ামত প্রকৃতির। এ কারণেই রাষ্ট্র প্রধান থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরের জনগণ এবং শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষকের হক বা অধিকার অনেক বেশি।

২৪.১. শিক্ষকের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন

দেশের প্রধান থেকে শুরু করে সকলকে যারা গড়ে; সভ্যতার বীজ যারা বপন করে; তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা যে কেমন হওয়া উচিত, একথা লেখা একজন শিক্ষকরূপী লেখকের পক্ষে কঠিন। আর তাই ইসলামের অন্যতম খলীফা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একান্ত প্রিয় সাহাবী হযরত আলী (রা.) শিক্ষকদের সম্মান ও হক প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের জানার সুবিধার্থে উল্লেখ করছি।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন : "একজন শিক্ষকের হক বা অধিকার হলো তুমি তাকে বেশি প্রশ্ন করবে না, তাকে উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোরতা করতে পারবে না, তার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারবে না যদিও তিনি অলসতা করেন। তাঁর কাপড় ধরে বসাতে পারবে না, যদি তিনি উঠে যান। তার কোনো

www.pathagar.com

গোপন তথ্যের ব্যাপারে প্রতারণা করবে না, যদি তার পদস্খলন হয়; তাহলে তার উজর গ্রহণযোগ্য হবে। তোমার জন্য আরো অত্যাবশ্যক হলো তুমি তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সম্মান করবে যতক্ষণ সে আল্লাহর আদেশ সংরক্ষণ করে। আর তুমি শিক্ষকের সামনে বসবে। যদি তার কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তার খেদমতের জন্য এগিয়ে যাবে এবং তাকে এমন কথা বলবে না অমুক ব্যক্তি আপনার মতের বিপক্ষে বলেছে।"

২৪.২. শিক্ষকের সাথে সুন্দর করে কথা বলা

শিক্ষক হচ্ছেন আদর্শের আলোকবর্তিকা, শিক্ষার্থীদের আদর্শ পথের সন্ধানদাতা, আদর্শ পথে গমন করার সকল উপকরণের যোগানদাতা এবং কিভাবে উচ্চ শিখরে আরোহণ করবে তার সকল কিছুর উদগাতা। সুতরাং শিক্ষক যে শ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত সম্মানজনক আসনের মানুষ, পিতা-মাতার মতোই আপন, সকল দাতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ দাতা, সকল কল্যাণকামীদের চেয়েও অন্যতম, শিক্ষার্থীর জীবনের লক্ষ্য স্থির করে সে লক্ষ্যে পৌছে দেয়ার একমাত্র সহায়ক শক্তি তা বোধহয় বলাই যুক্তিযুক্ত।

অবুঝ মনে আদর্শের বীজ বপন করে সেই গাছকে বট বৃক্ষের ন্যায় পরিণত করতে শিক্ষকদের ভূমিকা কতটুকু তা আদর্শ ছাত্র মাত্রই জানা। কাজেই এমন যে শিক্ষক সেই শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর কথা-বার্তা, আচার-আচরণ কেমন হবে বা হওয়া উত্তম তা বোধহয় নতুন করে লেখার দাবি রাখে না। কারণ শিক্ষক এমন সম্মানজনক ব্যক্তি যার কথা থেকে শিক্ষার্থীরা কথা বলা শিখে। এমন শিক্ষকের সাথে কথা বলা চাই কুরআনের বর্ণিত আল্লাহর আদেশ অনুসারেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"তোমাদের চাল-চলনে মধ্যম পন্থা গ্রহণ কর এবং তোমার আওয়াজকে নিচু কর। সব আওয়াজের মধ্যে বেশি খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ। (আল-কুরআন, সূরা লুকমান, ৩৯ : আয়াত-১৯)

আজকাল এক শ্রেণীর শিক্ষার্থী আছে যারা শিক্ষা জীবনের সফলতার আনন্দে গর্ব আর অহংকারে অতীতের (স্কুল-কলেজ) শিক্ষকদের সাথে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা-বার্তা ও আচার-আচরণ ব্যক্ত করে থাকে। শিক্ষকের কথার উপরে নিজের কথাকে বিজয়ী করতে চায়। অর্থাৎ শিক্ষককে হার মানাতে ব্যর্থ চেষ্টা চালায়– যা দুঃখজনক। তাছাড়া ধরে নিলাম এক সময় শিক্ষার্থী হয়তো স্কুল-কলেজের শিক্ষকের উপরে অবস্থান করছে। আর এটা করাতো স্বাভাবিক। এজন্যই তো

www.pathagar.com

শিক্ষক পড়িয়েছেন। শিক্ষকের মূল লক্ষ্যই হলো শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠিত দেখা। কাজেই যে শিক্ষকগণ তাকে পড়িয়েছেন সেই শিক্ষককে কথা দিয়ে পরাস্ত করার চেষ্টা বা কোনো ক্ষেত্রে খাট করার চেষ্টা করা তো আদৌ শিক্ষার্থীর সুন্দর নম্র ও বিনয়ী আচরণের মধ্যে পড়ে না। শিক্ষার্থীর একথা ভুলে যাওয়া তো ঠিক নয় যে আজকের এ অবস্থানের পেছনে সেই অতীতের শিক্ষকদের ভূমিকাই ছিলো প্রধান।

অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা জীবনের সফলতায় উন্নীত ভাল কথা কিন্তু এ সফলতার অহংকারে অতীতের শিক্ষা জীবনের শিক্ষককে অবমূল্যায়ন করা কতটুকু সমীচীন! পৃথিবীর কেউ কী প্রথম শ্রেণী থেকে দশম ও একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত কোনো শিক্ষকের কাছে পড়ালেখা না করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত হয়ে জজ, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর হতে পেরেছে? কেউ কী গাছের গোড়ায় না যেয়ে, গোড়া দিয়ে না উঠে গাছের আগায় যে মিষ্টি ফল আছে তা হাতের নাগালে আনতে পারবে! না তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই বলব, যে সকল শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষককে কথা-বার্তায় পরাজিত করতে চায় তা বেয়াদবি বৈ অন্য কিছু নয়। আর এমন বেয়াদবির ফলাফল কোনোভাবেই কারোর জন্য কল্যাণদায়ক হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে তেমন কিছু চায় না, চায় একটু সম্মান, একটু শ্রদ্ধা, একটু ভালবাসা। আর এসব কিছুর বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমই হলো আদবের সাথে সুন্দর, কোমল ভাষায় সহজ-সরল করে শিক্ষকের সাথে কথা বলা আর শিক্ষকের কথা শোনার মন-মানসিকতা প্রকাশ করা।

২৪.৩. শিক্ষক কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হলে ক্ষমা চাওয়া

যারা অনেক ত্যাগ স্বীকার করে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালবেসে আদর, স্নেহ ও মহান স্রষ্টার দরবারে দু'আ করে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল ফলাফল অর্জনে আপ্রাণ চেষ্টা করেন তারাই শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলী। তারা অগাধ ভালবাসার মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ হিসেবে গড়ে তোলেন। এ পর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কোনো ত্রুটি বা আদেশের লঙ্ঘন, পর্যায়ক্রমে শয়তানের প্ররোচনায় তাদের পড়ালেখায় অমনোযোগিতা ইত্যাদি কারণে অসন্তুষ্ট হলে ছাত্র-ছাত্রীদের উচিৎ–উত্তম আচরণ এবং ভুলের পুনরাবৃত্তি আর ঘটবে না এমন স্বীকৃতি দেয়া, ওয়াদা বা অঙ্গীকার করা এবং শিক্ষকের আদেশ অনুযায়ী পরবর্তীতে পড়ালেখা করে ভাল ফলাফল ও আদর্শ মানুষ হওয়ার প্রতি এগিয়ে যাওয়া। নিজের স্বীয় ত্রুটি বা

www.pathagar.com

ভুলের জন্য অনুশোচনা করে কোনো রকমের যুক্তি তর্ক পেশ না করে ক্ষমা চেয়ে নেয়া আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষণ। আর এভাবে ক্ষমা চাইলে মুহতারাম শিক্ষক যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করবেন তেমনি মহান স্রষ্টাও তাদের প্রতি খুশি হয়ে বিশেষ রহমত দান করবেন। যার ফলে এই ছাত্র-ছাত্রীরাই একদিন আদর্শের মূর্তপ্রতীক হিসেবে পরবর্তী জাতির জন্য অনুকরণীয়-অনুসরণীয় হবে।

২৪.৪. শিক্ষকের সাথে বেয়াদবিতে জ্ঞান ও ইলমের বরকত হ্রাস পাওয়া

মানুষ গড়ার অদম্য স্পৃহা আর সভ্যতার নির্মাতা আদর্শ শিক্ষক। অত্যন্ত সহনশীল, সৎ উদ্দেশ্য ও ন্যায়নীতির অনুসারী, সচ্চরিত্রের অধিকারী এ শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ার উদগাতা। আজ ও আগামী জাতির এ বিশাল দায়িত্ব মাথায় নিয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়ে যারা অনেক না পাওয়া সত্ত্বেও আদর্শের বাণী তথা নীতি-নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আলোকিত করার এ মহান দায়িত্ব পালন করে সারাক্ষণ সকলের মাঝে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়ে থাকেন তারাই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকবৃন্দ। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিপরীতে যারা বেয়াদবিমূলক আচরণ করে তাঁদের তো পড়ালেখা হওয়ার কথাই না। অধিকন্তু তাদের জীবনও হয়ে থাকে অভিশপ্ত ও দুঃখ-কষ্টের। পৃথিবীর বুকে পিতা-মাতা ও শিক্ষকের মনে কষ্ট দেয়া মানে মানুষ হওয়ার পথ ভুলে অমানুষ, নিষ্কর্মা এবং রহমত ও বরকতবিহীন লানতপূর্ণ জীবন ধারণ করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বেঁচে থাকা, আর মৃত্যুতে বেঈমানের মতো মৃত্যুবরণ করার দিকে এগিয়ে যাওয়া। কারণ মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বেয়াদবি কোনোভাবেই পছন্দ করেন না। তাই বেয়াদবের জন্য দুনিয়ার জীবনে অশান্তি এবং আখিরাতে মহাশাস্তি অপেক্ষা করতে থাকে। আল্লাহ মাফ করুন, কতিপয় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী মেধার প্রখরতায় বা নিজের সফলতায় শিক্ষকদেরকে অবমূল্যায়ন করে, শিক্ষকদের সাথে খারাপ আচরণ করে, নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুবাদে শিক্ষকদেরকে সালাম পর্যন্ত দিতে ইতস্তত অনুভব করে– যা দুঃখজনক। এ সমস্ত শিক্ষার্থীরা হয়তোবা চাকুরি জীবনে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু পারিবারিক জীবনে নিজের মনের অজান্তেই রোগ-শোক, জরাজীর্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে লানতপূর্ণ জীবন যাপন করে। কেননা শিক্ষার্থীরা যত বড়ই হোক, উচ্চ শিক্ষিত ও ভাল ফলাফলের অধিকারীই হোক না কেন তারা তো আর ঐ শিক্ষকদের সমান হওয়া সম্ভব হয় একথা তাদের মনে রেখে শিক্ষকদের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা চিরন্তন রাখা উচিত।

www.pathagar.com

২৪.৫. শিক্ষকদের নামে গীবত না করা

গীবত মানে কোনো মানুষের অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্পর্কে এমন কোনো কথা বলা যা শুনে সে মনে কষ্ট পাবে। সুতরাং এটি শুধু শিক্ষকদের নামে নয় এমন জঘন্য পাপ কাজ অন্য কোনো ব্যক্তির নামেও করা আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীর কাজ হতে পারে না। তারপরও যারা শিক্ষকদেরকে সমাজের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে তার অনুপস্থিতিতে তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে যা শুনলে শিক্ষকরা কষ্ট পাবে এমনটি থেকে মুক্ত থাকতেই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

"ধ্বংস রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে অগোচরে নিন্দা করে এবং সাক্ষাতে ধিক্কার দেয়।" (আল-কুরআন, সূরা আল হুমাযাহ, ১০৪ : আয়াত-০১)

২৪.৬. শিক্ষকদের মৃত্যুর পরও হক আদায় করা

শিক্ষকদের একমাত্র সম্পদ হলো দুনিয়ায় সম্মান আর আখিরাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসেবে জান্নাত লাভ করতে পারা। কেননা শিক্ষক সবাই হতে চায় না আবার হতে পারেও না। শিক্ষকতা করা মানে নবীওয়ালা কাজ বা দায়িত্ব পালন। একাজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক বিশেষ রহমত ছাড়া সবাই পালন করতে পারে না। তাই আদর্শ শিক্ষক মাত্রই নিম্নের ০৯ প্রকারের দোষমুক্ত মানুষ। যেমন :

০১. লোভ-লালসা। ০২. আকাঙ্ক্ষা। ০৩. রাগ। ০৪. মিথ্যা। ০৫. পরনিন্দা। ০৬. কৃপণতা। ০৭. হিংসা-বিদ্বেষ। ০৮. অহংকার। ০৯. লোক দেখানো।

এখানেই শেষ নয়, আদর্শ শিক্ষক হতে হলে অবশ্যই শিক্ষকদের চরিত্রে উপরোক্ত দোষ থেকে মুক্ত এবং নিম্নোক্ত গুণগুলোর সমাবেশ ঘটাতে হয়। যেমন :

০১. মেজাজের ভারসাম্য। ০২. সচ্চরিত্র। ০৩. সৎ উদ্দেশ্য ও ন্যায়নীতির অনুসারী। ০৪. সহনশীলতা। ০৫. স্বল্পে তুষ্টি। ০৬. ধৈর্যশীলতা। ০৭. কৃতজ্ঞতা।

সুতরাং উল্লিখিত দোষ-ত্রুটি মুক্ত এবং সদগুণ সম্বলিত আদর্শবান ও সচ্চরিত্রের অধিকারী শিক্ষকবৃন্দ মৃত্যুবরণ করলেও আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাঁদের হক বা অধিকার থাকে। এবার প্রশ্ন! আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে শিক্ষকের হক আদায় করবে? হ্যাঁ, সেই করণীয় পদ্ধতিই এখানে উল্লেখ করা হলো :

০১. সর্বদা তাদের কল্যাণের জন্য মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা।

০২. শিক্ষকদের পরিবার-পরিজন ও নিকট আত্মীয়দের কোনো সাহায্য-

www.pathagar.com

সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দিলে যথাসাধ্য বিনা শর্তেই সাহায্য-সহযোগিতা বা কর্জে হাসানা দেয়া।

০৩. শিক্ষকদের বন্ধু এবং সমসাময়িক শিক্ষকদের প্রতি সালাম পেশ ও সম্মান প্রদর্শন করা।

০৪. তাঁদের বিভিন্ন উপদেশ ও নসীহত মেনে চলার চেষ্টা করা।

০৫. শিক্ষকদের কথা মনে রেখে তাঁদের নামে মাঝে মধ্যে দান-খয়রাত করা।

০৬. শিক্ষকগণ কোনো অসীয়ত করে গেলে যথাসম্ভব তা পালন ও বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা।

০৭. মৃত্যুর পর কবরের পাশে গিয়ে কবরবাসীদের প্রতি সালাম এবং যিয়ারত করা।

২৫. পড়ালেখায় ভালো করতে বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠী নির্বাচনে সতর্ক থাকা

প্রত্যেকের জীবনে সচ্চরিত্রবান বন্ধু-বান্ধবের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। ভালো বন্ধু, সচ্চরিত্রবান বন্ধু অন্যকেও সচ্চরিত্রবান করতে পারে। নামাযী বন্ধু আযান দিলে মসজিদের দিকে গমন করলে তার সাথে অন্যরাও মসজিদের দিকে যাবে; যদি অন্যদিকে যায় তাহলে তো আর বন্ধুত্ব হবে না। ধূমপায়ী বন্ধু ধূমপান করবে আরেকজন করবে না তাতো হয় না। কাজেই ধূমপায়ী বন্ধুর মহলে বসলে ধূমপান করতে হয় এভাবে অসৎ বন্ধুর প্রভাবে মানুষ অসচ্চরিত্রের দিকে ধাবিত হতে হয়।

সুতরাং বিষয়টি সুস্পষ্ট, আদর্শ ও সচ্চরিত্র গঠনে একে অপরের উপর প্রভাব পড়াই স্বাভাবিক। কাজেই প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে নেয়ার পরও তাদের সাথে চলতে চলতে কিছুদিন যাওয়ার পরই রাসূল (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী তাকে আবারও পরীক্ষা করে নিবে। রাসূল (সা.) বলেন : কোন্ বন্ধু কেমন তা বুঝার জন্য তিনটি কাজ করতে হবে।

০১. টাকা-পয়সা বা অর্থের লেনদেন করা।

০২. তার সাথে রাত্রি যাপন করা।

০৩. দীর্ঘ পথ এক সাথে সফর করা।

এগুলো করার পর যদি দেখা যায়, সে নৈতিকতা ও আদর্শিক মানদণ্ডে উন্নীত নয় তাহলে তাকে ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন স্বয়ং রাসূল (সা.) নিজেই। কেননা অন্যত্র রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন :

আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন : ব্যক্তি তাঁর বন্ধুর দীনের

www.pathagar.com

অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের দেখা উচিত, কার সাথে বন্ধুত্ব করছো। (আল হাদীস, আবূ দাউদ শরীফ, অধ্যায় : আদব, হাদীস নং-৪৭৫৮, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৮৫, ই.ফা.)

২৫.১. আল কুরআনের দৃষ্টিতে উত্তম বন্ধু-বান্ধবের পরিচয়

পবিত্র কুরআন মানব জাতির বন্ধু কে বা কারা হতে পারে তাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে এই বলে :

"নিশ্চয়ই তোমাদের সত্যিকারের বন্ধু হলেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ। আর এসব ঈমানদার হলো যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রতিষ্ঠা করে এবং তারা রুকুকারীও। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদের বন্ধুত্ব গ্রহণ করে সেসব আল্লাহর জামায়াতই সফলকাম হবে।" (আল কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : আয়াত-৫৫-৫৬)

এখানে মানব জাতির প্রকৃত বন্ধুদের তালিকা প্রণয়ন করে তিন প্রকারের বন্ধুত্বের পরিচয় দেয়া হয়েছে।

০১. আল্লাহ তা'আলা। ০২. তাঁর রাসূল এবং ০৩. ঈমানদার বা মুমিন বা আদর্শ মানুষগণ।

পবিত্র কুরআনের অনেক্র আয়াতে কেবল আল্লাহকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। মানে মূলত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সাথে বন্ধুত্ব নিঃশর্তভাবে। কিন্তু মুমিনের সাথে বন্ধু শর্ত সাপেক্ষে। আয়াতে ঈমানদারদের মানব জাতির বন্ধু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে। আর তা হলো :

০১. যারা নিজ নিজ ঈমানের দাবিতে স্থির থাকে। ০২. সালাত কায়েম করে। ০৩. যাকাত প্রতিষ্ঠা করে এবং ০৪. নিজেকে সর্বদা দ্বীনি কাজে রত রাখে।

সুতরাং এ অর্থে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার মানে আসলে আল্লাহ তা'আলার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করা। অবশ্য এরা যতক্ষণ পর্যন্ত মূল বন্ধু আল্লাহ তা'আলার সাথে নিজ নিজ সম্পর্ক রক্ষা আঞ্জাম দানে তৎপর থাকবে, ততক্ষণ তারা বিশ্বাসী মানুষের বন্ধু হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২৫.২. আল হাদীসের দৃষ্টিতে বন্ধু-বান্ধবের সাথে মেলামেশা ও শিক্ষা

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বন্ধু-বান্ধবের সাথে মেলামেশা ও তার প্রভাব সম্পর্কে মানব জাতিকে সতর্ক করতে যেয়ে বলেন :

www.pathagar.com

আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কুরআন পাঠকারী মুমিনের তুলনা ঐ কমলালেবুর মতো– যার সুঘ্রাণ আছে এবং খেতে মিষ্টি। আর যে কুরআন পাঠ করে না, সে মুমিনের উদাহরণ ঐ খেজুরের মতো, যা খেতে সুস্বাদু, তবে তাতে কোনো সুঘ্রাণ নেই। আর গুনাহগার ব্যক্তির কুরআন পাঠের তুলনা ঐ সুগন্ধি ঘাসের ন্যায়, যার স্বাদ তিক্ত এবং যে গুনাহগার ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না, সে ঐ তিক্ত গাছের ন্যায়– যা বিস্বাদ এবং তাতে কোনো ঘ্রাণও নেই। আর ভাল লোকের সুহ্বতের তুলনা ঐ আতর বিক্রেতার মতো, যদি তুমি তার থেকে কিছু না পাও, তবে আতরের খোশবু অবশ্যই পাবে। পক্ষান্তরে, খারাপ লোকের সুহ্বত– ঐ চুলার ন্যায়, যার কাল রং থেকে বাঁচা গেলেও তার ধোঁয়া অবশ্যই তোমাকে কষ্ট দেবে। (আল হাদীস, আবূ দাউদ শরীফ, অধ্যায় : আদব, হাদীস নং-৪৭৫৪, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৮৩-৮৪, ই.ফা.)

আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, আমার মহত্ত্বের নিমিত্তে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদের আমার বিশেষ ছায়ায় ছায়া দান করবো। আজ এমন দিন, যে দিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া নেই। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, হাদীস নং-৬৩১৫, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০১, ই.ফা.)

আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন : এক ব্যক্তি তার ভাইকে দেখার জন্য অন্য এক গ্রামে গেলো। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য রাস্তায় একজন ফিরিশ্তা মোতায়েন করলেন। সে ব্যক্তি যখন ফিশির্তার কাছে পৌঁছল, তখন ফিরিশ্তা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইরাদা করেছো? সে বলল, আমি এই গ্রামে আমার এক ভাইকে দেখার জন্য যেতে চাই। ফিরিশ্তা বললেন, তার কাছে কি তোমার কোনো অনুগ্রহ আছে, যা তুমি আরো বৃদ্ধি করতে চাও? সে বলল, না। আমি তো শুধু আল্লাহর জন্যই তাকে ভালোবাসি। ফিরিশ্তা বললেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে এ পয়গাম নিয়ে এসেছি যে, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে তাঁরই জন্য ভালোবেসেছ। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, হাদীস নং-৬৩১৬, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০২, ই.ফা.)

আর তাইতো বিশ্বনবী রাসূল (সা.) তাঁর নিজের বন্ধু-বান্ধবের পরিচয় প্রদান করে বলেন :

www.pathagar.com

আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে চুপে চুপে নয়, স্পষ্ট বলতে শুনেছি যে, জেনে রাখো, অমুক বংশ (আত্মীয়তার কারণে) আমার বন্ধু নয়, বরং আল্লাহ এবং নেককার মুমিনগণই হলেন আমার বন্ধু। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, হাদীস নং-৪১২, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭৯, ই.ফা.)

২৫.৩. পড়ালেখার এ সময়টুকুতে বন্ধু-বান্ধব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সতর্কতা

বন্ধু-বান্ধব বৃদ্ধি করা মানে বন্ধু-বান্ধবের সাথে সময় দেয়া, একে অপরের ডাকে জবাব দেয়া, সাহায্য-সহযোগিতায় হস্ত প্রসারিত করা, কথাবার্তা ও গল্প-গুজবে মেতে উঠা, একে অপরের রঙে রঙিন হওয়া। এছাড়াও বন্ধু-বান্ধব বৃদ্ধির ফলে বন্ধুদের মাঝে যে সকল নেতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হয় তা এখানে পয়েন্ট আকারে উপস্থাপন করা হলো :

০১. সময়ের অপচয় বা অবমূল্যায়ন ঘটে থাকে। বন্ধু-বান্ধব মিলে এটা-সেটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে করতে সময় যে কখন পার হয়ে যায় তা আর খেয়াল থাকে না। এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় অপচয় হয়ে থাকে।

০২. বন্ধু-বান্ধব বেশি হলে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে যাওয়া নানা বৈচিত্রময় ঘটনা দুর্ঘটনার বিষয়গুলো ব্যক্ত করা হয় বলে অহেতুক সকলকে গল্প-গুজবে মেতে উঠতে দেখা যায়– যার শেষ ফলাফল শূন্য।

০৩. স্কুল জীবন থেকে শুরু করে এইচ.এস.সি পর্যন্ত বন্ধু-বান্ধবের মাঝে সংগঠিত বেশির ভাগ কথাবার্তা অগঠনমূলক হয়ে থাকে। এ বয়সে বন্ধু মহলে রোমাঞ্চকর কথা-বার্তায় সময় বেশি ব্যয় হয়। এতে অনেক মেধার ক্ষতি হয়ে থাকে, কিন্তু এইচ.এস.সি পরবর্তী সময়ে বন্ধু-বান্ধবদের আলোচনা গঠনমূলক হয়ে থাকে। তাই এ সময়ে ভালো বন্ধু খুঁজে নেয়া যেতে পারে।

০৪. বন্ধু-বান্ধব সবাই মানবতার কল্যাণ ও দেশ গঠনে উজ্জীবিত না হলে নিজেদের মধ্যে মন কষাকষি বা মন খারাপ হওয়ার মতো পরিস্থিতি দেখা দেয়, তাই বন্ধু-বান্ধব বেশি না গড়াই উত্তম।

০৫. বন্ধু-বান্ধব সবাই এক মনের ও এক মতের অনুসারী না হলে পড়ালেখায় বিঘ্ন ঘটে। বন্ধু মহলের গল্প গুজব, নানা কথার স্মৃতিচারণ পড়ালেখায় মনোযোগ দেয়াতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

০৬. বন্ধু-বান্ধবরা একই মতাদর্শের না হলে নিজেদের মধ্যে ধূমপানসহ অনেক অনাদর্শিক কর্মকাণ্ড ও চিন্তা-চেতনা প্রভাব চিন্তার করে থাকে– যা আদর্শ বিবর্জিত।

www.pathagar.com

০৭. বন্ধু-বান্ধব বেশি হরে বন্ধুত্বে স্থায়ীরূপ দেয় যায় না। এতে নিজেদের মধ্যে অসন্তুষ্টি দানা বেধে উঠে। বিশেষ করে ছাত্র জীবনে অনেক বন্ধু-বান্ধবের সাথে মিশে সময় দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এতে পড়ালেখার নিশ্চিত ক্ষতি হয়।

তাইতো স্কুল ও কলেজে পড়ালেখা অবস্থায় বন্ধু-বান্ধব বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সকলকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এ সময়ে বেশি করে পড়ালেখা করে ভালো ফলাফল অর্জন করাই মূলত ছাত্র জীবনের দাবি এটিও ছাত্র-ছাত্রীদের মাথায় রাখতে হবে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বন্ধু-বান্ধব মিলে সকলে সকলের তরে কাজ করে এগিয়ে যাওয়া তদ্রূপ এ সময়ের দাবি। এ স্তরে পড়ালেখা অবস্থায় বন্ধু-বান্ধব বৃদ্ধিতে কেউ শঙ্কিত হয় না। কেননা এ বয়সে তাদের সকলের মাঝে জীবনবোধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়ে থাকে।

২৬. বই ক্রয়ে নিয়ম-নীতি ও সতর্কতা

পড়ালেখা ভালভাবে করার জন্য ভাল বইয়ের বিকল্প নেই। আর ভাল বই পেতে হলে একটু খেয়াল করে ক্রয় করতে হয়। কেননা প্রায় সব শ্রেণীতে একই বিষয়ে একাধিক লেখকের বই থাকে। লাইব্রেরিতে গিয়ে সবচেয়ে ভাল বই বা সঠিক তথ্যবহুল বই বেছে নেয়া আসলে সহজ ব্যাপার নয়। আবার ধরে নিলাম, কোন লেখকের বই ক্রয় করবে তা না হয় স্কুল, কলেজ, মাদরাসায় নির্ধারিত বিষয়ের শিক্ষকদের দেয় নির্দেশনা থেকে পাবে। কিন্তু তারপরও ছাত্র-ছাত্রীদের লাইব্রেরী থেকে বই ক্রয় করতে যেয়ে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক তা হলো :

০১. একাডেমিক বই ক্রয়ের ক্ষেত্রে বইটি হাতে নিয়ে বইয়ের নাম, নির্ধারিত শ্রেণী, লেখকের যথাযথ পরিচয় এবং দেখতেই কেমন লাগছে সুন্দর চকচকে নতুন না আবছা-ঝাপসা, পুরাতন-পুরাতন মনে হয় তা দেখে নিবে।

০২. বইয়ের প্রকাশকাল বা কততম-সংস্করণ, তা ইনারে কী লেখা আছে দেখে নিবে। এতে শিক্ষার্থীরা নতুন তথ্যাদি এবং সর্বশেষ সংস্করণ হলে নতুন নিয়ম-কানুন ও স্টাইল সম্পর্কে জানতে পারবে।

০৩. এবার যতটা সম্ভব বইটির কয়েকটি অধ্যায় বা পূর্বে অন্যান্য সহপাঠীর কাছে এই বইটি দেখলে কোন পাতায় কোন সমস্যা যেমন ছাপা ঠিক না থাকা, পাতা ছিঁড়া বা বাধাইয়ের ক্ষেত্রে কোন পৃষ্ঠা উলট-পালট বা বাদ পড়েছে কিনা তা ধারণা থাকলে লাইব্রেরিতে বইটি হাতে নিয়ে ঐ সকল পৃষ্ঠায় যেয়ে তৎক্ষণাৎ কোন

www.pathagar.com

সমস্যা আছে কিনা তা দেখা যেতে পারে। এছাড়া লাইব্রেরিতে দাঁড়িয়ে সমস্ত বই দেখার সময় ও সুযোগ নাও পাওয়া যেতে পারে।

০৪. বইয়ের মূল্য বা কমিশন সম্পর্কে সহপাঠীর কাছ থেকে ধারণা নিলে বইটি ক্রয়ে মূল্য নির্দিষ্ট করতে তেমন সমস্যা থাকবে না। মূল্য পরিশোধে ক্যাশ মেমো নেয়ার চেষ্টা করবে।

০৫. বইটি নেয়ার সময় খুব সুন্দর ও স্পষ্ট ভাষায় যে কথাগুলো বলবে তা হলো :

❖ বইয়ের ভেতরে কোনো সমস্যা থাকলে আগামী দু'দিনের মধ্যে নিয়ে আসবো, প্লিজ পরিবর্তন করে দিলে খুশি হব।

❖ বই ক্রয় করার সময় লাইব্রেরির একটি কার্ড এবং বিনয়ের সাথে যিনি কোনো সমস্যা হলে ফেরত দেয়ার কথা দিয়েছেন তিনি আগ থেকে পরিচিত না হলে নাম জেনে কার্ডের পেছনে লিখে নিবে। এতে বইটিতে কোনো সমস্যা থাকলে পরিবর্তন করে নেয়া সহজ হবে।

০৬. নতুন বই বাসায় এনে প্রথম যে কাজটি করবে তা হলো, সমগ্র বইটি হালকা স্পর্শ করে একবার দেখে নিবে। তারপর কোনো সমস্যা না থাকলে এবার পড়ার স্বার্থে যা-যা করা দরকার তা করবে। আর যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তা পৃষ্ঠা নম্বরসহ আলাদা কাগজে নোট করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাইব্রেরিতে পৌঁছে বিনয়ের সাথে তার সমস্যা বলে পরিবর্তন বা বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য লেখকের লেখা বই নেয়ার চেষ্টা করবে।

০৭. বই সম্পর্কে পূর্ব থেকে ধারণা না থাকলে এমন বই ক্রয় করতে যেয়ে সূচীপত্র খুলে ভাল করে দেখবে। তারপর ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিবে।

০৮. পূর্ব থেকে পরিচিত নয় এমন বা অপরিচিত বই ক্রয় করার ক্ষেত্রে অবশ্যই দুই থেকে তিনটি লাইব্রেরিতে বইটি খুঁজে দেখবে। এতে বইটির সঠিক মূল্য নির্ধারণ, সর্বশেষ কোনো সংস্করণ বাজারে আসছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া, এ বইয়ের উপর আরো কোনো ভাল লেখকের বই আছে কিনা এবং থাকলে সেই বইটির সূচীপত্র ও আলোচনার ধারাবাহিকতা খেয়াল করা, দুটি বইয়ের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য বিচার বিশ্লেষণ করে ভাল ও তথ্যবহুল বইটি ক্রয় করা যেতে পারে।

এভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা লাইব্রেরী থেকে বই ক্রয় করাসহ তাদের গমনযোগ্য সকল ক্ষেত্রগুলোতে মেধা ও যোগ্যতার সাথে সকল প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলোর সমাধান করে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করবে বলে আশা করছি।

www.pathagar.com

২৭. আল কুরআন ও আল হাদীসসহ আদর্শ গ্রন্থ পড়া

একাডেমিক বই পড়ার পাশাপাশি সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে গ্রন্থটি পড়া অবশ্যই প্রয়োজন তা হলো আল কুরআনুল কারীম। এ গ্রন্থটি মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত বিশ্বের সকল সৃষ্টি তথা মানব জাতির জন্যে সকল সমস্যার সমাধান সম্বলিত সংবিধান। আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"(কুরআন) পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য।" (আল-কুরআন, সূরা আন নামল, ২৭ : আয়াত-০২)

"এই কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য তা পথ-নির্দেশ ও দয়া অনুগ্রহ।" (আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ০৭ : আয়াত-২০৩)

"নিশ্চয়ই এ কুরআন মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" (আল-কুরআন, সূরা আন নামল, ২৭ : আয়াত-৭৭)

"এইগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত, পথ-নির্দেশ রহমতস্বরূপ সৎ কর্মপরায়ণদের জন্য।" (আল-কুরআন, সূরা লুকমান, ৩১ : আয়াত-০২-০৩)

"এই কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও রহমত।" (আল-কুরআন, সূরা আল জাসিয়া, ৪৫ : আয়াত-২০)

এ কুরআন শুধু মুসলিম জাতির জন্যই আসেনি। এ কুরআন হচ্ছে সকল মানবতার মুক্তির দিশারী এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য উপদেশস্বরূপ। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"এ কুরআন একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।" (আল-কুরআন, সূরা আস-সোয়াদ, ৩৮ : আয়াত-২৯)

"এ কুরআন তো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র।" (আল-কুরআন, সূরা আস-সোয়াদ, ৩৮ : আয়াত-৮৭)

"আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে, অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?" (আল-কুরআন, সূরা আল-কামার, ৫৪ : আয়াত-৩২)

তাই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত ও জীবনে সফলতার লক্ষ্যে আল-কুরআনুল কারীম রীতিমত অধ্যয়ন করা এবং এর উপদেশ অনুসারে আদর্শ জীবন গঠনের লক্ষ্যে প্রতিদিন সকাল বেলা অন্তত ধারাবাহিকভাবে পাঁচটি আয়াত অর্থসহ বুঝে

www.pathagar.com

বুঝে তিলাওয়াত করা। পরিকল্পিতভাবে প্রতিদিন এ নিয়মে অধ্যয়ন করলে সমগ্র কুরআন পড়ে বুঝে নিজেদের জীবনকে আল-কুরআনুল কারীমের উপদেশ অনুযায়ী গড়তে কেউ যদি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে আল কুরআন পড়তে শুরু করে তাহলে অষ্টম শ্রেণীর ডিসেম্বর মাসেই সমগ্র কুরআন অর্থসহ পড়া শেষ হয়ে যাবে। এবার পাশাপাশি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র মাধুর্যকে পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরণ-অনুকরণ করার লক্ষ্যে বাসায় সহীহ আল-বুখারী এক সেট হাদীস গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হলে প্রতিদিন কুরআন পড়ার পর অন্তত পাঁচটি হাদীস অধ্যয়ন করে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করলে আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী হওয়া সহজ হবে। সেই সাথে তাদের প্রতি নেমে আসবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে খাস রহমত ও বরকত। যার ঘোষণা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে নিজেই দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

"এই মুবারক কিতাব আমি তা নাযিল করেছি, অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সতর্ক হও; আশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।" (আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম, ০৬ : আয়াত-১৫৫)

"...এ কুরআন কোন মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্ববর্তী কিতাবে যা আছে তার সমর্থন, সবকিছুর বিশদ ব্যাখ্যা এবং মুমিন লোকদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" (আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, ১২ : আয়াত-১১১)

সুতরাং বক্তব্য স্পষ্ট। শুধু মুসলিম হিসেবেই নয় বিশ্ব পরিমণ্ডলের সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে, আগামীদিনে তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো যোগ্যতা অর্জন করতে আজকের ছাত্র-ছাত্রীদের একাডেমিক বই পড়ার পাশাপাশি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, শ্রেষ্ঠ মানুষের জীবনাদর্শ, কথা ও কর্ম এবং এ দু'টির অনুকরণে রচিত আদর্শ লেখকদের লেখা আদর্শ গ্রন্থ পড়া উত্তম। সেইসাথে বিভিন্ন রঙের কালির কলম দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো দাগিয়ে রেখে অধ্যয়ন করে সে অনুযায়ী চিন্তা-চেতনা, জীবন ধর্ম ও কর্ম পরিচালনা করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের ভাল ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার পাশাপাশি ভাল ফলাফল অর্জন করে ভাল মানুষ হিসেবে কবুল করবেন।

২৮. জ্ঞান ভাণ্ডার সংরক্ষণ ও জ্ঞান বিস্তারে সহায়ক দায়িত্ব পালন

২৮.১. ব্যক্তিগত লাইব্রেরী গড়ে তোলা

ছাত্র-ছাত্রীদের একবিংশ শতাব্দীর যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা প্রয়োজন। সেই সাথে আগামীতে জাতির নেতৃত্ব এবং নিজস্ব জাতিসত্তাকে আদর্শে বলীয়ান করার লক্ষ্যে নিজেদের প্রচুর অধ্যয়নের পাশাপাশি প্রতিবেশী,

www.pathagar.com

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার মহৎ লক্ষ্যে সর্বস্তরের মানবতার কল্যাণ কামনায় গড়ে তোলা প্রয়োজন ব্যক্তিগত লাইব্রেরী। সংগ্রহ করা প্রয়োজন দেশ-বিদেশের আদর্শিক লেখকদের জীবন ঘনিষ্ঠ লেখাসমৃদ্ধ বই। কারণ বই অজানাকে জানতে সহায়তা করে। বই আনন্দ দেয়। বই মনকে পুলকিত করে। বই মনের কথা বলে। বই নিঃসঙ্গতা দূর করে। বই মনের বিষণ্নতা দূর করে। বই মনকে সতেজ করে। বই চিন্তা-চেতনাকে তেজোদীপ্ত করে। বই প্রেরণা জোগায়। বই কর্মে গতিশীলতা আনয়ন করে। বই মনকে সুরভিত করে। বই অন্ধকার দূর করে। বই সবার মাঝে আলো ছড়ায়, বই মানুষের মন-মগজকে জ্যোতির্ময় করে তোলে।

সুতরাং বলব, বইয়ের লাইব্রেরী হচ্ছে তথ্য ভাণ্ডার আর অর্জন করতে পারলে হবে জ্ঞান ভাণ্ডার বা জ্ঞানের বাহন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বইয়ের মাধ্যমে তাঁর জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেন সমাজে, জাতিতে, দেশ-দেশান্তরে। পৃথিবীতে যে জাতি, সমাজ এবং দেশ জ্ঞানের এই বাহনকে জঁড়ো করে জ্ঞান অর্জন করেছে তারাই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অলংকৃত করেছে। এজন্যেই ছাত্র জীবন থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা বিশেষ দিবস, বিশেষ স্মরণীয় দিন, এসব কিছুকে কেন্দ্র করে পিতা-মাতার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে তা দিয়ে যথাসম্ভব বই কিনে নিজেদের একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরী গড়ে তোলা উত্তম।

এবার কারো কারোর অভিযোগ হচ্ছে, বইতো কয়েকদিন পর আর পাওয়া যায় না। বই বাসায় থাকে না। কেউ কেউ বলে বই চুরি করলে পাপ হয় না ইত্যাদি। আসলে বিষয়টি ঠিক এমন নয়। বই চুরি করা আর যে কোনো জিনিস চুরি করা সমান কথা। সুতরাং বই চুরি করলে পাপ হবে কিন্তু বিদ্যা চুরি করলে পাপ হবে না। এখানে বিদ্যা চুরি বলতে বিদ্যা তো চুরি করা যায় না। বিদ্যা মুখস্থ করে নেয়া যায়। আর এ মুখস্থ করে নেয়াকেই অনেকে বই চুরি ঠেকাতে একটু ব্যঙ্গ-রসাত্মক করে চুরি অর্থে ব্যবহার করে।

কাজেই প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর উচিৎ ছাত্র পরিচয়ের সাথে যেহেতু শিক্ষার সম্পর্ক আছে, শিক্ষার সাথে সম্পর্ক বইয়ের সেহেতু জীবনের প্রত্যেক স্তরে কয়েকটি করে বই সংগ্রহ করে তা দিয়ে ব্যক্তিগত লাইব্রেরী গড়ে তোলা। শিক্ষা জীবনের প্রথম দিকে পিতা-মাতা ও শিক্ষিত আপনজন, ছোটদেরকে আদর্শিক বই উপহার দিয়ে তাদেরকে এদিকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তাদের শিক্ষা জীবনের পর্যায় ও ক্ষণকে মনে রাখার লক্ষ্যে প্রতি বছরে ন্যূনতম পাঁচটি করে বই ক্রয় করে ভিতরে ইনার পৃষ্ঠায় শিক্ষার্থীর নাম, কোন শ্রেণীতে অধ্যয়নরত, তারিখ

www.pathagar.com

ও বিশেষ কোন মুহূর্তে বা উদ্দেশ্যে উপহার হলে উল্লেখ করা যেমন শ্রেণীতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অর্জনকারী হলে তা লিখে তাদেরকে বই উপহার দেয়া যেতে পারে। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা একাডেমিক পড়ালেখার প্রতি যেমন আগ্রহী হয়ে উঠবে তেমনি বইয়ের প্রতিও আকৃষ্ট হবে এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকে তারা নিজেরাই বই ক্রয় করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। সেই সাথে নিজেদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠার পাশাপাশি বই সংগ্রহ ও ছোটবেলা পিতা-মাতাদের বই উপহার দেয়ার কথা মাথায় রেখে ছাত্র-ছাত্রীরা যখন বই সংরক্ষণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে তখন দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতেই প্রত্যেকের বাসায় ন্যূনতম পঞ্চাশটি বই জমা হবে। সুতরাং ব্যক্তিগত পর্যায়ে এস.এস.সি পরীক্ষার সাথে সাথে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর বাসায় একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরী বা মিনি লাইব্রেরী গড়ে উঠবে।

সত্যিকথা বলতে কী, প্রিয় নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আল্লাহ তা'আলার প্রথম বাণী ছিলো "পড়"। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে আসমানী কিতাব পাঠিয়েছেন। নবী রাসূলগণ এ কিতাব থেকে অর্জিত জ্ঞান দিয়ে পৃথিবীর বুকে আদর্শ জাতি গড়েছেন; মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই আইয়ামে জাহেলিয়াত তথা বর্বরতার যুগে মানুষের যে মূর্খতা ও পশুর মতো আচরণ ছিলো তা দূরীভূত করে মানুষ যে শ্রেষ্ঠ জাতি তার আবহ গড়েছিলেন। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত যত জাতি এ কিতাবের বা গ্রন্থের সংস্পর্শে থাকবে তত জাতিই হবে উন্নত জাতি। আর হবে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার প্রিয়।

২৮.২. একে অপরকে বই উপহার দেয়া

বই জ্ঞানের বাহন। সভ্যতার প্রধান উপকরণ। বই পড়তে হবে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে আর জ্ঞানার্জন করতে হবে সুন্দর জীবন গড়ার উদ্দেশ্যে। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে পাঠকের মাঝে সুন্দর ও সত্যের পক্ষে কিছু পরিবর্তন তথা বিপ্লব সাধিত হতে পারে। সেগুলো হলো : মানসিক পরিবর্তন বা আদর্শিক চিন্তার বিপ্লব। সচ্চরিত্র গঠনে বিপ্লব ও আদর্শিক সমাজ গঠনে উদ্দীপনা। কেননা একথা তো সকলেরই জানা জ্ঞান হচ্ছে আলো, আর অজ্ঞতা বা মূর্খতা হচ্ছে অন্ধকার। এ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর দিকে আসার লক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত একে অপরকে বই উপহার দেয়া। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা এ কাজটিতে খুব বেশি নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে তুলতে পারে। যে কোন উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে বই উপহার দেয়া তার সাথে সম্ভব হলে সালাত আদায়ের জন্য একটি সুন্দর

www.pathagar.com

জায়নামাযও উপহার দেয়া যেতে পারে। এতে এ উপহার নিয়ে কেউ কোনো মন্তব্যও করতে পারবে না; আবার অপছন্দও করবে না; ঢিল ছুড়ে ফেলেও দিবে না; আগুনেও পুড়ে ফেলতে (আদর্শিক বই হলে ইচ্ছা করে পোড়ানো নাজায়িয) পারবে না। কাউকে এমন উপহার দেয়া মানে হচ্ছে তাদের কল্যাণ কামনা করা, তাদেরকে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে শামিল হতে আহ্বান জানানো। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

"আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় কতক লোক আছে, যারা কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধকারী। পক্ষান্তরে এমন কতক লোকও আছে যারা অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী। সেই লোকের জন্য সুসংবাদ যার দুই হাতে আল্লাহ কল্যাণের চাবি রেখেছেন এবং সেই লোকের জন্য ধ্বংস যার দুই হাতে আল্লাহ অকল্যাণের চাবি রেখেছেন" (আল হাদীস, সুনান ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : মুকাদ্দিমা [ভূমিকা], হাদীস নং-২৩৭, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪১ আ.প্র.)

তাছাড়া একে অপরকে বই উপহার দেয়া যে কত সুন্দর ও উত্তম উপহার সে বিষয়ে একটু লক্ষ্য করুন-

- বই বদলে দিতে পারে মানুষের চিন্তা-চেতনা।
- বই গড়ে দিতে পারে মনে আদর্শের প্রেরণা।
- বই মুক্ত করতে পারে কাউকে অনাদর্শিক চিন্তা-চেতনা ও কর্ম থেকে।
- বই পথহারাদের পথের দিশা দিতে পারে।
- বই অজানাকে দূর করে জানার আনন্দে মানুষকে বিমোহিত করতে পারে।
- বই মনুষ্যত্ববোধের উন্মেষ ঘটতে সহায়তা করতে পারে।
- বই আদর্শিক জীবন গঠনে সহায়তা করতে পারে।
- বই কুসংস্কার থেকে মানুষকে আদর্শিক সংস্কারের দিকে পথ চলতে সহায়তা করতে পারে।
- বই এর দাতাকে দীর্ঘদিন শ্রদ্ধার সাথে মনে রাখার ব্যবস্থা করে দিতে পারে।
- বই নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্রে মানুষকে উজ্জীবিত করতে পারে।
- বই স্রষ্টা ও পৃথিবীর মালিক আমাদের আপন পালনকর্তাকে চিনতে সহায়তা করতে পারে।
- বই দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি এবং আখিরাতের জীবনে চির সুখের স্থান জান্নাত পাইয়ে দিতে পারে।

www.pathagar.com

সুতরাং এমন যে বই, যে বই (আসমানী কিতাব) মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দিয়েছেন সে বই উপহার দেয়ার চেয়ে পৃথিবীর বুকে উপহার হিসেবে কাউকে আর কী জিনিস উপহার দেয়া উত্তম হতে পারে তা অবশ্য আমার জানা নেই। তাই একজন আরেকজনকে বই উপহার দেয়ার মধ্য দিয়ে উপরে উল্লিখিত যে সমস্ত কল্যাণধর্মী দিকগুলো কামনা করে থাকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কামনা, পৃথিবীর কোন জিনিস উপহার দিয়ে অথবা সমস্ত পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কোন উপহার হাতে তুলে দিলেও তা বই উপহার দেয়ার সমান হওয়া তো দূরে থাক তার সাথে তুলনা যোগ্যই হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত হতে পারবেও না।

অবশ্য এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন আসতে পারে, সেটি হলো উপহার হিসেবে বাজারে অনেক রচনাসমগ্র বা রচনাবলী, উপদেশের ফুলঝুরি, হাসির গল্প বলি, কৌতুক আর হাজার হাজার জোকসের সেরা বুলি, কবিতার সমগ্রাবলী ইত্যাদি বই নির্বাচন করব নাকি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, বিশ্ব স্রষ্টার বাণী, আল কুরআন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠশিক্ষক, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কর্ম ও সম্মতিসূচক বাণী সমৃদ্ধ গ্রন্থ আল হাদীস এবং এ দু'টির অনুসরণে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে পরিবেশের অনাদর্শিক দিকগুলোকে আদর্শিক করে সাজাতে জগতের যে সমস্ত আদর্শবান মানুষ জীবন ঘনিষ্ঠ আদর্শ গ্রন্থ রচনা করেছেন তা নির্বাচন করব!

হ্যাঁ, এ প্রশ্নের জবাব দেয়া আমার জন্যে অত্যন্ত কঠিন। তবে প্রশ্ন পূর্ববর্তী আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করে যে কথাটি আমি বলব, তা হলো আদর্শ বই পড়ে বিবেককে জাগ্রত করে তুলতে হবে। তাহলে এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। সেই সাথে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে উপহার ক্রয় করে দিয়ে বা কোন কাজ করে নিশ্চয়ই তার প্রতিদান হিসেবে কেউ স্রষ্টার কাছ থেকে শান্তি পাওয়ার দিকে এগিয়ে যাবে না, যেতে পারে না, অন্তত আজকের এ আধুনিক যুগে বা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে এমন মূর্খ মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে বললে বোধহয় ভুল হবে না।

তাছাড়া কোন সমগ্র বা কবিতা লেখা বই যদি হয় আদর্শিক আদর্শের সাথে সম্পর্ক রেখে রচিত, আদর্শের প্রেরণা দানকারী তাহলে তো কোন বিরোধ নেই। কেননা বই যেহেতু জ্ঞানের বাহন। সেই জ্ঞান তো হওয়া চাই আল্লাহর নির্দেশমত ও

www.pathagar.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দমত। তবেই না এ জ্ঞান হবে মানবতার কল্যাণকামী। বিশিষ্ট সাহাবী মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেছেন :

"জ্ঞানার্জন করো। জ্ঞান আল্লাহভীতি বাড়ায়। জ্ঞানার্জন করা ইবাদাত। পাঠ করা তাসবীহ। জ্ঞান চর্চা করা জিহাদ। সে জানে না তাকে শিখানো একটি দান। জ্ঞানীর সাথে জ্ঞানের কথা বন্ধুত্ব বাড়ায়। জ্ঞান ও গ্রন্থ তোমার একাকীত্বের বন্ধু নির্জনতার সাথী।"

সুতরাং নাতিদীর্ঘ এ আলোচনায় আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের জীবনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে উপস্থিত হয়ে কী উপহার দিবে? কী উপহার দেয়ার মধ্যে উপহার গ্রহীতার কল্যাণ কামনা রয়েছে? কোন্‌টি সভ্যতার উপকরণ, আদর্শের বাহন তা সহজেই বুঝতে পারবে বলে আশা করছি।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

আল কুরআন

০১. আল কুরআনুল কারীম, ২৬তম প্রকাশ : ২০০২, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০২. কোরআন মাজীদ, অনুবাদ : হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, ৫ম মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৯, প্রকাশনায় : আল কোরআন একাডেমী, লন্ডন।

আল হাদীস

০৩. বুখারী শরীফ, আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী আল জু'ফী (রহ.), অনুবাদকৃত ও সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, খণ্ড-২, প্রকাশকাল : (৮ম সংস্করণ), মে-২০০৮, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০৪. বুখারী শরীফ, আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী আল জু'ফী (রহ.), অনুবাদকৃত ও সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, খণ্ড-১০, প্রকাশকাল : (৫ম সংস্করণ), মার্চ-২০০৭, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০৫. মুসলিম শরীফ, ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরী (রহ.), অনুবাদকৃত ও সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, খণ্ড-১, প্রকাশকাল : (৩য় সংস্করণ), মে-২০০২, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০৬. মুসলিম শরীফ, ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরী (রহ.), অনুবাদকৃত ও সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, খণ্ড-৭, প্রকাশকাল : (২য় সংস্করণ), মে-২০০৩, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০৭. তিরমিযী শরীফ, ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত তিরমিযী (রহ.), অনুবাদকৃত ও সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, খণ্ড-৫, প্রকাশকাল : (২য় সংস্করণ), মার্চ-২০০৭, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০৮. আবু দাউদ শরীফ, ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুশ আশ আস 'আস-সিজিস্তিনী (রহ.), অনুবাদকৃত ও সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, খণ্ড-৫, প্রকাশকাল : (২য় সংস্করণ), আগস্ট-২০০৬, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০৯. সুনান ইবনে মাজা, আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবিনী (রহ.), অনুবাদ : মুহাম্মদ মূসা, খণ্ড-১, প্রকাশকাল : (১ম প্রকাশ), অক্টোবর-২০০০, আধুনিক প্রকাশনী।

১০. আল আদাবুল মুফরাদ, আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী আল জু'ফী (রহ.), প্রকাশকাল : (৪র্থ সংস্করণ), সেপ্টেম্বর-২০০৮, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

অন্যান্য গ্রন্থাবলী

১১. আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী গঠন ও ভাল ফলাফল অর্জনের কৌশল, লেখক : জাবেদ মুহাম্মাদ, প্রকাশকাল : নভেম্বর-২০০৮, (১ম প্রকাশ), প্রকাশনায় : আদর্শ শিক্ষা ও গবেষণা সোসাইটি।

১২. লেখাপড়ার নিয়ম-পদ্ধতি ও আদব আখলাক শিক্ষা, মুফতি হারুন রসূলাবাদী, প্রকাশকাল : জুলাই-২০০৩, প্রকাশনায় : সিদ্দিকিয়া পাবলিকেশন্স।

www.pathagar.com

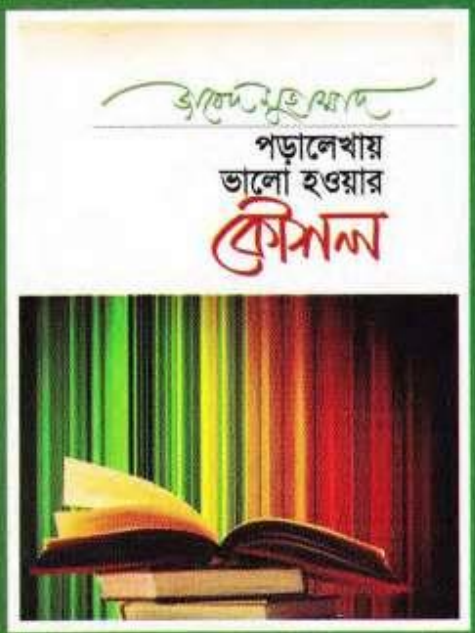

www.pathagar.com